আশ্রম চতুষ্টয়

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

বিরচিত।

শুভ-মহাষ্টমী তিথি।

১৪ই আশ্বিন, নিত্যাব্দ ৮৪,

সন ১৩৪৫ সাল।

মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীমৎ নিত্যানন্দ অবধূত
মহানির্ব্বাণ মঠ,
কালীঘাট (কলিকাতা)

প্রিণ্টার-
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী
পুরাণ প্রেস
২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের কৃপায় "আশ্রম চতুষ্টয়" প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের অংশবিশেষ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসর্ব্বধর্ম্ম" মাসিক পত্রিকায় বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অংশবিশেষ পরবর্ত্তী কালে শ্রীশ্রীমহানির্ব্বাণ মঠ হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদবশিষ্ট অংশ শ্রীশ্রীদেবের শ্রীহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এতাবৎ কাল অপ্রকাশিতই ছিল। এক্ষণে সমগ্র অংশই বর্ত্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আজ শ্রীশ্রীভক্তবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইলাম।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বেদান্তরত্ন-বিদ্যানিধি-আগমবাগীশ, শ্রীমান্ কালীপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বিদ্যারত্ন-কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ এবং নিত্যপ্রকাশানন্দ পরিব্রাজকাবধূত বিশেষ সাহায্য করায় আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ রহিলাম।

মহানির্ব্বাণ মঠ
শুভ মহাষ্টমী তিথি
১৪ই আশ্বিন, নিত্যাব্দ ৮৪,
সন ১৩৪৫ সাল
কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীনিত্যপদাশ্রিত--

নিত্যানন্দ অবধূত

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	১৩	মহেন	নহেন
৫০	৯	সিদ্ধিযোগী	সিদ্ধযোগী
৭৩	১৫	সে	যে
৭৪	২	পঞ্চ গৃহোপকরণ দ্বারাই	পঞ্চ গৃহোপকরণ দ্বারাই অনেক সময়ে
১০০	১৬	সে সময়ে	যে সময়ে
১০৯	২	ভবেং	ভবেৎ
১২৩	১৩	সার্ব্ববেদ	সর্ব্ববেদ
১২৯	১৫	তান্ত্রিক	তান্ত্রিক
১৩৭	১	মূর্থহস্ত	মূর্খস্ত
১৩৭	২	যস্ত	যস্ত
১৪২	২২	সর্ব্বগের	সর্ব্বযুগের
১৪৪	১৭	একটা	এ কথা
১৫০	১৮	উপসনাদি	উপাসনাদি
১৫০	২০	কুলাবধূতং	কুলাবধূতং
১৫২	৩	অনস্তর	অনন্তর
২০০	২১	বেন্নুযষ্ঠি	বেণুযষ্ঠি

আশ্রম চতুষ্টয়।

ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম অধ্যায়

অনেক স্মৃতি অনুসারেই,—ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য করিতে বাধ্য। শাস্ত্রানুসারে তাহারা অগ্রে উপনীত না হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। উপনয়নের পরেই তাঁহাদিগকে গুরুগৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। বর্ত্তমানকালে উপনয়নের পরে উপনীত ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সমস্ত নিয়মই পালন করা হয় না। বর্ত্তমানকালে অনেক উপনীত ব্যক্তিই কেবল এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের বহু নিয়মের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকটী নিয়মমাত্র পালন করিয়া থাকেন। সেই সকল পালনেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কষ্টানুভব করেন। একালে উপনয়ন অন্তে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান হয় না বলিয়া কোন উপনীত ব্যক্তিই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত গৃহস্থ হইতে পারেন না। তাঁহারা অনেক সময়েই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা তজ্জন্য পাপভাগীও হইয়া থাকেন। সেইজন্য গার্হস্থ্য প্রবেশের পূর্ব্বে রীতিমত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইতে হয়। রীতিমত ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় অনেক স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতেই বর্ণিত আছে।

আমরা এস্থলে ভগবান্ হারীত মহর্ষি নির্দ্দেশিত ব্রহ্মচর্য্য পদ্ধতিই সন্নিবেশিত করিতেছি।

"উপনীতো মাণবকো বসেদ্ গুরুকুলেষু চ।
গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা তথা বহ্নেরুপাসনা।
উদকুম্ভান্ গুরোর্দদ্যাৎ গোগ্রাসঞ্চেন্ধনানি চ॥
কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি।
বিধিং ত্যক্ত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায়ফলং লভেৎ॥
যঃ কশ্চিৎ কুরুতে ধর্ম্মং বিধিং হিত্বা দুরাত্মবান্।
ন তৎফলমবাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপি বিধিচ্যুতঃ॥
তস্মাদ্বেদব্রতানীহ চরেৎ স্বাধ্যায়সিদ্ধয়ে।
শৌচাচারমশেষন্তু শিক্ষেচ্চ গুরুসন্নিধৌ॥
অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ মেখলাঞ্চোপবীতকম্।
ধারয়েদপ্রমত্তশ্চ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥
সায়ংপ্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষং ভোজ্যার্থং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আচম্য প্রযতো নিত্যং ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্॥
ছত্রঞ্চোপানহঞ্চৈব গন্ধমাল্যাদি বর্জ্জয়েৎ।
নৃত্যগীতমথালাপং মৈথুনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
হস্ত্যশ্বারোহণঞ্চৈব সংত্যজেৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
সন্ধ্যোপাস্তিং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মচারী ব্রতস্থিতঃ॥
অভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানতঃ।
তথা যোগং প্রকুর্ব্বীত মাতাপিত্রোশ্চ ভক্তিতঃ॥

এতেষু ত্রিষু নষ্টেষু নষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
এতেষাং শাসনে তিষ্ঠেদ্ ব্রহ্মচারী বিমৎসরঃ ॥
অধীত্য চ গুরোর্ব্বেদান্ বেদৌ বা বেদমেব বা।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥"

উদাহৃত শ্লোক সকলের এই প্রকারে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। উপনীত মাণবককে স্বীয় গুরুকুলে বাস করিতে হইবে। তাঁহাকে বাক্য-মনকর্ম্মযোগে সেই গুরুকুলের হিতানুষ্ঠান করিতে হইবে। তৎকালে তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া হোমাদি দ্বারা অনলোপাসনা করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তাঁহাকে অধোদেশে শয়িত হইতে হইবে। সেই অবস্থায় তাঁহার শয্যা অতি সামান্য মূল্যের হওয়াই প্রয়োজন। তাঁহাকে নিজ গুরুর আশ্রমে গো বা গোকুলের সেবা করিতে হইবে। তিনি ঐ প্রকার সেবাকালে গো বা গোসমূহকে গোগ্রাসও প্রদান করিবেন। তিনি নিজ গুরুর ব্যবহার জন্য কোন পবিত্র নদী বা জলাশয় হইতে সলিল-পূর্ণ-কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক নিজ গুরুকে প্রদান করিবেন। তিনি তাঁহার গুরুর ব্যবহার উপযুক্ত যজ্ঞীয় কাষ্ঠসকল এবং রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ সকলও আহরণ করিয়া দিবেন। ঐ প্রকার ব্রহ্মচারী বিধি নির্ণয়ানুসারেই অধ্যয়ন কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবেন। শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বাধ্যায়রত হইলে তজ্জনিত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে দুরাত্মা শাস্ত্রীয় বিধি বাক্যে অবমাননা করিয়া, তাহা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্ম বোধে কোনপ্রকার অনুষ্ঠান করেন, সে ব্যক্তি তদনুষ্ঠান জনিত ফল প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিলে সেই অনুষ্ঠানকে বিধিবর্জ্জিত বলিয়াই পরিগণিত করা হইয়া থাকে। আর তদ্দ্বারা তাঁহারও কল্যাণ হয় না। অতএব স্বাধ্যায়সিদ্ধ হইতে হইলে তদ্বিষয়ে

অনুকূল বৈধ বেদব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে বৈধ-বেদব্রত-বিহীন স্বাধ্যায় শুভফলজনক হয় না। সেই জন্যই ব্রহ্মচারীর বেদে এবং বেদব্রতে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ব্রহ্মচারীর গুরূপদেশক্রমে শৌচাচার বা শুদ্ধি শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তিনি যতদিন সেই সুপবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রহিবেন, তত দিন তাঁহার শৌচাচারের বা শুদ্ধির পরিসমাপ্তি হইবে না। শৌচাচার বা শুদ্ধি একপ্রকার নহে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে আচরণীয় নানাপ্রকার শৌচাচার বা শুদ্ধি আছে। সেই সকলের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে বহিঃশৌচাচার বা শুদ্ধি অভ্যাস করিতে হইবে। বহিঃশৌচাচার বা শুদ্ধি সম্যক অভ্যস্ত হইলে, তবে তাঁহার অন্তঃশৌচাচারে বা শুদ্ধিতে অধিকার হইয়া থাকে। অন্তঃশৌচাচার বা শুদ্ধিও একপ্রকার নহে। তাহারও বহু প্রকারত্ব নির্ণীত হইতে পারে। চৈত্ত শৌচাচার বা চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই অন্তঃশৌচাচারের প্রারম্ভ। তৎপরে বৌদ্ধ শৌচাচার বা বুদ্ধিশুদ্ধি। অবশেষে আত্মশৌচাচার বা আত্মশুদ্ধি। ব্রহ্মচর্য্য বিধানানুসারে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ মহাত্মাকে ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়। অপ্রমত্ত মেখলাধারী উপবীতসম্পন্ন সুসমাহিত ব্রহ্মচারী অজিনাম্বর পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণে প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয় কালেই ভিক্ষা প্রদানোপযোগী ব্যক্তিবৃন্দের নিকট হইতে সংযতেন্দ্রিয় ভাবে স্বীয় ভোজনার্থ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মচারীর প্রযতভাবে স্নানীয় আচমন সমাপনান্তে ভ্রান্তি ক্রমেও দন্তধাবন করিতে নাই। স্নানের পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারীর দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীর পাদুকা, ছত্র, কোনপ্রকার গন্ধ দ্রব্য এবং মাল্যাদি ব্যবহার্য্য নহে। ঐ সকল তাঁহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। তাঁহার নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদেও বিরত থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার কোন ব্যক্তির সহিত বৃথালাপ করাও কর্ত্তব্য

নহে। বিশেষতঃ ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্ব্বপ্রকার মৈথুনই বর্জ্জনীয়। যেহেতু উহা দ্বারা ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যে বিন্দুধারণ সাধনাই প্রধান প্রক্রিয়া। বিন্দুধারণে সামর্থ্য না হইলে নিঃশেষে যোগ বিঘ্ন সকল অপসারিত হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধ না হইলে পূর্ণ ধারণাশক্তি স্ফুরিত হয় না। কোনপ্রকার যোগ বিঘ্ন থাকিতেও সমাধিলাভ সামর্থ্য হয় না। বিনা সমাধি জীবাত্মা পরমাত্মার সম্মিলনও হয় না। সেইজন্য সমাধি বিঘ্ন সকল অপসারিত করিবার সম্পূর্ণ প্রয়োজন হইয়া থাকে। সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি কোন প্রকার ভোগ বিলাসের সামগ্রী ব্যবহার করিবেন না। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে গজ কিম্বা অশ্বারোহণ করাও নিষিদ্ধ। রত্যা ব্রহ্মচারীকে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা ক্রমে ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করিতে হইবে। সন্ধ্যা কর্ম্মাবসানে ব্রহ্মচারীকে স্বীয় গুরুদেবের পাদপদ্ম যুগলে অভিবাদন করিতে হইবে। অনন্তর তিনি আপনার পিতা মাতাকেও ভক্তিভাবে অভিবাদন করিবেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার উপদেষ্টা আচার্য্য এবং তাঁহার পিতা মাতাকে নষ্ট বা বিকৃত বোধে অবজ্ঞা সহকারে তাঁহাদের অবাধ্য হইলে, সকল দেবতা বর্ত্তমান থাকিয়াও তৎকর্ত্তৃক প্রনষ্টের ন্যায়ই প্রতীত হয়েন। সেইজন্য ব্রহ্মচারী স্বীয় আচার্য্যের এবং পিতা মাতার স্বভাব সম্বন্ধে সমালোচনা না করিয়া, বিমৎসর ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাপালনে তৎপর হইবেন। ব্রহ্মচারী সর্ব্ব বেদাধ্যয়নে অক্ষম হইলে, তাঁহার বেদাচার্য্য গুরুদেব সাহায্যে অন্ততঃ দ্বিবেদ কিম্বা একবেদ মাত্রও অধ্যয়ন করিবেন। তিনি সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন সক্ষম হইলে স্বীয় আচার্য্য সাহায্যে সর্ব্ব বেদাধ্যয়নই করিবেন। যে হেতু সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন দ্বারাই বেদ পাঠের পূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি পর্য্যন্তই আচার্য্যাশ্রমে

অবস্থান করিবেন। তৎপরে তাঁহার বেদাধ্যয়ন-সিদ্ধি-সূচক দক্ষিণাও করিতে হইবে। তাঁহার সেই দক্ষিণান্ত গুরুদক্ষিণা দ্বারাই পরিসমাপ্ত হইবে। তিনি স্বীয় বেদাচার্য্য গুরুদেবকে দক্ষিণা দান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া, আপনার সংযম ব্রত অপ্রতিহত রাখিয়া গ্রামস্থ হইয়া তথায় বাস করিবেন। অথবা তিনি স্বীয় আচার্য্যের উপদেশানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার পদ্ধতিক্রমে তদাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহর্ষি হারীতের মতানুসারে বলা হইয়াছে,—

"উপনীতো মাণবকো বসেদ্ গুরুকুলেষু চ।"

অবগত হওয়া হইল যে, উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে হয়। স্মার্ত্তমতে গুরু কি এবং গুরুর প্রয়োজন কি—তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে। আমরা তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সত্যযুগে ভগবান মনুর মতানুসারে—

"নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥"

মিথিলার যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে—

"স গুরু যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।"

মহাত্মা শঙ্খের মতে—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।"

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং শঙ্খমতানুসারে যিনি গুরু, তিনি আচার্য্য নহেন। তাঁহাদিগের মতানুসারে গুরু এবং আচার্য্যে প্রভেদ আছে। তাঁহাদের মতানুসারে গুরু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতানুসারে গুরু এবং আচার্য্যের প্রভেদত্ব প্রদর্শন নিমিত্ত তাঁহারা কি প্রকার ব্যক্তিকে আচার্য্য বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে কীর্ত্তিত হইবে।

মনুর বিবেচনায়—

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

যাজ্ঞবল্ক্যের বিবেচনায়—

"উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।"

শঙ্খ ঋষি আচার্য্যের উল্লেখই করেন নাই। তিনি গুরু এবং উপাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি যাহাকে গুরু বলিয়াছেন, তাঁহার যে সকল লক্ষণ আছে যাজ্ঞবল্ক্য কথিত আচার্য্যেরও সেই সকল লক্ষণ আছে। বিষ্ণুসংহিতায় গুরু এবং আচার্য্য সম্বন্ধে পার্থক্য নির্ণীত হয় নাই। সে মতে যিনি আচার্য্য, তিনিই গুরু। তজ্জন্যই বিষ্ণুসংহিতার একত্রিংশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"ত্রয়ঃ পুরুষস্য অতিগুরবো ভবন্তি।
মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ॥"

আশ্রম চতুষ্টয়

ভগবান্ বিষ্ণুর মতানুসারে বলা হইয়াছে যে—পুরুষের মাতা, পিতা এবং আচার্য্য—এই তিন ব্যক্তি অতিগুরু। ভগবান বিষ্ণুর মতানুসারে অতিগুরু আচার্য্যই দ্বিজ সন্তানগণকে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেদাধ্যয়নে নিরত করিয়া থাকেন। তাঁহারই কৃপায় সেই সকল দ্বিজ-কুমারের বেদাধিকার হয়,—তাঁহারই কৃপায় সেই সকল দ্বিজকুমারের ব্রহ্মচর্য্যাধিকার হয়। ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হইলে তবে জিতেন্দ্রিয় হইবার যোগ্যতা হইয়া থাকে। আচার্য্যই সর্ব্বধর্ম্ম লাভের কারণ হইয়া থাকেন। আচার্য্যই ঈশ্বর দর্শনের কারণ হইয়া থাকেন। আচার্য্য হইতেই শিষ্যে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই শিষ্যের আচার্য্য পরম পূজ্য, সেই জন্যই আচার্য্য শিষ্যের পরমভক্তিভাজন, সেই জন্যই আচার্য্য শিষ্যের পরম শ্রদ্ধাস্পদ। সেই জন্যই নানা স্মৃতিতে আচার্য্যের মহিমা প্রচিত হইয়াছে। দ্বিজকুমারের আচার্য্য কর্ত্তৃক উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইলে সেই দ্বিজকুমারের দ্বিতীয় জন্ম হইয়া থাকে। সেই দ্বিতীয়-জন্মই তাঁহার দ্বিজত্ব। ইংরাজি ভাষায় সেই দ্বিজত্বকেই Regeneration of Spirit বলা যাইতে পারে। প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ হইলে, সেই দ্বিজত্বসম্পন্ন ব্যক্তির অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, অজ্ঞানীর আর বিদ্যমানতা রহে না। তখন অজ্ঞানীও নষ্ট হয়। তখন নবস্বভাবসম্পন্ন একটী শিশুর জন্ম হয়। সেই শিশুই দ্বিজ সংজ্ঞা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ অজ্ঞানী ছিল আচার্য্য কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার সেই আচার্য্য বা গুরু দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয়। সেইজন্যই বশিষ্ঠসংহিতার মতানুসারে উপনয়ন দ্বারা আচার্য্যই উপনীতের পিতা হন্ এবং তৎকালে সাবিত্রীই তাঁহার জননী হন্। সে সময়ে আচার্য্য বা গুরু তাঁহার

জ্ঞানদ-পিতা হন্ এবং সাবিত্রী তাঁহার জ্ঞানদা-জননী হন্। সেইজন্যই বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজা স্তয়ো ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ।
তেষাং মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে ॥
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে।
বেদপ্রদানাৎ পিতেত্যাচার্য্যমাচক্ষতে ॥"

দ্বিজত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের নিউটেষ্টামেণ্টেও আভাস পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে প্রোফেসার্ নিউম্যানও বলিয়াছেন—

"Thus the whole world is fresh to us with sweetness before untasted. All things are ours, whether affliction or pleasure, health or pain. Old things are passed away; behold! all things are become new: and the soul wonders, and admires, and gives thanks, and exults like the child on a Summer's day: and understands that she is a newborn child: she has undergone a New Birth!"

অতএব উপনীত দ্বিজ সন্তানের তাঁহার জ্ঞানদ-পিতার সেবা-শুশ্রূষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই জন্যই বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"ত্রয়ঃ পুরুষস্য অতিগুরবো ভবন্তি।
মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ।
তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যং।
যত্তে ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ।
তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিজসন্তানগণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপনীত হইলে, তবে তাঁহারা দ্বিজ হইতে সক্ষম হন্, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দ্বিজ সংজ্ঞা থাকে না। সেকালে তাঁহাদের মধ্যে কোন জনের বিপ্র সংজ্ঞাও থাকে না। সে কালে তাঁহাদের মধ্যে যিনি ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন তিনি ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া পরিগণিত, যিনি ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন তিনি ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিগণিত, যিনি বৈশ্য বংশোৎপন্ন তিনি বৈশ্যসন্তান বলিয়া পরিগণিত হন্। সেই ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন বিধানানুসারে উপনয়ন হইলে, তবে তাঁহাকে দ্বিজ বলা হয়, সেই ক্ষত্রিয় সন্তানের উপনয়ন বিধানানুসারে উপনয়ন হইলে, তবে তাঁহাকে দ্বিজ বলা হয়, সেই বৈশ্য সন্তানের উপনয়ন বিধানানুসারে উপনয়ন হইলে, তবে তাঁহাকে দ্বিজ বলা হয়। সমস্ত স্মৃতির মতেই উপনয়নান্তে ব্রাহ্মণ সন্তানও দ্বিজ হন্, ক্ষত্রিয় সন্তানও দ্বিজ হন্, বৈশ্য সন্তানও দ্বিজ হন্। নীলতন্ত্রানুসারে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য। সেই জন্য ঐ সমস্ত দ্বিজেরই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নীলতন্ত্রের মতে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা কেবলমাত্র দ্বিজ হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সেইজন্যই ঐ তন্ত্রে শিববাক্যে প্রকাশ আছে—

"বেদমাতা জপেনৈব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে।"

নীলতন্ত্রের মতে যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সেই সময়েই

ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায়। উক্ত তন্ত্রখানি শিব কথিত। উক্ত তন্ত্রানুসারে পরমেশ্বর শিব পরমেশ্বরী শৈলজা গৌরীকে কহিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবী তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।"

সত্য যুগের ভগবান স্বায়ম্ভূব মনুর মতে জ্ঞানই ব্রাহ্মণের তপস্যা। সেইজন্যই তাঁহার উপদেশ বাক্যে প্রকাশিত আছে—

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং।"

ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মতে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ. তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার পুত্র পরমহংস শুকদেব গোস্বামীকে কহিয়াছিলেন,—

"ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

ব্রাহ্মণের উক্ত লক্ষণটী মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়েই বিবৃত আছে। মহাভারত প্রভৃতি অনেক পুরাণেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ সকল সন্নিবেশিত আছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে ব্রহ্মজ্ঞানকেই পরমজ্ঞান বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নীলতন্ত্র এবং মহাপুরাণ বা পঞ্চমবেদ মহাভারতানুসারে সেই ব্রহ্মজ্ঞান যাহার আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। ভগবান্ সদাশিবের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জপ, যজ্ঞ, তপ, নিয়ম এবং ব্রত প্রভৃতিতে প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কি জন্য যে ঐ সকলে প্রয়োজন হয় না, তদ্বিষয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। তদুত্তরে আমরা বলি, যেমন যতক্ষণ না ভোজন হয়, ততক্ষণই ভোজ্যাহরণ করিতে হয়। ভোজন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে, আর ভোজ্যাহরণে প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ যত কাল না জপ, যজ্ঞ, তপ ও ব্রতনিয়মাদি বিবিধ সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তত দিনই ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ততদিন

পর্য্যন্ত ঐ সকলের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনও হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ঐ সকলে আর প্রয়োজন হয় না। তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে ঐ সকলে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেহেতু সাধনা না করিয়া কোন্ ব্যক্তি সাধ্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন? সাধকদিগের পক্ষে সাধ্যবস্তু লাভ করিবার উপায়ই সাধনা। যেমন কোন গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে হইলে পন্থাবলম্বন করিতে হয়, যেমন সোপানাবলম্বনে উদ্ধগত হইতে হয়, যেমন বৃক্ষের মূলাবলম্বনে বৃক্ষে আরোহণ করিতে হয়, তদ্রূপ সাধনাবলম্বনে সাধ্যবস্তুকে লাভ করিতে হয়। সাধনা দ্বারা সাধ্যবস্তুকে লাভ করিতে পারিলে, আর সাধনা করিবার প্রয়োজন হয় না। সে অবস্থার পক্ষে বলা যাইতে পারে,—

“ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ স্তপোভি র্নিয়মব্রতৈঃ॥”

ঐ প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন পার্থিব তীর্থের প্রয়োজন হয় না। সে অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আত্মতীর্থই পরমোপযোগী হইয়া থাকে। তিনিই পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের—

“মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা—”

বলিবার তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন। যেহেতু তাঁহার নিজের মনোনিবৃত্তি হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার নিজের পরমাশান্তিতে অধিকার হইয়াছে, যেহেতু তিনি স্বয়ং সেই পরমাশান্তিরূপা মণিকর্ণিকাতীর্থে

স্নাত হইয়াছেন। সেইজন্যই তিনিই সেই তীর্থমহিমা অবগত হইয়াছেন। যিনি ঐ প্রকার মণিকর্ণিকাতে স্নান করিয়াছেন, যিনি আত্মতীর্থ কি তাহা অবগত হইয়া আত্মতীর্থে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন তীর্থেই প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের মতে আত্মধ্যানপরায়ণ যোগীগণের পক্ষে তোয়রূপ ভৌম তীর্থ সকলে প্রয়োজন হয় না। সেইজন্যই তিনি নরনারায়ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—

"তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ ॥"

নিশ্চয়ই আত্মধ্যানপরায়ণ যোগী মহাপুরুষদিগের পক্ষে আত্মতীর্থই তাঁহাদের মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। ভৌমরূপ তীর্থ সকল তাঁহাদের মোক্ষসম্বন্ধে উপযোগী নহে। তবে ঐ সকল তীর্থ কর্ম্মযোগীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাঁহারা ভক্তিভাবে ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে, ঐ সকল তীর্থ দর্শন ও স্পর্শন করিলে অবশ্যই তাঁহাদের মঙ্গল হইয়া থাকে। ঐ সকল তীর্থেও মুক্তিদায়িনী শক্তি আছেন। সেইজন্যই কর্ম্মীগণের ভক্তির সহিত ঐ সকল তীর্থ দর্শন এবং স্পর্শন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের একান্ত ভক্তিভাবে ঐ সকল তীর্থে স্নান করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁহারা ভ্রমেও যেন কোন তীর্থকে অবজ্ঞা করেন না। যেহেতু এরূপ কোন স্থান নাই, যথায় ব্রহ্মের বিদ্যমানতা নাই। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাদের মতেই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে বেদাদি অনেক শাস্ত্রেই নির্দ্দেশ আছে। সেইজন্য তীর্থ সমস্তেও তাঁহার ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। তীর্থ সমস্তে কেবল তিনি ব্যাপ্ত নহেন, সে সমস্তে তাঁহার বিশেষ প্রকাশও বটে। পৃথিবীর নিম্ন প্রদেশে সর্ব্বত্রই সমভাবে জলের অবস্থিতি হইলেও জলগ্রহণ করিতে হইলে,

জল যথা প্রকাশিত, তথা হইতেই জলগ্রহণ করিতে হয়। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তীর্থ সকলে প্রকাশিত বলিয়া তীর্থ সকলের বিশেষ মাহাত্ম্য। সেইজন্যই স্মৃতিকর্ত্তাগণ তীর্থস্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেইজন্যই অনেক পুরাণেই তীর্থমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থূলতীর্থের অধিকারী হইয়া, তবে সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতম আত্মতীর্থের অধিকারী হইতে হয়। স্থূলাবলম্বনে সূক্ষ্ম প্রাপ্ত হইতে হয়। সূক্ষ্মাবলম্বনে কারণে উপনীত হইতে হয়। অগ্রে স্থূলাবলম্বন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি কারণ প্রাপ্ত হইতে পারেন? শাস্ত্রানুসারে প্রথমতঃ বাহ্যপূজায় অধিকার হইলে, তবে মানসীপূজায় পশ্চাৎ অধিকার হয়। সেইজন্য বাহ্যপূজাও উপেক্ষণীয় নহে। যেহেতু তাহাই মানসীপূজায় অধিকার হইবার কারণ। সোপানের অধস্তর উপেক্ষণীয় নহে। যেহেতু সেই অধস্তরাবলম্বনেই উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতে হয়। সর্ব্বাগ্রে বর্ণমালা প্রভৃতির অধিকারী না হইয়া কোন্ ব্যক্তির বেদে অধিকার হইতে পারে? যেমন সর্ব্বাগ্রে বর্ণমালা প্রভৃতিতে অধিকারী না হইয়া পশ্চাৎ বেদে অধিকার হইতে পারে না তদ্রূপ অগ্রে বাহ্য-পূজায় অধিকারী হইয়া, পশ্চাৎ তৎসাহায্যে মানসীপূজায় অধিকারী হইতে হয়। পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান সময়ে ভৌমতীর্থাদি দর্শন, স্পর্শন করিতে হয়, সেই সকলে স্নানের বিধানানুসারে স্নান করিতে হয়। স্নানান্তে সেই সকল তীর্থে বিহিতদানাদি করাও কর্ত্তব্য। প্রকৃত ব্রহ্মচারী-দ্বিজ, গৃহস্থ-দ্বিজ এবং বানপ্রস্থ-দ্বিজগণ কখনই কোন ভৌমতীর্থকেও অবহেলা করেন না। জ্ঞান হইলেই কি তীর্থ সকলকে অবহেলা করা উচিত? আমাদের বিবেচনায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীও কোন তীর্থকে অবহেলা করিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহার সমস্তই ব্রহ্মময় বোধ, যেহেতু তিনিই শ্রুতিমতানুসারে **"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"** বলিয়া থাকেন।

তিনি কেবল কথায় ঐ প্রকার বলেন না। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা, আত্মজ্ঞান দ্বারা, অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা যে তিনি অবধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মকে তীর্থময় বলিয়াও যে জানেন। অনেক উপনিষদে, পরমহংস শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদিগের গ্রন্থেও আত্মা এবং ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদের মতানুসারে আত্মা-ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ববশতঃ সর্ব্বতীর্থেও সেই আত্মা-ব্রহ্মের বিদ্যমানতা। সেইজন্য মহানুভব ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেও সর্ব্বতীর্থ ই আত্মতীর্থ। সেইজন্য সেই সমস্ত ভৌমতীর্থেও তাঁহাদের অবগাহন সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহারা ব্রহ্মের সর্ব্বময়তা উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদিগের পক্ষে কোন বস্তুই অবজ্ঞেয় হইতে পারে না। তাঁহাদের পাষাণ মৃন্ময় দেবতা সকলেও যে ব্রহ্মানুভূতি হইয়া থাকে। তিনি আপনাতে যেমন ব্রহ্মের পরিপূর্ণত্বানুভব করিয়া থাকেন তদ্রূপ পাষাণ মৃন্ময় দেবতাগণেও ব্রহ্মানুভব করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের আত্মাতেও ব্রহ্মানুভূতি হয় বলিয়া অন্যত্রে আত্মানুভব করিবার জন্য যাইতে হয় না, নিজ নিজ ঘটেই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। আপনার ভাণ্ডারে খাদ্য পরিপূর্ণ থাকিলে, খাদ্যান্বেষণে যেমন অন্য কোন স্থানে যাইতে হয় না তদ্রূপ তাঁহাদের আপনাতে আত্মানুভূতি হয় বলিয়া সেজন্য তাঁহাদের অন্যত্রে যাইবার প্রয়োজন হয় না। সেই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরনারায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন—

"তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ ॥"

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয়াধ্যায়ে যে প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই কলিকালে সেই প্রকার ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্পই। পুরাকালের অনেক মুনিঋষিই ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তৎকালে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বহুপ্রকার ব্রাহ্মণও ছিলেন। পুরাকালে গুণকর্ম্মানুসারেও অনেক মহাত্মা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পুরাকালে গুণকর্ম্মানুসারেও কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মবাদী ছিলেন। সেইজন্য আমরাও তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ বলিতেছি। যেমন একজন মূর্খ পণ্ডিত হইবার পদ্ধতি দ্বারা পণ্ডিত হইতে পারে, তদ্রূপ একজন অব্রাহ্মণও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার পদ্ধতিক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। প্রসিদ্ধ হরিবংশের একাদশাধ্যায়ে দুইজন বৈশ্যের ব্রাহ্মণ হইবার বিবরণ আছে। সেই দুই বৈশ্যের মধ্যে একজনের নাম 'নাভাগ' এবং অপরের নাম 'অরিষ্টপুত্র' ছিল। তদ্বিষয়ক মূল শ্লোকাংশ এই প্রকার,—

"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

ভগবান পরশুরামের পিতামহী প্রসিদ্ধ গাধিরাজার কন্যা ছিলেন। গাধিরাজা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা অনেকেরই জানা আছে। শাস্ত্রীয় অসবর্ণবিবাহ পদ্ধতিক্রমে গাধিরাজার কন্যার সহিত ভগবান পরশুরামের পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল। সেইজন্য গাধিরাজা পরশুরামের প্রমাতামহ ছিলেন। পরশুরামের পিতা ক্ষত্রিয়গাধিকন্যার গর্ভোৎপন্ন

হইলেও তিনি নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তিনিও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ হন নাই। যেহেতু কোন স্মৃতি মতানুসারেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্র-কন্যা হইতে জাত সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। স্মার্ত্তমতে কোন ব্রাহ্মণও যদ্যপি স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানানুসারে একজন ক্ষত্রিয়ের অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করিয়া, তাহা হইতে সন্তানোৎপাদন করেন, তাহা হইলেও সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা হয় না। তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিগণিত করা হয়। যেহেতু বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি বিষয়ক আচার্য্যগণের মতে ঐ প্রকার জাত-সন্তান স্বীয় মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্যই 'মূর্দ্ধাভিষিক্তের' ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম হইয়া থাকিলেও, তাঁহার মাতার বর্ণানুসারে তাঁহাকে 'ক্ষত্রিয়' বলা হইয়া থাকে। স্মার্ত্তমতেও 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত' ক্ষত্রিয়। স্মার্ত্তমতানুসারে অম্বষ্ঠের পিতাও ব্রাহ্মণ। তিনি শাস্ত্রীয় অনুলোম বিবাহ পদ্ধতি ক্রমে বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে সেই বৈশ্য কন্যার গর্ভ হইতেই সুবিখ্যাত অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারও ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম হইয়া থাকিলেও, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতির মতানুসারে তাঁহাকে 'বৈশ্য' বলা যাইতে পারে। তাঁহার মাতা বৈশ্যবর্ণীয়া ছিলেন বলিয়া, স্মার্ত্ত মতানুসারে তিনিও বৈশ্য হইয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রত্যেকেই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা বৈশ্য বলিয়াই অদ্যাপি তাঁহাদিগের বৈশ্যের ন্যায় উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি তাঁহারা বৈশ্যের ন্যায় অশৌচও গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিষাদেরও ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম। তাঁহার মাতার সহিতও কোন ব্রাহ্মণের বৈধ বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মাতা শূদ্র কন্যা ছিলেন বলিয়া, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতানুসারে, তাঁহাকেও স্বীয় মাতৃবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং নিষাদ ব্রাহ্মণৌরসে উৎপন্ন হইয়াও স্মৃতি-মতানুসারে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত নহেন। স্মার্ত্তমতানুসারে পরশুরামকেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাঁহার পিতামহ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার পিতামহী ক্ষত্রিয় কন্যা ছিলেন। অতএব তাঁহার জন্মানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। তিনিও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ। কোন শাস্ত্রেই তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। শাণ্ডিল্যসূত্র নামক প্রসিদ্ধ 'ভক্তিদর্শন' প্রণেতা মহাত্মা শাণ্ডিল্যের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে শাণ্ডিল্যের মাতার ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম হইয়াছিল। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে শাণ্ডিল্যের মাতামহের নাম স্বায়ম্ভুবমনু। সত্যযুগে স্বায়ম্ভুবমনু রাজা ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ মনুসংহিতা নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি মতে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় মনু কন্যার গর্ভজাত মহাত্মা শাণ্ডিল্যকে কোন্ শাস্ত্রে না সদ্ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে? তিনিও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল বলিয়াই নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মাধ্যায়ে আছে,—

"শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ নবিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ ॥"

প্রসিদ্ধ মহর্ষি বেদব্যাসের মাতা মৎস্যগন্ধা ছিলেন। কিন্তু সেই মৎস্যগন্ধার কোন ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম হয় নাই। কোন প্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহ পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহার মহাত্মা পরাশরের সহিত বিবাহ হয় নাই। তিনি যখন কুমারী ছিলেন, তখনই মহাত্মা পরাশরের সহিত সংস্রবে তাঁহার গর্ভ হইতে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের উৎপত্তি

হইয়াছিল। অতএব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব নহে। তাঁহারও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব। তাঁহাতে অসাধারণ দিব্যজ্ঞান ছিল বলিয়া, তাঁহাতে অসাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল বলিয়া, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব। সেই পরমজ্ঞানের সহিত পরাভক্তির সমাবেশ ছিল বলিয়া নানা শাস্ত্রে তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া, মহর্ষি বলিয়া, মুনি বলিয়া, ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে তিনি শ্রীবিষ্ণুর এক অবতারও বটেন। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণানুসারে, বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় অধ্যাত্ম রামায়ণানুসারে মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণী গর্ভ হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই হরিণী কোন শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণীও ছিলেন না। তাঁহার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার সংস্রবও হয় নাই। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার রেতঃ নদীতে জলপান করিবার সময় সেই হরিণী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারাই তিনি গর্ভবতী হইয়াছিলেন এবং পরে মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করিয়াছিলেন। যদিও ব্রাহ্মণ বীর্য্যে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন না বলিয়া এবং তাঁহার মাতার সহিত তাঁহার পিতার বৈধ বিবাহান্তে সংস্রব হইয়া তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই বলিয়া, কোন শাস্ত্রানুসারেই তিনি জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি এবং বেদব্যাস তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কোন শাস্ত্রেই ঋষ্যশৃঙ্গকে অব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। তিনিও জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নহেন। তিনিও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে তাঁহারও উপনয়ন প্রভৃতি হইবার উল্লেখ আছে। তিনিও উপনয়নান্তে দ্বিজ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া, তিনিও বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভগবান্ ঋষভদেব রাজর্ষি নাভির পুত্র। তাঁহার রাজর্ষি নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভাশ্রয়ে জন্ম

হইয়াছিল। তাঁহার দেবরাজ ইন্দ্রের জয়ন্তী নাম্নী কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। জয়ন্তী সংসর্গে ভগবান্ ঋষভদেবের একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার সেই সমস্ত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই যাজ্ঞিক এবং বিশুদ্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই অবিনয়ী ছিলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই দেবতত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রকুলোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কোন স্মৃতিতেই ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কোন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বিবরণ নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে ক্ষত্রিয় পুত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। সেই জন্যই ক্ষত্রিয় নাভি রাজার একাশীতি জন পৌত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সেইজন্যই গুণকর্ম্মানুসারে যে সকল ক্ষত্রিয়, যে সকল বৈশ্য এবং যে সকল শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, অগ্রে তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকেও নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। কোন অদ্বিজ অগ্রে দ্বিজত্বের অধিকারী না হইলে, তাঁহার বেদে অধিকার হয় না। বেদের এক নাম ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহাকেও ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যাইতে পারে। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"বেদো ব্রহ্ম সনাতনং।"

সেই ব্রহ্মবিদ্যায় রত যিনি, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুসারে তিনিই বিপ্র, তিনিই বেদ পারগ। নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার বিপ্রের বিষয় বর্ণিত আছে। প্রধানতঃ স্মৃতি কর্ত্তা অত্রির মতে দশবিধ বিপ্র। সেই জন্য অত্রির মতানুসারে বিপ্রগণ দশ শ্রেণীতে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। অত্রির মতে প্রথম শ্রেণীর বিপ্রকে দেববিপ্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপ্রকে

মুনিবিপ্র, তৃতীয় শ্রেণীর বিপ্রকে দ্বিজবিপ্র, চতুর্থ শ্রেণীর বিপ্রকে ক্ষত্রিয়-বিপ্র, পঞ্চম শ্রেণীর বিপ্রকে বৈশ্যবিপ্র, ষষ্ঠ শ্রেণীর বিপ্রকে শূদ্রবিপ্র, সপ্তম শ্রেণীর বিপ্রকে নিষাদবিপ্র, অষ্টম শ্রেণীর বিপ্রকে পশুবিপ্র, নবম শ্রেণীর বিপ্রকে ম্লেচ্ছবিপ্র এবং দশম শ্রেণীর বিপ্রকে চণ্ডালবিপ্র বলা যাইতে পারে। উক্ত দশ বিধ বিপ্র সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ অত্রিসংহিতার ৩৬৩ শ্লোকে এই প্রকার বর্ণিত আছে :—

"দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতাঃ" ॥

মহর্ষি অত্রির মতানুসারে দেব-বিপ্রকে প্রত্যহ সপ্ত প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাঁহাকে প্রতিদিনই ত্রৈকালিকী সন্ধ্যার উপাসনা করিতে হয়, নিত্য স্নান করিতে হয়, জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, অগ্নিহোত্রী হইয়া হোমানুষ্ঠান করিতে হয়, শাস্ত্রীয় দেব পূজার পদ্ধতিক্রমে দেব পূজা করিতে হয়। তাঁহাকে প্রতিদিনই অতিথি সৎকারের নিয়মানুসারে অতিথি সৎকার করিতে হয়, বৈশ্যদেবকে বলি প্রদান করিতে হয়। ঐ সপ্ত প্রকার সৎকর্ম্ম ব্যতীত তাঁহাকে অন্যান্য সৎকর্ম্ম সকলও করিতে হয়। দেব-বিপ্রকে সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণাবলম্বন করিতে হয়। দেব-বিপ্রগণের পক্ষে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার অথবা দক্ষিণাচারই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। মহর্ষি অত্রির মতানুসারে দেববিপ্র কি প্রকার, তাহা বলা যাইতেছে,—

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্যদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৩৬৪।"

কোন মহাত্মার মতে দেবব্রাহ্মণেরই 'ভূদেব' সংজ্ঞা। অত্রি

সংহিতোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপ্রই মুনিসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥৩৬৫।"

অত্রি সংহিতোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর বিপ্রই দ্বিজসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥৩৬৬।"

অত্রিসংহিতোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর বিপ্রই ক্ষত্রসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥৩৬৭।

অত্রিসংহিতোক্ত পঞ্চম শ্রেণীর বিপ্রই বৈশ্যসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রিসংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥৩৬৮।"

অত্রিসংহিতোক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর বিপ্রই শূদ্রসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি-সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"লাক্ষা-লবণ-সংমিশ্র-কুসুম্ভ-ক্ষীর-সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥৩৬৯।"

অত্রিসংহিতোক্ত সপ্তম শ্রেণীর বিপ্রই নিষাদসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ৩৭০"।

অত্রিসংহিতোক্ত অষ্টম শ্রেণীর বিপ্রই পশুসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭১"।

যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রত্যেকেই অব্রহ্মবিৎ ছিলেন, সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকেই অত্রিসংহিতায় 'বিপ্রপশু' বলা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে ভগবান অত্রির মত উদাহৃত হইয়াছে। স্মৃতিকর্ত্তা অত্রির মতানুসারেও ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। তিনি তদ্বিষয়ে যদ্যপি অক্ষম হন, অথচ ব্রহ্মসূত্রে বা উপবীত ধারণ জন্য অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহার পাপ হইয়া থাকে। সেই পাপ জন্য তাঁহার বিপ্র-পশু সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্রাহ্মণকুমার খৃষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বাচক উপাধি থাকে, অথচ সে অবস্থায় তাঁহাতে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। ঐরূপে বিপ্রপশুতেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভগবান অত্রির মতানুসারে যিনি বিপ্রপশু আমাদের বিবেচনায় তাঁহাকেও অসম্মান করা উচিত নহে। যেহেতু তাঁহার মহদ্বংশে জন্ম। যে মহাপুরুষের নামানুসারে তাঁহার গোত্র তিনি অতি মহান্, যে মহাপুরুষের নামানুসারে তাঁহার প্রবর তিনি অতি মহান্। রাজবংশে জন্ম হইলেই সকলেই রাজা হয় না।

কিন্তু তাঁহাদিগকে রাজবংশীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেইরূপ যাহাদের ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইয়াছে, অবশ্যই তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মকুলোদ্ভব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মহৎ কুলে জন্ম বলিয়া তাঁহারাও মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য। যেমন রাজপুত্র শিশু হইলেও, রাজপুত্র অজ্ঞান হইলেও সম্মানের যোগ্য, তদ্রূপ ব্রহ্ম কুমার জ্ঞান বিষয়ে শিশু হইলেও অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞানী হইলেও তিনি সম্ভ্রম পাইবার যোগ্য, তিনি শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। অধুনা একজন রজক উচ্চ পদস্থ হইলে সেও সম্ভ্রম পাইয়া থাকে, তাহাকেও কত লোকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণগণই বা কেন সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবেন না? তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেককেই বা কেন শ্রদ্ধা ভক্তি করা হইবে না? তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা ভক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বর-প্রেমিক তাঁহারা অবশ্যই পূজ্য। কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি অজ্ঞানী হইতেন, কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি অভক্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের যদ্যপি ঈশ্বর প্রেম না থাকিত, তাহ হইলেও কি তাঁহারা সম্ভ্রম পাইবার অযোগ্য হইতেন? তাঁহারা যে মহান্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশমর্য্যাদা যাইবে কোথা? তাঁহাদের অবহেলা করিলে তাঁহারা যে মহান্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশকে অবহেলা করা হয়। তাঁহাদের অবহেলা করিলে, তাঁহাদের মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণকে অবহেলা করা হয়। সেই জন্য তাঁহাদের অবহেলা করা অকর্ত্তব্য। অদ্বৈত-প্রভুর বংশধরগণের মধ্যে সকলেই হরিভক্তিপরায়ণ নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা হরিভক্তি-পরায়ণ নহেন, তাঁহাদেরও অদ্বৈত প্রভুর বংশে জন্ম বলিয়া, তাঁহারাও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদেরও অমান্য করা উচিত নহে।

তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা হরিভক্তি-পরায়ণ, তাঁহাদিগকে যে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে যে ভক্তি করিতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে হেতু প্রসিদ্ধ মহাভারতাদি প্রমাণে, একজন চণ্ডালেরও যত্যপি শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকেও শ্রেষ্ঠ মুনি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহাভারতে বলা হইয়াছে,—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।"

তবে যিনি দ্বিজকুলোদ্ভব বিষ্ণুভক্ত, তাঁহার মহিমা কি প্রকারে বর্ণিত হইবে! অতি সামান্য ভাষায় তাঁহার মহিমা বর্ণিত হইবার নহে। দ্বিজকুলোদ্ভব ভক্ত-মহাপুরুষদিগের মধ্যে, যাঁহাদিগের গুরু হইবার লক্ষণ সকল আছে, তাঁহাদের তুলনা নাই। তাঁহারা মহিমার সাগর।

অত্রিসংহিতোক্ত নবম শ্রেণীর বিপ্রই ম্লেচ্ছসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি-সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে। ৩৭২।"

অত্রিসংহিতোক্ত দশম শ্রেণীর বিপ্রই চণ্ডালসংজ্ঞক। তদ্বিষয়ে অত্রি সংহিতায় বর্ণিত আছে,—

"ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু স বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৭৩'।

স্মৃতিপ্রণোদিত দশবিধ বিপ্রবিষয়িনী আলোচনা সমাপ্ত হইল। অতঃপর আমরা উপনয়ন-সংস্কার বিষয়ে মুখ্য এবং গৌণ কালাদি নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব।

পঞ্চম অধ্যায়।

বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে কোন মহাত্মার মতে কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে অধিকার আছে। তাঁহার মতে কলিতে ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের অধিকার নাই। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র মতে কলিতে ব্রাহ্মনাদি চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণেরই কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে অধিকার নাই। প্রসিদ্ধ মহানির্ব্বাণতন্ত্র মতে কলিতে সর্ব্ব বর্ণেরই গার্হস্থ্যাশ্রমে এবং সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে। মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র মতে অবধূত আশ্রমই কলিযুগোপযোগী সন্ন্যাস। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহানির্ব্বাণতন্ত্রানুসারে কলিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের মধ্যে কোন বর্ণেরই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধিকার নাই। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিবেচনায় জগতে যতকাল পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্তই জগতে ব্রহ্মচর্য্যেরও লোপ হইবে না। অতএব ততকাল পর্য্যন্তই উপনয়ন সংস্কারেরও লোপ হইবে না। নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, কখনই গার্হস্থ্যাশ্রমের অধিকারী হইতে পারেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ দ্বিজগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী না হইয়া, কেলমাত্র গৃহস্থ হইতে অভিলাষী হইয়া গৃহস্থ হন্ তাহা হইলে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে প্রকৃত গৃহস্থ বলা হইবে না। তাহা হইলে তাঁহাকে বিকৃত গৃহস্থ বলা হইবে। তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হইয়া, উপনীত না হওয়ার জন্য তাঁহাকে 'ব্রাত্য' শব্দে অভিহিত করা যাইবে। তজ্জন্য তাঁহাতে পাতিত্য দোষও সংঘটিত হইবে। তজ্জন্য

তাঁহাকে পতিত গৃহস্থও বলা হইবে। যে সকল আর্য্য সন্তানদিগের আর্য্যধর্ম্মে উপেক্ষা নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলোদ্ভব, তাঁহাদের আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও অশ্রদ্ধা নাই। ঘটনাক্রমে কোন ব্রাহ্মণ কুমারের, কোন ক্ষত্রিয় কুমারের অথবা বৈশ্য কুমারের মুখ্য এবং গৌণ উপনয়ন কাল অতিবাহিত হইলে, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রায়শ্চিত্তোপযোগী ব্রাত্যস্তোমযাগ দ্বারা তাঁহাদিগের ব্রাত্যসন্তানগণকে বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিবেন।

অনেকের বিশ্বাস যে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কুমার উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হইলে, তিনি দ্বিজ সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত হইতে পারেন না। স্মৃতিকর্ত্তাদিগেরও তাহাই অভিমত। তদ্বিষয়ে পৌরাণিক মতও বিরুদ্ধ নহে। তদ্বিষয়ে তান্ত্রিক মতও পোষকতা করে। ঐসকল মতের কোন বেদের সঙ্গেও অনৈক্য নাই। অতএব উপনয়ন দ্বারাই শাস্ত্রসঙ্গত দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনেক শাস্ত্রানুসারেই দ্বিজত্বই বিপ্রত্ব এবং ব্রাহ্মণত্ব নহে। মহাত্মা মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য প্রণীত 'বজ্রসূচি' নামক গ্রন্থে এই প্রকার একটি শাস্ত্রীয় শ্লোক আছে,—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারেও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইতে হয়। বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র হইতে হয়। স্মৃতিবেত্তা দক্ষ প্রজাপতির মতানুসারে পঞ্চ প্রকার বেদাভ্যাস করা হইতে পারে।

অনেকেই জানেন যে ব্রাহ্মণ সন্তানের, ক্ষত্রিয় সন্তানের এবং বৈশ্য সন্তানেরই উপনয়ন হইতে পারে। কিন্তু উক্ত ত্রিবর্ণীয় দ্বিজ কুমার-

গণের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপনয়ন হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে ব্রাহ্মণ দ্বিজকুমারের উপনয়ন হইবার উত্তম কাল 'গর্ভাষ্টম বর্ষে।' তাঁহার ঐকালে উপনয়ন হইবার প্রতি-বন্ধক হইলে, তাঁহার জন্মকাল হইতে তাঁহার বয়ঃক্রম নির্ণয় করিয়া, যে সময় তাঁহার পূর্ণাষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, তখনই তাঁহার উপনয়ন হইতে পারিবে। গর্ভাষ্টম বর্ষে কিম্বা অষ্টম বর্ষে যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ দ্বিজ কুমারের উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার উপনয়ন হইতে পারে। ব্রাহ্মণ দ্বিজ কুমারের জন্ম হইতে, তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উপনয়ন না হইলে, তিনি 'ব্রাত্য' হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই ব্রাত্যাবস্থায়, তাঁহাকে 'গায়ত্রী-পতিতও' বলা যাইতে পারে। তাঁহার ঐপ্রকার পাতিত্য হইতে অব্যাহতি পাইবারও উপায় আছে, তাঁহার 'অব্রাত্য' হইবারও উপায় আছে। তদ্বিষয়ে পরম কারুণিক যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য অতি সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিধিপূর্ব্বক 'ব্রাত্যস্তোম-যাগ' দ্বারাই ব্রাত্য অব্রাত্য হইতে পারেন। ব্রাত্যস্তোমযাগ দ্বারা ব্রাত্য ব্রাহ্মণ দ্বিজ কুমার 'অব্রাত্য' হইলে, তখন আর তাঁহার পাতিত্য রহে না। সুতরাং আর তখন তাঁহাকে সাবিত্রী-পতিতও বলা যায় না। তখন তিনি উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাদির অধিকারী হইতে পারেন, বেদবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন।

উশনঃ-সংহিতার প্রথমাধ্যায়ানুসারে গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণ কুমার-দিগের উপনয়ন সম্পন্ন হইবারই বিশেষ বিধি আছে। ব্রাহ্মণ কুমার-গণের উপনয়ন সম্বন্ধে ঐ প্রকার কালই সর্ব্বোত্তম। কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ ব্রাহ্মণ কুমারের ঐকালে উপনয়ন না হইলে তিনি 'অষ্টম বর্ষে' নিজ গৃহসূত্রানুসারে উপনীত হইয়া, বিধিবোধিত বেদা-

ধ্যয়নে রত হইতে পারেন। তদ্বিষয়ে উশনঃ-সংহিতায় এই প্রকার শ্লোক আছে,—

"কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ।
গর্ভাষ্টমে বাষ্টমে বা স্বসূত্রোক্ত বিধানতঃ ॥৪০॥"

ব্রহ্মচারী।

গৈরিকং বসনং কুর্য্যাদ্দেবতাধ্যানতৎপরঃ।
ফলমূলাহাররতো দুগ্ধং গব্যং সমাহরেৎ ॥

ব্রহ্মচারী গৈরিক বসন পরিবেন, দেবতার ধ্যানানুরক্ত থাকিবেন, ফলমূল ভক্ষণ ও গোদুগ্ধ পান করিবেন।

নখলোমাদিকং দেবি ন ত্যজ্যং ব্রহ্মচারিণা ॥
সদৈব তু সদাভাবঃ সদৈব ধ্যানতৎপরঃ।
ত্রিশূলং ধারয়েচ্চৈকং ত্রিশিখাং বাপি ধারয়েৎ।
তাম্রযুক্তঞ্চ রুদ্রাক্ষং কর্ণযুগ্মে নিবেশয়েৎ ॥

নির্ব্বাণ তন্ত্র।

ব্রহ্মচারী নখলোমাদি রক্ষা করিবেন, সর্ব্বদা ভাবযুক্ত হইয়া ইষ্ট-চিন্তাতৎপর থাকিবেন, ত্রিশূল বা ত্রিশিখা ধারণ করিবেন এবং কর্ণদ্বয়ে তাম্রযুক্ত রুদ্রাক্ষবীজ বিনিবিষ্ট রাখিবেন। নির্ব্বাণতন্ত্রে গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ঋতুকালং বিনা নৈব স্বকান্তাগমনং চরেৎ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে পুরাকালে এই ভারতবর্ষে কেবলমাত্র এক্ বর্ণই ছিল। সে কালে চতুর্ব্বর্ণের বিদ্যমানতা ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধানু-

সারে সেই নবম স্কন্ধোক্ত এক্ বর্ণকে 'হংস বর্ণ' বলা যাইতে পারিত। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মাধ্যায় অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায়, যে পুরাকালে এক্ বর্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বর্ণ ছিল না। সেই জন্যই মহাত্মা ভৃগু বা উশনা কর্ত্তৃক মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলা হইয়াছিল,—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥"

অবগত হওয়া হইল যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মন্ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে একই বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। ভৃগুর মতে সেই বর্ণের নাম 'ব্রাহ্মম্' ছিল। 'ব্রাহ্মম্' শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মণং'। বঙ্গ ভাষায় সেই 'ব্রাহ্মম্' শব্দকে 'ব্রাহ্ম' এবং 'ব্রাহ্মণং' শব্দকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়া থাকে। ভগবান ভৃগু কহিয়াছেন, সেই একই ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা কামভোগ প্রিয়, ক্রোধী, তীক্ষ্ণস্বভাব সম্পন্ন এবং সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। সেই একই ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা গোপালক এবং কৃষ্যুপজীবী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সেই একই ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণবর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা অসত্য এবং হিংসাপ্রিয়, লুব্ধ, শৌচ পরিভ্রষ্ট, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। একই ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ বর্ণ কি প্রকারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিবার জন্য আমরা প্রসিদ্ধ মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মাধ্যায় হইতে ভগবান্ ভৃগু কথিত উপদেশ বাক্য কয়েকটী এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কামক্রোধপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

ভগবান্ ভৃগুর মতানুসারে অদ্যাপি এই জগতে চতুর্ব্বর্ণীয় মনুষ্যসমূহ বিদ্যমান আছেন। পুরাকালে, তাঁহারা সকলেই একবর্ণীয় ছিলেন। গুণকর্ম্মানুসারে সেই একবর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দই চারি বর্ণে পরিণত হইয়াছেন। সেই চারিবর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা গুণকর্ম্মানুসারেই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের বংশাবলীর মধ্যে প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। নানা স্মৃতিতে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। সেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া, তিনি পুনর্ব্বার স্বধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন। পুরাকালে স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গুণকর্ম্মানুসারে দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইয়াছিলেন তাঁহাদের বংশাবলীর মধ্যে যিনি বা যাহারা আদিতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বর্ণীয় ছিলেন, তাঁহারা সেই বর্ণোচিত গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইলে, স্মার্ত্তমতানুসারে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্টতা জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই আদি বর্ণের অন্তর্গত হইতে পারেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের স্মার্ত্তমতানুসারে দ্বিপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। যে বর্ণ হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বর্ণের যে ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পরিত্যাগ করায় স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ জন্য, যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, তাহা তাঁহাকে করিতে

হইবে। যে সমস্ত কর্ম্ম করার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শূদ্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সেই সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে আদি বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন সেই সেই বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহারাও 'ব্রাত্যস্তোম' যাগানুষ্ঠান করিয়া প্রসিদ্ধ উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হইতে পারেন এবং সেই সংস্কার দ্বারা তাঁহারাও আদিম দ্বিজ হইতে পারেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে সমস্ত নিকৃষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সমস্ত পরিত্যাগ করায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে মহান্ বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা কথিত দ্বিপ্রকার প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনর্ব্বার সেই সকল বর্ণের অন্তর্গতই হইতে পারেন। তবে স্মার্ত্ত মতের যে ব্রাহ্মণ, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ হইতে পারেন না। যেহেতু স্মার্ত্তমতানুসারে জন্ম এবং কর্ম্ম, উভয়ানুসারেই বর্ণ বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্মৃতিমতানুসারে আদিতে ব্রহ্মার মুখ হইতেই ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, ব্রহ্মার বাহু হইতেই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, ব্রহ্মার উরু হইতেই বৈশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ব্রহ্মার পদ হইতেই শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইজন্যই হারীত কহিয়াছিলেন,—

"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ॥"
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।"

হারীত এবং অন্যান্য অনেক মহাত্মার মতেই ব্রহ্মার মুখই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি স্থান। তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মার বাহুযুগলই ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি স্থান। তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মার উরুদ্বয়ই বৈশ্যগণের উৎপত্তি

স্থান। তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মার পদদ্বয়ই শূদ্রগণের উৎপত্তি স্থান। ঋগ্বেদ সংহিতার মতানুসারে পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, পুরুষের উরু হইতে বৈশ্য এবং পুরুষের পদ হইতেই শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সকল বৃত্তান্ত ঋগ্বেদ সংহিতার 'পুরুষসূক্তে' আছে। ঐ পুরুষসূক্তটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সন্নিবেশিত আছে।

ব্রহ্মপুরাণ এবং ব্যোমসংহিতার মতানুসারেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ হইতে। তবে ঐ দুই গ্রন্থানুসারে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে। ঐ দুই শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মার বক্ষোজ ক্ষত্রিয়ই 'কায়স্থ'। উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ানুসারে করণ জাতিই 'কায়স্থ' নহেন। ঐ দুই প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মার 'বক্ষোজ ক্ষত্রিয়কে' 'কায়স্থ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিবেত্তাগণের মতে করণ জাতির ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহাদিগের মতে করণের পিতা বৈশ্যবর্ণীয় এবং তাঁহার মাতা শূদ্রবর্ণীয়া। সেজন্য ভগবান বিষ্ণু এবং অন্যান্য কতিপয় স্মৃতিকর্ত্তার মতানুসারে করণ জাতিকে শূদ্রই বলা যায়। যেহেতু কোন কোন স্মৃতির মতানুসারে পিতা শ্রেষ্ঠ বর্ণীয় হইলে এবং মাতা অশ্রেষ্ঠ বর্ণীয়া হইলে, উভয়ের সংস্রবশতঃ যে সন্তান হইয়া থাকেন, তিনি মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হন্। তদ্বিষয়ে ভগবান বিষ্ণুর মতে,—

> "সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি ।১।
> অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ।২।"

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতে করণ শূদ্রবর্ণীয়। সেইজন্য করণ জাতিই ব্রহ্মার বক্ষোজ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ নহেন। পরাশর কথিত বিষ্ণুপুরাণের মতেও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান বক্ষ। সে মতেও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান বাহু

নহে। ব্রহ্মপুরাণ এবং ব্যোম সংহিতার মতানুসারেও বৈশ্যের উৎপত্তি ব্রহ্মার উরু হইতে। ঐ দুই শাস্ত্রানুসারেও শূদ্রের উৎপত্তি ব্রহ্মার পদ হইত। প্রসঙ্গক্রমে অতি সংক্ষেপে জাতি তত্ত্বের কিয়দংশ বিবৃত হইল। কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থে ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনা।

পাতঞ্জল দর্শনের মতে তপস্যাও যোগের অন্তর্গত।১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে ব্রহ্মচর্য্যও তপস্যার অন্তর্গত। ব্রহ্মচারীও একপ্রকার তপস্বী।২।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে ব্রহ্মচর্য্য শারীরিক তপের অন্তর্গত। সেই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কলিকালে করা অকর্ত্তব্যত' ঐ গীতায় বলা হয় নাই ?৩।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনা যিনি করেন তিনি সাধক ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য্য সাধনার ফল স্বরূপ সিদ্ধিলাভ যিনি করিয়াছেন তিনি সিদ্ধব্রহ্মচারী।৪।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে ধাতু পরিগ্রহ নিষিদ্ধ নহে। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসীই ধাতু পরিগ্রহ করিবেন না।৫।

ব্রহ্মচর্য্যও একপ্রকার ব্রত।৬।

সত্যপালন এবং ব্রহ্মচর্য্য দুইটী প্রধান মানসিক ব্রত ।৭।

কলির জীবের মন অতি চঞ্চল, কলির জীবের মন কত প্রকার কুবাসনায় পূর্ণ, কলির জীবের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা অতি সুকঠিন। কলিতে ব্রহ্মচর্য্যের অনেক প্রতিবন্ধক ।৮।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সাধনা অতি নির্জ্জনেই করিতে হয়। সংসার ব্রহ্মচর্য্য সাধনার স্থান নহে। নিয়ত যে সকল স্থানে শীতের প্রাদুর্ভাব সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের সাধনা করিতে হয় ।৯।

সাধনা।

ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্ত্রী সংসর্গ করিবেন না, তিনি নারী-বিষয়িণী কোন প্রকার আলোচনাই করিবেন না। নারীদর্শনেও কুভাবে মন রঞ্জিত হইতে পারে। সেইজন্য তিনি নারীদর্শনও করিবেন না ।১।

যেমন ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীসংসর্গ ও সম্ভাষণ নিষিদ্ধ তদ্রূপ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষেও স্ত্রীসংসর্গ ও স্ত্রী সম্ভাষণ নিষিদ্ধ ।২।

যিনি কাম দমন করিতে পারিয়াছেন তিনি পরম তেজস্বী হইয়াছেন। তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মচারী বলা যাইতে পারে ।৩।

কুমার ব্রহ্মচারীকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা যায়। সনক-সনাতন প্রভৃতিই প্রকৃত কুমার ব্রহ্মচারী ।৪।

কুমার ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় ।৫।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে বিষয়স্পৃহাশূন্য হইতে হয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিষয়স্পৃহা বিষম বন্ধন। আসক্তিবশতঃই কোন বিষয়ে স্পৃহা হইয়া থাকে। আসক্তিরাহিত্যই নিস্পৃহার কারণ। যতদিন আসক্তি থাকে, ততদিনই বিষয়স্পৃহা থাকে। যে বিষয় পাইবার জন্য স্পৃহা হয়,

তাহা না পাইলে অসুখ এবং অশান্তি বোধ হইয়া থাকে। চিত্তে আসক্তির আধিপত্য থাকিলে, নানা সময়ে নানা প্রকার বস্তু লাভ জন্যই স্পৃহা হইয়া থাকে। নিজ ইচ্ছানুসারে সকল বস্তুই কি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? নিজ ইচ্ছানুসারে সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা অনেকেই জানেন। সেইজন্যই যে আসক্তি প্রভাবে নানা বস্তু পাইবার জন্য স্পৃহা হইয়া থাকে, সেই আসক্তিকে যদ্দ্বারা আপনার বশে রাখা যাইতে পারে, সেই প্রকার কোন উপায় যদ্যপি থাকে, তাহা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। 'দম' দ্বারাই ঐ প্রকার আসক্তি সংযত থাকিতে পারে।৬।

প্রকৃত ব্রহ্মচারী বিবাহ করেন না। প্রকৃত ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ-ইচ্ছাই থাকে না। প্রকৃত ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় এবং সংযমী।৭।

ফলমূল এবং কোন কোন ফুল ভক্ষণেও জীবন ধারণ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে আহার সম্বন্ধে কোন আড়ম্বর করা উচিত নহে।৮।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা বিবাহ করেন না। বিবাহ না করিয়া পুত্রোৎ-পাদন না করায় তাঁহাদের ত কোন প্রত্যবায় হয় না। মনুসংহিতার মতেও বিবাহ না করায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কোন প্রত্যবায়ইত' নাই।৯।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে বহিঃশৌচ এবং অন্তঃশৌচ উভয়েরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর ফলমূল এবং হবিষ্যান্ন ভক্ষণই বিধেয়। ব্রহ্মচারী স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিবেন। ব্রহ্মচারী সন্দেশ এবং কোন প্রকার মিঠাই ভক্ষণ করিবেন না। ব্রহ্মচারী নিজ গুরুর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না।১০।

সত্যব্রত হইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ লক্ষ শুক্রস্তম্ভন মন্ত্র জপ করিতে পারিলে যুবতী-সম্ভোগ কালেও শুক্র স্তম্ভিত থাকিতে পারে।১১।

প্রথমতঃ কাম স্তম্ভন করা যায় না।১২।

নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করিতে পারিলে কাম স্তম্ভন করা যায়।১৩।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্। উত্তর খণ্ড। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অহিংসাসত্যস্তেয়াদি পূর্ব্বমুক্তং শ্রুতং ত্বয়া।
অতিথেঃ সেবনং দানং তীর্থপর্য্যটনং তথা ॥১
গুরুসেবাং শাস্ত্রমতিমাস্তিকত্বং সলজ্জতাম্।
স্নানঞ্চ তর্পণঞ্চৈব ব্রহ্মচারী সমাচরেৎ ॥২
ভিক্ষাং কুর্য্যাদ্ ভিক্ষিতঞ্চ গুরবে সংনিবেদয়েৎ।
গুরুবাসে যুবতীভি র্ন সম্ভাষেত সর্ব্বথা ॥৩
নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাৎ প্রাপ্নুয়াচ্ছ্রেয়সাং পদম্ ॥৪
অঙ্গসেবাং চন্দনাদিগ্রহণং দুর্জ্জনাসনম্।
ব্রহ্মচারী ন কুর্য্যাদ্বৈ ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ ॥৫
অভ্যস্যেত ধ্রুবং বেদানর্থজ্ঞোঽপি ততো ভবেৎ।
আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী ॥৬
গুরুদ্রব্যং ন ভুঞ্জীত দদ্যাচ্চ গুরবে সদা।
মসুরমামিষং তৈলং তাম্বুলমপি বর্জ্জয়েৎ ॥৭
খট্বায়াং শয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ।
হবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি সাবধানমনাঃ শৃণু ॥৮

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা স্তিলা যবাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা ॥৯
শাকেষু কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী ॥১০
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী ॥১১
কদলী লবলী ধাত্রীফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥১২
বিধবানাঞ্চ নারীণাং হবিষ্যান্নমিদং স্মৃতম্।
তাসাং পতিব্রতমিদং মৃতে ভর্ত্তরি সর্ব্বদা ॥১৩
ইত্যাদ্যাঃ কথিতা ধর্ম্মা জাবালে ব্রতচারিণাম্।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। পঞ্চমাধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, হে মুনিবর! অহিংসা ও অস্তেয়াদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তুমিও শ্রবণ করিয়াছ; ঐ সমস্ত এবং অতিথিসেবা, দান, তীর্থপর্য্যটন, গুরুসেবা, শাস্ত্র জ্ঞান, আস্তিকতা, সলজ্জতা, প্রতিদিন স্নান ও তর্পণ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে সমর্পণ করিবে এবং গুরুগৃহে অবস্থিতি কালে যুবতীগণের সহিত কদাচ কথোপকথন করিবে না। কারণ প্রমদাগণ অগ্নি এবং পুরুষগণ ঘৃতকুম্ভ স্বরূপ; এজন্য নির্জ্জন স্থানে কন্যার সহিতও একত্র অবস্থান করিবে না; তাহা হইলেই মানবগণ পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। অঙ্গ সেবা, চন্দনাদি লেপন ও দুর্জ্জন সহবাস ব্রহ্মচারীর অকর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। প্রত্যহ বেদাভ্যাস করা ব্রহ্মচারীর

কর্ত্তব্য; তাহা হইতেই ক্রমে বেদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্যই কথিত আছে, শাস্ত্রের অর্থবোধ করা অপেক্ষা আবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারী গুরুর দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না এবং সতত গুরুকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি দান করিবে। মস্থর, আমিষ, তৈল, তাম্বুল ও খট্বায় শয়ন ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ। এক্ষণে হবিষ্য দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। অস্বিন্ন শুক্ল হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গু, নীবার, বাস্তূক, হিঞ্চাশাক, কালশাক, কেমুক ভিন্ন মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, গব্য দধি ও ঘৃত, যাহার সার উদ্ধৃত হয় নাই এরূপ দুগ্ধ, পনস, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, লবলী ও ধাত্রীফল, গুড ভিন্ন ইক্ষু বিকার এবং অতৈল পক্ক দ্রব্য, মুনিগণ এই সকল বস্তুকে হবিষ্যান্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর ও বিধবা রমণীগণেরও এই হবিষ্যান্ন ভোজন করাই কর্ত্তব্য।

ভর্ত্তা মৃত হইলে বিধবা রমণীগণের সতত ঈদৃশ ব্রহ্মচর্য্যব্রতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে জাবালে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী-দিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।১৪।

গৃহস্থ ও গার্হস্থ্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণানুসারে চতুর্ব্বিধ আশ্রমবিষয়িণী বর্ণনাই দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। কথিত আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিষয়ক অনেকগুলি নিয়ম আছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাবলম্বী হইয়া, সেই সমস্তের সম্যক্ প্রতি-পালনক্ষম না হইলে, সেই সমস্ত প্রতিপালন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ না হইতে পারিলে, তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয়াশ্রমে অধিকার হয় না। তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয়াশ্রমই গার্হস্থ্যাশ্রম। সেই গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও সেই আশ্রমোচিত নিয়ম সকল পালন করিতে হয়। সেই সমস্ত নিয়ম পালনে কৃতকার্য্য হইলে গৃহস্থাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা হইলে তবে বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বনের উপযুক্ত বয়স হইলে বান-প্রস্থাশ্রমী হওয়া উচিত। যেহেতু বানপ্রস্থাশ্রমের নিয়মাবলী অতি দুষ্কর। বানপ্রস্থাশ্রমের সহিত ত্রিবিধ তপস্যারই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বানপ্রস্থাশ্রমীর সেই বানপ্রস্থাশ্রমে সম্যক্ যোগ্যতার প্রকাশ হইলে তবে তদ্বিষয়িণী সিদ্ধিতে অধিকার হয়। সেই সিদ্ধি লাভ হইলে, তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণাধিকার হইয়া থাকে। প্রব্রজ্যাশ্রমকেই চতুর্থাশ্রম বা শেষাশ্রম বলা হইয়া থাকে। ঐ আশ্রমেরই অপর নাম সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসাশ্রমীর পক্ষে আত্মজ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। তদ্দ্বারাই সন্ন্যাসীর জীবন্মুক্তির অধিকার হইয়া থাকে। তবে জীবিকা সম্বন্ধে সর্ব্বাশ্রমের অবলম্বনই

গার্হস্থ্যাশ্রম। সেইজন্যই ভগবান বেদব্যাস এবং মহর্ষি শঙ্খ প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী গার্হস্থ্যাশ্রমেরও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে সেই বেদবিভাগকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাস কহিয়াছেন,—

"গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ ॥২
গুরুভক্তো ভৃত্যপোষী দয়াবাননসূয়কঃ।
নিত্যজাপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩
স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনম্।
অপবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলং গৃহে ॥৪

বেদব্যাসের মতে "যে গার্হস্থ্যাশ্রমী ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রম-প্রতিপাল্য বিধি সকল প্রতিপালন করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থ দর্শন প্রভৃতির ফল প্রাপ্ত হন্। যে গার্হস্থ্যাশ্রমীর গুরুভক্তি আছে, যিনি ভৃত্যপালক, দয়াবান্, অসূয়াবর্জ্জিত, নিত্য জপপরায়ণ, নিত্য হোমানুষ্ঠাতা, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, যিনি স্বীয় ভার্য্যা সংস্রবেই কেবল সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন, যাহার অন্যের পত্নীতে বীতস্পৃহা এবং যিনি সম্পূর্ণ অপবাদপরিশূন্য, তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমী হইয়া আপনার গৃহে অবস্থানকালেও সর্ব্বতীর্থ গমনজনিত সুফল প্রাপ্ত হন্।" যিনি গৃহস্থানুষ্ঠেয় ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধি, নিষেধ সকল অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছভাবে অবৈধ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। সেইজন্য গৃহস্থকে গার্হস্থ্যবিধিবোধিত নির্দ্দেশানুসারেই যাবতীয় কর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। ধর্ম্মিষ্ঠ গৃহস্থ অপরের পত্নীর প্রতি কুভাবে দৃষ্টি সঞ্চালন পর্য্যন্ত করিবেন না। অপরের যুবতী ভার্য্যার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলেও পরক্ষণে সেই দৃষ্টি সংযত করিতে হইবে।

যেহেতু কুভাব দ্বারা মন বিচলিত ও বুদ্ধি বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। যুবতী আত্মীয়াগণের সহিত যুবক গৃহস্থের স্বাধীনভাবে বাক্যালাপ করা উচিত নহে। যুবকের যুবতীর সহিত ঘনিষ্ঠতা কখনই মঙ্গলজনক হয় না। ঐ প্রকার ঘনিষ্ঠতা দ্বারা অনেক সময়ে উভয়েরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। গৃহস্থের আপনার যুবতী ভার্য্যা সকাশে নিরবচ্ছিন্ন বাসও তাঁহার মঙ্গলের কারণ হয় না। ঐ প্রকার বাস দ্বারা ক্রমশঃ অবনতি হইবারই সম্ভাবনা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার নিরবচ্ছিন্ন নারীসংসর্গ দ্বারা অনেকেরই ধর্ম্মহানি, সম্ভ্রমহানি, বলহানি এবং অর্থহানি প্রভৃতিও হইয়াছে। সেইজন্য গৃহস্থ পরনারী সংসর্গ কখনই করিবেন না। যেহেতু অতিরিক্ত স্বীয় নারীসংসর্গেও অনিষ্ট হইয়া থাকে। পরাশরও মৎস্যগন্ধার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য সামান্য গৃহস্থের বিশেষতঃ সুন্দরী যুবতীর নিকটে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। মহামুনি বিভাণ্ডকও হরিণীতে রত হইয়াছিলেন। অতএব গৃহস্থের পরপত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতা কখনই মঙ্গলের কারণ হয় না। ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ অপরের পত্নীকে আপনার জননী, সহোদরা কিম্বা কন্যাতুল্য বোধ করিয়া থাকেন। বেদব্যাসের মতে যে গৃহস্থ প্রতিদিনই অপরের ভার্য্যায় রত হন্ অথবা বল দ্বারা পরভার্য্যা হরণ করেন, তিনি সর্ব্ব-তীর্থস্নায়ী হইলেও তাঁহার সেই পাতকের ধ্বংস হয় না। গৃহস্থ প্রত্যহ পরদ্রব্য হরণ করিয়া সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলেও তাঁহার তজ্জনিত পাপের লোপ হয় না। অতএব গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ ঐ দুই পাপ কর্ম্ম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্বয়ং বেদব্যাসই কহিয়াছেন,—

"পরদারান্ পরদ্রব্যং হরতে যো দিনে দিনে।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকেণ পাপং তস্য ন নশ্যতি ॥ ৫ ॥"

অতএব গৃহস্থের কোন কালেই পরভার্য্যাপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব গৃহস্থের কোন কালেই পরদ্রব্যাপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থের পক্ষে ভিক্ষা প্রশস্ত নহে। আপৎকাল উপস্থিত না হইলে গৃহস্থের ভিক্ষাবৃত্ত্যবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি এবং দরিদ্রের জন্যই ভিক্ষাবৃত্তি। পথিক দস্যু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, অথবা অর্থব্যয় দ্বারাও আহার্য্যাহরণে অক্ষম হইলে তিনি ভিক্ষা দ্বারাও ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারেন। কোন গুরুভক্ত গৃহস্থের স্বীয় গুরুপ্রতিপালনোপযোগী অর্থাদি না থাকিলে তিনিও গুরু সেবার্থে ভিক্ষা করিতে পারেন। নিঃস্ব বিদ্যার্থীর পক্ষেও ভিক্ষিতান্ন আহার্য্য হইতে পারে। ঐ প্রকার বিদ্যার্থী ভিক্ষা দ্বারা স্বীয় উদর পূরণ করিলেও তাঁহাকে অপরাধী হইতে হয় না। মহর্ষি অত্রির মতে ছয় প্রকার ভিক্ষু। আমাদের মতে সপ্ত প্রকার। প্রথম শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি, তিনি যতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি, তিনি বানপ্রস্থ। তৃতীয় শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি, তিনি ব্রহ্মচারী। চতুর্থ শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি, তিনি গুরুপালক। পঞ্চম শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি, তিনি বিদ্যার্থী। ষষ্ঠ শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি, তিনি পথিক। সপ্তম শ্রেণীর ভিক্ষু যিনি. তাঁহাকেই দরিদ্র বলা যাইতে পারে। কোন গৃহস্থই দারিদ্র্যবশতঃ ভিক্ষিতান্ন গ্রহণে পাতকী হন্ না। মহর্ষি অত্রির মতানুসারে ছয় প্রকার ভিক্ষু সম্বন্ধে অত্রিসংহিতানাম্নী স্মৃতিতে এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে,—

"ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ।
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৬২ ॥"

মহর্ষি অত্রির মতানুসারে ষড়্‌বিধ ভিক্ষুকই নির্দ্দিষ্ট আছে। মহর্ষি অত্রির

মতানুসারে নির্দ্দিষ্ট ষড়্‌বিধ ভিক্ষুককেই ভিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে। মহর্ষি অত্রির মতানুসারে ঐ ষড়্‌বিধ ভিক্ষুককেই প্রকৃত ভিক্ষা প্রদানের পাত্র রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গৃহস্থের উক্ত ষড়্‌বিধ ভিক্ষুককেই ভিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোন গৃহস্থালয়ে ভিক্ষার্থ কোন প্রকার ভিক্ষুক সমাগত হইলে কোন প্রকার সঙ্গত প্রতিবন্ধক ব্যতীত সেই ভিক্ষুককে তাঁহার প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। গৃহস্থের ভিক্ষুকের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে নাই, ভিক্ষুকের অবমাননা করিতে নাই, ভিক্ষুকের প্রতি উৎপীড়ন করিতে নাই, ভিক্ষুককে ঘৃণা করিতে নাই, ভিক্ষুককে অশ্রদ্ধা করিতে নাই। গৃহস্থের ভিক্ষুকের সহিত সদ্ব্যবহার করাই পরম মঙ্গল। গৃহস্থকে কোন প্রকারেই ভিক্ষুকের মনঃকষ্টের কারণ হইতে নাই। বিশেষতঃ গৃহস্থের নিকটে যতি ভিক্ষা করিলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারেই ভিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু যতি সর্ব্বজাতি অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। যতি অপেক্ষা ব্রহ্মচারীরও শ্রেষ্ঠতা নাই, যতি অপেক্ষা গৃহস্থেরও শ্রেষ্ঠতা নাই, যতি অপেক্ষা বানপ্রস্থেরও শ্রেষ্ঠতা নাই। যতি সর্ব্বজাতির অতীত পুরুষ। তিনি অব্রাহ্মণ, অক্ষত্রিয়, অবৈশ্য, অশূদ্র এবং অবর্ণ-সঙ্কর প্রভৃতি। যতির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মাধুকরীবৃত্তিই শ্রেষ্ঠাবলম্বন। উহা যতির স্মৃতিসম্মত বৃত্তি। অত্রিসংহিতানুসারে যতির মাধুকরী বৃত্তি সম্পন্ন হইবার রীতিও আছে। যতি মাধুকরীবৃত্ত্যাশ্রয়ে সমস্ত জাতির নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি ম্লেচ্ছের নিকট হইতেও মাধুকরীবৃত্তিদ্বারা যে পরিমাণে আহার্য্য গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত সেই পরিমাণে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। যতির ম্লেচ্ছ হইতে মাধুকরীবৃত্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ সম্বন্ধে মহর্ষি অত্রির কোন আপত্তি নাই। তিনি বরঞ্চ ঐ বিষয়ে ব্যবস্থাই দিয়াছেন।

"যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভিক্ষাং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্।
তদ্ভৈক্ষং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥ ১৫৮ ॥
চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।
একান্নং নৈব ভোক্তব্যং বৃহস্পতিকুলাদপি ॥ ১৫৯ ॥"

যে চণ্ডালকে অপবিত্র বলা হয়, শাস্ত্রানুসারে ম্লেচ্ছ জাতি সেই চণ্ডালাপেক্ষাও অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বপরায়ণ সমভাবাদী যতি ঐ প্রকার অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র ম্লেচ্ছ জাতীয় পুরুষের নিকট হইতে পাবনী মাধুকরীবৃত্তি দ্বারা স্বীয় আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রভাবে ঐ প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারাও তাঁহাকে পতিত হইতে হয় না। যতি আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে অজাত বলিয়াই জানেন। অতএব সেইজন্য তিনি আপনাকে কোন প্রকার জাতীয় সীমার মধ্যবর্ত্তীও বিবেচনা করেন না। তিনি অদ্ভুত আত্মজ্ঞান দ্বারা, পরমাশ্চর্য্য অদ্বৈতানুভূতি দ্বারা আপনার অখণ্ডতাই অনুভব করিয়া থাকেন। সেইজন্যই তাঁহার বিবেচনায় বহু আত্মার বিদ্যমানতা নাই। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণেও সঙ্কুচিত হইতে হয় না। তিনি স্বীয় মাধুকরীবৃত্তির রীতি অনুসারে তাহাও গ্রহণ এবং ভক্ষণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুসারে তদ্দ্বারা তাঁহাকে পাতকীও হইতে হয় না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে অযতি ঐ প্রকার আচরণ করিলে, তাঁহার পাতক হইয়া থাকে এবং স্মৃতি বিধানানুসারে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিবারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেইজন্যই যতি ব্যতীত অন্যান্য আশ্রমীগণের পক্ষে ঐ প্রকার আচরণ শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত নহে। সেইজন্য তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে গৃহস্থের ঐ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবার প্রয়োজন আছে। যেহেতু তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে

সামাজিক নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়। সামাজিক রীতি এবং স্মৃতিপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতির কোন প্রকার অপকৃষ্ট জাতির সিদ্ধান্ন গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে নাই। তাঁহাদের কোন প্রকার অপকৃষ্ট জাতির নিকট কোন প্রকার দান গ্রহণ করিবারই ব্যবস্থা নাই। কতিপয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রবর্ণের নিকট হইতে পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহ করেন না। তাঁহারা ভারতে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কোন শূদ্রের পৌরোহিত্য পর্য্যন্ত করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহই শূদ্র শিষ্য করেন না। তাঁহারা ঘটনাক্রমে কোন প্রকার অন্ত্যজ জাতির সহিত বাক্যালাপ করিলে স্মৃতিসম্মত স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কোন প্রকারে অন্ত্যজ দর্শন হইলে সূর্য্য দর্শন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। কথিত দ্বিপ্রকার শুদ্ধি ব্যাস সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট আছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ। কিন্তু নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠতা নাই। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহস্থ। স্বধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর গৃহস্থ। স্বধর্ম্মপরয়াণ বৈশ্যকেই চতুর্থ শ্রেণীর গৃহস্থ বলা যায়। স্বধর্ম্মরত শূদ্রই পঞ্চম শ্রেণীর গৃহস্থ। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মপরায়ণ নানা প্রকার মিশ্রবর্ণ হইতেও পর্য্যায়ক্রমে বহু প্রকার গৃহস্থেরই শ্রেণী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গ বৃদ্ধি ভয়ে সেই সকলের নামোল্লেখ করা হইল না। অবসরক্রমে স্বতন্ত্র গ্রন্থে সেই সকল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নানাশাস্ত্রে গৃহস্থ ও গার্হস্থ্যাশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। সেই সকল সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিলেও সেই সমস্তের সম্যক্ বর্ণনা হয় না। বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির মতে গার্হস্থ্যাশ্রমই অপরাশ্রমত্রয়ের মূল স্বরূপ। সেই জন্য সেই আশ্রমকে রক্ষা করা সর্ব্ব আশ্রমীরই কর্ত্তব্য। যেমন বৃক্ষের মূল নষ্ট হইলে, তাহার অন্যান্য অংশও নষ্ট হয়, তদ্রূপ গার্হস্থ্যাশ্রম নষ্ট হইলে অন্য ত্রিবিধাশ্রমও নষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু গার্হস্থ্যাশ্রমীই শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উপযুক্ত সময়ে বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া থাকেন। সেই বানপ্রস্থাশ্রমীর ব্রহ্মাশ্রম, চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম প্রবেশের যোগ্যতা হইলে, তিনিই সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ত্রিবিধ দ্বিজসন্তানগণকে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া, যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার মূলও গার্হস্থ্যাশ্রম। কারণ ত্রিবিধ গৃহস্থ দ্বিজসন্তানগণেরই উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহস্থ দ্বিজগণ বিকৃত হইলে, তাঁহাদের ঔরসজ পুত্রগণও বিকৃত বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। অতএব সেইজন্য সেই সকল দ্বিজসন্তানগণের উপনয়ন সংস্কারে অধিকারও হয় না। সেই জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও অধিকার হয় না। তন্নিবন্ধন সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের লোপও হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের লোপ হইলে তৎসঙ্গে ব্রহ্মচারীর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমের বিকৃতির

সঙ্গে অন্য ত্রিবিধাশ্রম লুপ্ত হইলে চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মেরই বিলোপ হয়। সেই জন্য সর্ব্বাশ্রমের মূল গার্হস্থ্যাশ্রম যাহাতে নষ্ট না হয়, সর্ব্বাশ্রমীরই সেই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। গব্যঘৃত দ্বারা কত প্রকার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘৃতে বসা বা চর্ব্বি মিশ্রিত হইলে তাহার বিশুদ্ধতার হানি হইয়া থাকে। সেইজন্য সুবিজ্ঞ যাজ্ঞিকগণ তদ্দ্বারা কোন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানই করেন না। ঐ প্রকার বিকৃত ঘৃত যেমন কোন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধেই উপযোগী হয় না তদ্রূপ বিকৃত গৃহস্থও বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশ বিষয়ে উপযোগী হন্ না। কোন বিকৃত গৃহস্থ শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপন ইচ্ছায় বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও তাঁহাকে প্রকৃত বানপ্রস্থ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। যেহেতু তিনি শাস্ত্রানুসারে বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশের ক্ষমতা লাভ করেন নাই। ঐ প্রকার অশাস্ত্রীয় বানপ্রস্থ শাস্ত্রীয় সন্ন্যাসাশ্রমেরও অধিকারী হইবার যোগ্য নহেন। তিনি শাস্ত্রবিধি অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসীর বেশবিশিষ্ট হইয়া, সন্ন্যাসীর ন্যায় বাহ্যিক কতকগুলি অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণ সমক্ষে আপনাকে সন্নাসাশ্রমী বলিয়া পরিচিত করিলে, শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যাইবে না। কোন বিকৃত দ্বিজগৃহস্থ শাস্ত্রীয় বিধির বশবর্ত্তী না হইয়া যদ্যপি আপনার সন্তানকে উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করান, তাহা হইলে তাঁহার সেই সন্তানকেও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রস্তর নির্ম্মিত অশ্বের সহিত প্রকৃত অশ্বের সমতা স্বীকার করেন? যাঁহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ সকল নাই কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন? যাঁহাতে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ সকল নাই কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন? যাঁহাতে বৈশ্যের লক্ষণ সকল নাই কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহাকে

বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করেন? যাঁহাতে শূদ্রের লক্ষণ সকল নাই কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করেন? রাজ্য যাঁহার নাই তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি রাজা বলিয়া স্বীকার করেন? পাণ্ডিত্য যাঁহার নাই তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন? বিদ্যা যাঁহার নাই তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি বিদ্বান্ বলিয়া স্বীকার করেন? ধন যাঁহার নাই তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি ধনী বলিয়া স্বীকার করেন? সাধুতা যাঁহার নাই তাঁহাকে কোন্ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সাধু বলিয়া স্বীকার করেন? সন্ন্যাসীর লক্ষণ সকল যাঁহাতে নাই তাঁহাকে কোন্ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকার করেন? বানপ্রস্থের লক্ষণ সকল যাঁহাতে নাই কোন্ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে বানপ্রস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন? ব্রহ্মচারীর লক্ষণ সকল যাঁহাতে নাই কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া স্বীকার করেন? গৃহস্থের লক্ষণ সকল যাঁহাতে নাই তাঁহাকেই বা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া থাকেন? পূর্ণ গৃহস্থ হইতে হইলে, আপনাতে গৃহস্থের পূর্ণ লক্ষণ সকল থাকার প্রয়োজন হইয়া থাকে। পূর্ণ গৃহস্থ হওয়া অতি কঠিন। যিনি প্রকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পরায়ণ তিনি নির্দ্দয় নহেন, তিনি দয়ার আধার। তিনি অপরাধীগণকেও ক্ষমা করিবার প্রয়োজন হইলেই ক্ষমা করিয়া থাকেন। সেই জন্য তিনি ক্ষমাশীলও বটেন। তাঁহার অতিথিসেবায় বিশেষ আস্থা। সেই জন্য তাঁহাকে কখন আতিথ্যবিহীনও হইতে হয় না। তাঁহার নিকেতনে অতিথির আগমন হইলে, তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় ক্ষমতানুসারে সেই অতিথিকে ভোজন করাইয়া থাকেন। অতিথি তৃপ্ত হইলে তিনিও তৃপ্তিবোধ করেন। তাঁহার আশ্রমে নিত্য অতিথির আগমন হইলেও তিনি অসন্তুষ্ট অথবা বিরক্ত হন্ না। তিনি সর্ব্বকালেই সমভাবে অতিথি সৎকার করিয়া থাকেন।

অতিথিসেবায় তাঁহার কোন দিনই বীতরাগ হয় না। সর্ব্ব দেবদেবীর প্রতিই তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। তাঁহাতে লজ্জারও অভাব নাই। যে বিষয়ে লজ্জা করিতে হয়, তাঁহার সে বিষয় লজ্জা বোধ হয়। যাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তিনি তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞও হইয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহাতে কৃতজ্ঞতারও অভাব নাই। তিনি ঘৃণিত এবং নিন্দিত ব্যক্তিগণকেও অশ্রদ্ধা করেন না। তিনি স্বীয় সদাশয়তা গুণে কোন ব্যক্তিরই মনঃকষ্টের কারণ হন্ না। তাঁহার যশোগান অতি মূঢ় ব্যক্তিও করিয়া থাকে। তাঁহার ন্যায় গৃহস্থকে অনেকের মতে আদর্শ গৃহস্থ বলা যায়। তিনি সিদ্ধিযোগী মহাপুরুষদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককেই বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার যোগাভ্যাসে বিশেষ রতি। তাঁহার ন্যায় গৃহস্থ মহাত্মাকে আদর্শ গৃহস্থ বলা যায়। দক্ষমুনির মতে তাঁহার ন্যায় গৃহস্থ মহাত্মাকেই মুখ্য গৃহস্থ বলা যায়। ঐ প্রকার ধার্ম্মিক ও মুখ্য গৃহস্থ সম্বন্ধে দক্ষ মুনি কহিয়াছেন,—

"বিভাগশীলো যো নিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ॥ ৪৯
দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ স তু ধার্ম্মিকঃ।
দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞাযোগঃ কৃতজ্ঞতা॥ ৫০
এতে যস্য গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্য উচ্যতে।"

উক্ত লক্ষণ সকল যে গৃহস্থে নাই, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে তাঁহাকে পূর্ণ গৃহস্থ বলা যায় না। কেবল গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে পারিলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না। যে সকল দেশে আশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত নাই, যে সকল দেশে বর্ণ বিভাগ প্রচলিত নাই, সে সকল দেশের লোকেরাও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। সে জন্য

তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই গৃহস্থ বলা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গও আছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই স্বীয় পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে প্রতিপালনও করিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই গৃহস্থ বলা যায় না। ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি গৃহস্থোচিত ধর্মকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল স্বীয় পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের ভরণপোষণ করিয়াও গৃহস্থ নামে অভিহিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের দক্ষসংহিতোক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৬ ও ৪৭ শ্লোকে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে,—

> "গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী ॥
> নচৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্ম পরিবর্জ্জিতঃ ॥"

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে হইলে ক্রিয়াযোগাবলম্বন করিতে হয়। সেইজন্য গৃহস্থের ক্রিয়াযোগাভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্রিয়াযোগাবলম্বন না করিলে, ক্রিয়াযোগসাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ না করিলে, জ্ঞানযোগে এবং ভক্তিযোগে অধিকার হয় না। জ্ঞানযোগদ্বারা পরমেশ্বর সম্বন্ধে পরোক্ষানুভূতি এবং অপরোক্ষানুভূতি উভয়ই হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগ সাহায্যে ভক্তিযোগে অধিকার হইয়া থাকে। জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বরকে জানিতে হয়, শুদ্ধভক্তিদ্বারায় তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে হয়। তুমি কত লোককেই জান, কিন্তু তাহাদের সকলের প্রতিই কি তোমার ভক্তিভাব আছে? তোমার দাসদাসীগণকেও তুমি জান, কিন্তু তাহাদের প্রতি কি তোমার ভক্তিভাব আছে? তুমি যে তাহাদের প্রভু। প্রভুর স্বীয় দাসদাসীগণের প্রতি ভক্তিভাবোদয় হওয়া অতি অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক। তোমার স্বীয় পত্নীকেও তুমি জান, অথচ

তজ্জন্য তাহার প্রতি তোমার ভক্তিভাব নাই। তোমার পুত্রকন্যা-গণকেও তুমি জান, তজ্জন্য তাহাদের প্রতিও তোমার ভক্তিভাব নাই। তুমি তোমার অনেক শত্রুকেও জান, তজ্জন্য তাহাদের প্রতিও তোমার ভক্তিভাবোদয় হয় নাই। তবে কেবল পরমেশ্বরকে জানিলে কি হইবে? অগ্রে তাঁহাকে জানিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার উপায়াবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার উপায় শুদ্ধ ভক্তি অথবা শুদ্ধ প্রেম। কিন্তু প্রথমতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে ক্রিয়াযোগাবলম্বন না করিলে, ক্রিয়াযোগাভ্যাস না করিলে, ক্রিয়াযোগাভ্যাস দ্বারা তৎসম্বন্ধিনী সিদ্ধিলাভ না করিলে গার্হস্থ্যোত্তর আশ্রমে অধিকারও হয় না। জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগেও অধিকার হয় না। যেমন সোপানের নিম্নদেশাশ্রয়ে ক্রমে উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইতে হয়, তদ্রূপ প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগাবলম্বনে জ্ঞানলাভ করিয়া পশ্চাৎ ভক্তিলাভ করিতে হয়। পর্য্যায় ব্যতিক্রম করিলে প্রকৃত ফললাভ হয় না। সেইজন্যই গৃহস্থকে ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তি-লাভাকাঙ্ক্ষী হইতে নাই। ঐ প্রকার আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহা ফলবতী হয় না। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,—

"গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো।"

নানা শাস্ত্রানুসারে সমস্ত ক্রিয়াকেই ক্রিয়া বলা যায়। প্রত্যেক অসৎক্রিয়াকেই অক্রিয়া বা অকর্ম্ম বলা যায়। শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড ঐ প্রকার অক্রিয়া বা অকর্ম্মের অন্তর্গত নহে। তাহা শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া-যোগ যাহা, তাহারই অন্তর্গত। প্রত্যেক সৎকর্ম্মই ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সমস্ত সৎকর্ম্মের মধ্যে গৃহস্থের কর্ত্তব্য কতকগুলি সৎকর্ম্ম আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত গৃহস্থই একশ্রেণীর নহেন। ব্রাহ্মণ গৃহস্থের পক্ষে আচরণীয় যে

যে সকল কর্ম্ম, সে সকল কর্ম্মের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মই ক্ষত্রিয় গৃহস্থ করিবার যোগ্য নহেন। ঐ উভয় প্রকার গৃহস্থের আচরণীয় কর্ম্ম সকলের মধ্যে শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য গৃহস্থও সে সমস্ত করিবার যোগ্য নহেন। শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য গৃহস্থ যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারেন শূদ্র গৃহস্থের সে সমস্তই আচরণীয় নহে। তবে সর্ব্ব বর্ণেরই কর্ত্তব্য কতকগুলি কর্ম্ম আছে, সে সকল শাস্ত্রানুসারে সর্ব্ববর্ণ কর্ত্তৃকই আচরিত হইতে পারে। সে সকলের আচরণ দ্বারা কোন বর্ণকেই অপরাধী হইতে হয় না। যেমন গঙ্গা প্রভৃতি স্নানে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, তদ্দ্বারা কোন বর্ণকেই পাপী হইতে হয় না, বরঞ্চ তদ্দ্বারা সর্ব্ব বর্ণেরই পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যেমন জপযজ্ঞে সর্ব্ব বর্ণেরই অধিকার আছে, শাস্ত্রমতে তদ্দ্বারা সর্ব্ব বর্ণেরই পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। প্রণালী ক্রমে তাহা অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা অভিলষিত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সেইজন্যই বলা হয়,—

"জপাৎ সিদ্ধঃ।"

দক্ষ প্রজাপতির মতানুসারে গৃহস্থকে জপ প্রভৃতি কোন প্রকার প্রাত্যহিক সদনুষ্ঠান করিতে হইলে, অগ্রে শারীরিক বহিঃশুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই শারীরিক বহিঃশুদ্ধিও এক প্রকার নহে। তাহারও বহু প্রকারতা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। স্মৃতি বিধানানুসারে গৃহস্থকে প্রাতঃকালেই মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। মলমূত্র পরিত্যাগের পরে শৌচাচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মল পরিত্যাগান্তে মৃত্তিকা ও পুষ্করণী প্রভৃতির শুদ্ধ জলদ্বারা শৌচানুষ্ঠান করিতে হয়। মল পরিত্যাগান্তে শৌচানুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমতঃ মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে হয়। তৎপরে তাহা অবিকৃত শুদ্ধ জলদ্বারা ধৌত করিতে হয়। ঐ প্রকার শৌচকার্য্যে কাশী ব্যতীত অন্যত্র গঙ্গোদক ব্যবহার্য্য নহে।

বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি মতে গঙ্গোদক বিষ্ণুর চরণামৃত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে গঙ্গাকে রাধাকৃষ্ণ দ্রবোদ্ভবা বলা হইয়াছে।

গঙ্গাকে হর-মৌলিনীও বলা হয়। সেইজন্যই গঙ্গাভক্তিপরায়ণ মহাশয়গণের পক্ষে কোন প্রকার নিকৃষ্ট শৌচ জন্য পবিত্র গঙ্গাবারি ব্যবহৃত হইবার যোগ্য নহেন। তাঁহারা পুষ্করণী প্রভৃতির জলদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট শৌচাচার করিবেন।

উষাকালে মলমূত্র পরিত্যাগান্তে স্মৃতিসম্মত বিধানানুসারে শৌচাচার সম্পন্ন করিয়া দন্তধাবন কার্য্যে রত হইতে হয়। দন্তধাবন কার্য্যান্তে বিহিত শৌচাচার পূর্ব্বক স্নান করিতে হয়। মহাত্মা দক্ষ মুনির মতে গৃহীর ঐ সময়ে একবার স্নান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু স্নান দ্বারা শারীরী শুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রকার নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বহিঃশুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ প্রকার প্রাতঃস্নান দ্বারা শরীরও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। শরীর স্নিগ্ধ হইলে মনও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু মনের সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ। বিশেষতঃ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাতঃস্নান অবশ্যই কর্ত্তব্য। যেহেতু তাঁহাকে প্রাতঃকালে একবার হোমানুষ্ঠান করিতে হয়। সেই হোম করিবার পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান দ্বারা স্নিগ্ধ হইলে, অক্লেশে হোম সমাধা করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। হোম করিবার সময়, সর্ব্বাঙ্গে হোমীয়াগ্নির উত্তাপ লাগিয়া থাকে। তদ্দ্বারাও শারীরিক ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্নানান্তে হোম সম্পন্ন হইলে বিশেষ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য অগ্রে বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া, তবে হোমাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়। নিশার শেষে সুপ্তোত্থিত হইবার পরে প্রায় সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ই ক্লেদ সম্পন্ন রহে। কোন উত্তমাঙ্গেও ক্লেদ থাকিলে, তাহার শোভার হানি হয়। সে

অবস্থায়, তাহাও কোন অপকৃষ্ট অঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্লেদ প্রভৃতি অপকৃষ্ট সামগ্রী সকল ঘৃণা করিবারই যোগ্য। প্রত্যহ বহুক্ষণ শরীরে ক্লেদাদি অপকৃষ্ট সামগ্রী সকল থাকিলে, তদ্দ্বারা কোন প্রকার শারীরিক পীড়াও হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ সকল দ্বারা দদ্রু প্রভৃতি নানা প্রকার ত্বকরোগ হইতে পারে। সেইজন্য শারীরিক স্বাস্থ্য নিমিত্তও প্রাতঃস্নান বিধেয়। চক্ষুকে এক প্রকার উত্তমাঙ্গ বলা হয়। তাহা ক্লেদবিশিষ্ট হইলে, তাহাও দেখিতে কদাকার হয়। ঐ প্রকারে অনেক প্রত্যঙ্গ সকলও ক্লেদবিশিষ্ট হয়। সেই জন্য প্রাতঃকালে স্নান করিলে, সর্ব্বাঙ্গই ধৌত হয়। যতক্ষণ না স্নাত হওয়া যায়, ততক্ষণই শরীরে আলস্যাধিক্য রহে। তজ্জন্য শরীরে জড়তার ভাগই অধিক প্রকাশ পায়। শরীর হইতে আলস্যের কারণ জড়তা দূর করিতে হইলে, স্নানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রাতঃস্নান দ্বারা শারীরিক আলস্য প্রভৃতি দূরীভূত হইলে, শরীর অধিক কার্য্যক্ষমও হইয়া থাকে। সুতরাং অধিক পরিশ্রম করিবারও সুবিধা হয়। প্রতিদিন গৃহস্থকে বহু প্রকার কার্য্যই করিতে হয়। সেইজন্য দিবসের প্রথম ভাগ হইতেই শরীরকে অতিরিক্ত পরিশ্রমক্ষম করিয়া লইতে হয়। প্রাতঃস্নান দ্বারা শারীরিক তেজঃ এবং শোভা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা শারীরিক অনেক পুরাতন রোগের পক্ষেও উপকার হয়। যাহাদিগের শরীরে বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপ অধিক, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রাতঃস্নান বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। নিয়মিত প্রাতঃস্নান দ্বারা অনেকের শীরঃপীড়াও উপশমিত হইয়াছে। যাঁহারা দীর্ঘকাল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রাতঃস্নান বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্যতীত এরূপ অনেক শারীরিক পীড়া আছে, যে সকল কেবল মাত্র প্রাতঃস্নান দ্বারা প্রবল হইতে পারে না। যিনি প্রত্যহ স্রোতস্বিনী

জলে অবগাহন করেন, তাঁহার শরীরে অনেক প্রকার ত্বক্‌রোগেরও সঞ্চার হইবার অল্প সম্ভাবনা থাকে। প্রাতঃকালে উদ্ধৃত জল দ্বারা স্নান করিলে বিশেষ উপকার হয় না। বরঞ্চ অনেক সময়ে তদ্দ্বারা অপকারই হইয়া থাকে। কেবল মাত্র স্রোতস্বিনী জলে প্রাতঃস্নান করিলেই সর্ব্বাশ্রমীর পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। তবে উদ্ধৃত জলাপেক্ষা সরোবর প্রভৃতির জলে স্নান করিলেও উপকার হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের কোন প্রকার চক্ষুরোগ আছে তাঁহাদিগের প্রতিদিনই প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্রাতঃস্নান দ্বারা চাক্ষুষীজ্যোতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রাতঃস্নান দ্বারা দৃষ্টিশক্তিরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহারা অধিক অধ্যয়ন করেন স্বভাবতঃ অতি শীঘ্রই তাঁহাদিগেরই দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অধিক রাত্র জাগরণ করিয়াও পাঠাভ্যাস করিতে হয়। যাঁহারা অধিক অধ্যয়ন এবং রাত্র জাগরণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও প্রাতঃস্নান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের পক্ষেও স্রোতের জলে স্নানই ব্যবস্থেয়। মহামুনি দক্ষ প্রজাপতিও প্রাতঃস্নানের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রাতঃ-স্নানের বিশেষ প্রয়োজন। দক্ষের মতে,—

> **"অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।**
> **স্রবত্যেষ দিবা রাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥৭।"**

প্রাতঃস্নান দ্বারা অঙ্গ শোধন পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকাল হইতেই নিত্যকর্ম্ম নিত্য যে আরম্ভ হইয়া থাকে। সেই

জন্যই সে সকল আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই স্নান দ্বারা অঙ্গশুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্নান দ্বারা দেহ শুদ্ধ না করিয়া কোন প্রকার দৈব কিম্বা পিত্র্যকার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার সাধ্যানুসারে শুদ্ধাচারের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডী গৃহস্থকে আচারভ্রষ্ট হইতে নাই। আচারের সহিত সাধনাত্মিকা ভক্তিরও বিশেষ সংস্রব আছে।

প্রজাপতি দক্ষের মতানুসারে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাঁহার মতানুসারে ক্ষণকালও বৃথা ব্যয় করিতে নাই। কোন প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। সেই জন্যই দাক্ষায়ণী পিতা দক্ষ কহিয়াছেন,—

"নিত্যনৈমিত্তিকৈ র্ম্মুক্তঃ কাম্যৈশ্চান্যৈরগর্হিতৈঃ ॥ ২।
যঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য যদন্যৎ কুরুতে দ্বিজঃ।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ স তেন পতিতো ভবেৎ ॥ ৩।"

অতএব দ্বিজগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বকর্ম্মপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। স্বকর্ম্মপরায়ণ যিনি, তিনিই স্বধর্ম্মপরায়ণ। স্বধর্ম্মসম্মত যে সমস্ত কর্ম্ম, সেই সমস্তের প্রত্যেকটীকেই স্বকর্ম্ম কহা যাইতে পারে। স্বধর্ম্মের সহিত যে কর্ম্মের সংস্রব নাই, তাহাকে স্বকর্ম্ম কহা যায় না। ঐ প্রকার কর্ম্ম অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঐ প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করা অকর্ত্তব্য। স্বকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, পর্য্যায়ক্রমেই করিতে হয়। পর্য্যায় ব্যতিক্রম করিলে, সে সমস্ত কর্ম্ম বৈধ হইলেও অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দক্ষপ্রজাপতি

প্রাতঃস্নান করিবার বিধি দিয়াছেন। বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নানও বহু প্রকার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে এক প্রকার নিত্যকর্ম্ম। প্রাতঃস্নান না করিলেও পর্য্যায় ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। সেই জন্যই বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। দক্ষপ্রজাপতির মতে স্নানান্তে জপ এবং হোমাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য তিনি বলিয়াছেন,—

"নানাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন॥"

গৃহস্থ পুরুষ শয্যা হইতে অপবিত্র হইয়াই উত্থিত হন্। কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই সেই শয্যোপরি নিজ নিজ পত্নীর সহিত শয়ন করিতে হয়। পত্নীর সহিত শয়ন করিলে দেহ ও মন উভয়ই অপবিত্র হইয়া থাকে এবং নৈশী নিদ্রান্তে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলও ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্যই নিত্যকর্ম্ম সকলের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই স্নান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিত্যকর্ম্ম সকলের আরম্ভ প্রত্যূষেই হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঐ সকলের অনুষ্ঠান জন্য, ঐ সকল অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বেই স্নান করিতে হয়। ঐ সকলের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে স্নান করিতে হইলে, অবশ্য প্রাতঃ-স্নানই করিতে হয়। কেবলমাত্র বিহিত প্রাতঃস্নান দ্বারা বহু প্রকার উপকারই হইয়া থাকে। নিয়মপূর্ব্বক ত্রিবর্ষ পর্য্যন্ত প্রাতঃস্নায়ী হইলে, সমস্ত জন্মের সমস্ত পাপই ধ্বংস হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে দক্ষ কহিয়াছেন,—

"প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী ভবেৎ সদা।
সমস্তজন্মজং পাপং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্ব্যপোহতি॥ ১০।"

কেবলমাত্র প্রাতঃস্নানের ঐ প্রকার ফল। না জানি গঙ্গাস্নানের কত ফল! যাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রতিদিনই গঙ্গা সলিলে মগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তদ্দ্বারা তাঁহারা অনন্ত ফলই লাভ করিয়া থাকেন।

প্রথমভাগ।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্মার্ত্তমতে বৈধ স্নানেরই অধিক মাহাত্ম্য। সে মতে অবৈধ স্নানের মাহাত্ম্য নাই। আহৃত জল দ্বারা গৃহেও বৈধ স্নান করা যাইতে পারে, কূপেও বৈধ স্নান হইতে পারে, প্রত্যেক নদীতেও বৈধ স্নান হইতে পারে, নদীর জল আহরণ পূর্ব্বক নদীতীরেও বৈধ স্নান হইতে পারে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমেও বৈধ স্নান হইতে পারে, কেবল মাত্র লবণ সমুদ্রে স্নান দ্বারাও বৈধ স্নান হইতে পারে। গঙ্গার মধ্যে অবগাহন করিলেও বৈধ স্নান হইতে পারে, প্রত্যেক তীর্থ স্নান দ্বারাও বৈধ স্নান হইতে পারে। সৎকর্ম্মমালার মধ্যে বৈধ স্নানও একপ্রকার সৎকর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য গৃহস্থের পক্ষে বৈধ স্নানই বিহিত। মহাত্মা শঙ্খের মতানুসারে এই প্রকারে বৈধ স্নান করিতে হয়,—

"মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কর্ত্তব্যং শৌচমাদৌ যথাবিধি ॥১।

জলে নিমজ্য উন্মজ্য উপস্পৃশ্য যথাবিধি।

তীর্থস্যাবাহনং কুর্য্যাৎ তৎ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২।
প্রপদ্য বরুণং দেবমম্ভসাং পতিমর্চ্চিতম্।
যাচেত দেহি মে তীর্থং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥৩।
তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্ব্বাঘ বিনিসূদনম্।
সান্নিধ্যমস্মিংস্তোয়ে চ ক্রিয়তাং মদনুগ্রহাৎ ॥৪।
রুদ্রাং প্রপদ্য বরদান্ সর্ব্বানপ্সুসদস্তথা।
সর্ব্বানপ্সুসদশ্চৈব প্রপদ্যে প্রযতঃ স্থিতঃ ॥৫।
দেবমংশুসদং বহ্নিং প্রপদ্যাঘনিসূদনম্।
আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা ॥৬।
রুদ্রশ্চাগ্নিশ্চ সর্পশ্চ বরুণস্ত্বাপ এব চ।
শময়ন্ত্বাশু মে পাপং মাঞ্চ রক্ষন্তু সর্ব্বশঃ ॥৭।
হিরণ্যবর্ণেতি তিসৃভির্জ্জগতীতি চতসৃভিঃ।
শন্নোদেবীতি চ তথা শন্ন আপস্তথৈব চ ॥৮।
ইদমাপঃ প্রবহতে দৃতঞ্চ সমুদীরয়েৎ।
এবং সম্মার্জ্জনং কৃত্বা ছন্দ আর্ষঞ্চ দেবতাঃ ॥৯।
অঘমর্ষণসূক্তঞ্চ প্রপঠেৎ প্রযতঃ সদা।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ চ তস্যৈব ঋষিশ্চৈবাঘমর্ষণঃ ॥১০।
দেবতাভাববৃত্তশ্চ পাপক্ষয়ে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১।
ততোঽম্ভসি নিমগ্নঃ স্যাৎত্রিঃ পঠেদঘমর্ষণম্।
প্রপদ্যাম্মূর্দ্ধনি তথা মহাব্যাহৃতিভির্জ্জলম্ ॥১২।
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥১৩।

অনেন বিধিনা স্নাত্বা স্নাতবান্ ধৌতবাসসা।
পরিবর্জ্জিতবাসাস্তু তীর্থনামানি সংজপেৎ ॥১৪।
উদকস্যাপ্রদানাত্তু স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ।
অনেন বিধিনা স্নাত স্তীর্থস্য ফলমশ্নুতে ॥১৫।

শূদ্র এবং বিবিধ বর্ণসঙ্করদিগের পক্ষে বৈধ স্নানও দূষণীয় নহে। তবে আচার সম্পন্ন অনেক শূদ্র সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নানও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্নানীয় বৈদিক মন্ত্র সকলের পরিবর্ত্তে পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক স্নানীয় মন্ত্র সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকেন। ঐ সকল মন্ত্র পাঠে স্নান করাতেও তাঁহাদের একপ্রকার বৈধ স্নান করা হয়। বৈধ স্নান করিলে বিশেষ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। অবিধিপূর্ব্বক কেবলমাত্র স্নানেও কিয়ৎ পরিমাণে পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। গৃহস্নানে যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, নদী হইতে আহৃত জলে নদীতীরে স্নান করিলে তাহাপেক্ষা দশ গুণ অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার তীরস্নানাপেক্ষা নদী মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিলে, তীরস্নানে যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে তদপেক্ষা দশ গুণ অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নান করিলে, তজ্জনিত পুণ্যপুঞ্জের সংখ্যা করা যায় না। তদ্বিষয়ক অত্রির মত সন্নিবেশিত হইতেছে,—

"গৃহাদ্দশগুণং কূপং কূপাদ্দশগুণং তটম্।
তটাদ্দশগুণং নদ্যাং গঙ্গাসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥"

অত্রি সংহিতায় বলা হইয়াছে যে গঙ্গাস্নান জনিত পুণ্যের সংখ্যা করা যায় না। কেবল অত্রি সংহিতা মধ্যেই গঙ্গা মাহাত্ম্য রহিয়াছে

এরূপ বোধ করা না হয়। পদ্মপুরাণেও পতিতপাবনী গঙ্গার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। প্রসিদ্ধ কাশীখণ্ডে গঙ্গাকে বিষ্ণুপদী বলা হইয়াছে। গঙ্গাত সামান্য বারি নহেন। তিনি যে ব্রহ্মবারি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাঁহাকেই যে রাধাকৃষ্ণদ্রবোদ্ভবা বলা হইয়াছে। সেইজন্য মানসতন্ত্রানুসারে তিনিই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একপ্রকার বিকাশ। এই ভারতবর্ষে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রতিপাদক বহু গ্রন্থই বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহাপুরাণেও শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর মহিমা নিহিত রহিয়াছে। ভক্ত দরাফর্খা মুশলমান বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও শুদ্ধ গঙ্গাভক্তি প্রভাবে সেই গঙ্গামহিমা অবগত হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় উচ্ছ্বসিত শুদ্ধ ভক্তিবলে গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার যে সুললিত স্তুতি দ্বারা গঙ্গাদেবী স্তুত হইয়াছিলেন, সেই স্তুতি দ্বারা অদ্যাপি গঙ্গাদেবী স্তুত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণানুসারে সেই গঙ্গাদেবীই চন্দ্রাবলী। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি মতে সেই গঙ্গাদেবী এবং গৌরী সেই দাক্ষায়ণী দুর্গারই দুই অবতার। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে গঙ্গাই সর্ব্বতীর্থময়ী। সেইজন্য গঙ্গাস্নান করিলেই সর্ব্বতীর্থে স্নান করার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্য ধর্ম্মিষ্ঠ গৃহস্থ দ্বিজগণের পক্ষে গঙ্গাস্নানই সুপ্রশস্ত। তাঁহাদের গঙ্গাস্নানের সুবিধা হইলে, অন্য কোন নদীতে স্নান করা উচিৎ নহে। গঙ্গাস্নানের অসুবিধা হইলে, তাঁহারা অন্য কোন স্রোতো জলেও স্নান করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে সরোবরের জল কিম্বা বাপী কূপ প্রভৃতির জল উত্তম স্নানীয় নহে। গঙ্গাজল কিম্বা স্রোতো জলের অভাবে ব্রাহ্মণ ঐ সকল জলাশ্রয়েও স্নান করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গঙ্গাস্নানের অসুবিধা হইলে, তাঁহারাও অন্য কোন স্রোতস্বতী জলে স্নান করিতে পারেন। তাঁহারাও অন্য কোন

স্রোতস্বতী প্রাপ্ত না হইলে, প্রতিষ্ঠিত বাপী কূপ প্রভৃতির জলে স্নান করিতে পারেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহারা বাপী কিম্বা কূপে যাইতে অক্ষম হইলে কোন পবিত্র জলাশয় হইতে উদ্ধৃত পবিত্র ভাণ্ড বা কলসীর জলেও স্নান করিতে পারেন। অত্রির মতে ব্রাহ্মণের সাধারণতঃ কোন স্রোতস্বতীর স্রোতে স্নান করাই উচিৎ। তাঁহার মতে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়ের সরোবরে স্নান করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে সাধারণতঃ বৈশ্যের বাপী কূপ প্রভৃতিতে স্নান করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে সাধারণতঃ শূদ্র ভাণ্ডজলে স্নাত হইলেও, তাঁহার প্রত্যবায় হয় না। যেহেতু তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

"স্রবদ্ যদ্ ব্রাহ্মণং তোয়ং সরস্যং ক্ষত্রিয়ং তথা।
বাপীকূপে তু বৈশ্যস্য শৌদ্রং ভাণ্ডোদকং তথা॥"

গঙ্গাস্নানই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট তাহা বিধিসম্মত হইলে, অধিক মাহাত্ম্যজনক হইয়া থাকে। গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে মল মূত্র পরিত্যাগান্তে বৈধ শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক দন্তধাবন ক্রিয়া সমাপন করিতে হয়। তৎপরে কোন বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জাহ্নবীনীরে বা অন্য কোন পবিত্র জলাশয়ে বিধিবিহিত ক্রিয়াস্নান সমাপন করিতে হয়। তদন্তে আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধিবোধিত আচমনক্রিয়া সমাপনান্তে প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে স্মৃতিসম্মত দৈনিক কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পর্য্যায়ক্রমে দৈনিক করণীয় পঞ্চসূনা নিবর্ত্তক পঞ্চযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথম ভাগ।

চতুর্থ অধ্যায়।

গৃহস্থের করণীয় শৌচাচার প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতে হইলে, নানা প্রকার কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে হয়। উপযুক্ত গৃহস্থের নানা প্রকার যোগেও অধিকার হইতে পারে। তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। গার্হস্থ্যাশ্রমীগণের পক্ষে ক্রিয়াযোগই প্রধানাবলম্বন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বভাবতঃ মনুষ্যের কর্ম্মেতেই প্রবৃত্তি। যতকাল পর্য্যন্ত সগুণ সক্রিয় হইয়া রহিতে হয়, ততকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইলে, গুণকর্ম্মের সহিত কোন সংস্রবই থাকে না। যিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তাঁহার পঞ্চকোষের সহিতও কোন সংস্রব নাই। তিনি কায়স্থ হইয়াও অকায়স্থ। তিনি চতুরাশ্রমের অতীত। তাঁহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিতও কোন সংস্রব নাই। তিনি অব্রহ্মচারী, অগৃহস্থ, অবানপ্রস্থ এবং অসন্ন্যাসী। তদবস্থায় তাঁহাকে স্বধর্ম্মীও বলা যায় না, বিধর্ম্মীও বলা যায় না। সর্ব্বাশ্রমের পরবর্ত্তী না হইতে পারিলে সম্যক্ প্রকারে কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয় না। ব্রহ্মচারীকেও কর্ম্ম করিতে হয়, গৃহস্থকেও কর্ম্ম করিতে হয়, বানপ্রস্থকেও কর্ম্ম করিতে হয় এবং সন্ন্যাসীকেও কর্ম্ম করিতে হয়। ব্রাহ্মণকেও কর্ম্ম করিতে হয়, ক্ষত্রিয়কেও কর্ম্ম করিতে হয়, বৈশ্যকেও কর্ম্ম করিতে হয়, শূদ্রকেও কর্ম্ম করিতে হয়, প্রত্যেক বর্ণসঙ্করকেও কর্ম্ম করিতে হয় এবং ম্লেচ্ছাদিকেও কর্ম্ম করিতে হয়। তবে মনুষ্যের ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মও এক প্রকার নহে,

তাহাও বহুপ্রকার। এরূপ কর্ম্মও আছে, যাহার অনুষ্ঠান করিলে, তপস্যা করা হয়। তপস্যায় গৃহস্থেরও অধিকার আছে। যিনি ব্রাহ্মণ গৃহস্থ অত্রিসংহিতানুসারে তাঁহার পক্ষে ত্রিবিধ তপস্যাই নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যজন করিলেও তাঁহার তপস্যা করা হয়, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ দান করিলেও তাঁহার তপস্যা করা হয়। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিলেও তাঁহার তপস্যা করা হয়। যজন, দান এবং অধ্যয়নে পরস্পর পার্থক্য আছে। সেই জন্য ঐ তিনই এক প্রকার তপস্যা নহে। অত্রির মতানুসারে ঐ তিনকে তিন প্রকার তপস্যা বলা যাইতে পারে। ঐ তিন প্রকার তপস্যার প্রত্যেকটীই কর্ম্ম। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবিধ তপস্যানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্ত হন্। ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মই অতি সহজ। এই কলিযুগেও ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে এবং অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাসহকারে উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান অদ্যাপিও করিয়া থাকেন। অত্রিসংহিতায় বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম করিলে, তাঁহার ত্রিবিধ তপস্যা করা হয়। অদ্যাপিও যে সকল নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অবশ্যই অত্রিসংহিতানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেককেই তপস্বী বলা যাইতে পারে।

অত্রি বলিয়াছেন,—

> "কর্ম্ম বিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
>
> প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥"

অত্রির মতানুসারে যজনশীল বিপ্রও তপস্বী, দানশীল বিপ্রও তপস্বী, অধ্যয়নশীল বিপ্রও তপস্বী। অতএব অত্রির মতানুসারে কলিযুগে তপস্যা নিষিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কলিযুগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার

তপস্যাই নিষিদ্ধ হইলে, মহাত্মা অত্রি কখনই বিপ্রকে যজনরূপ তপঃ, দানরূপ তপঃ এবং অধ্যয়নরূপ তপঃ করিবার ব্যবস্থা দিতেন না। তাহা হইলে তিনি ঐ ত্রিবিধ তপ কেবল মাত্র সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেন। ঐ ত্রিবিধ তপের অন্তর্গত অধ্যয়ন। চতুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিতে হয়। স্মার্ত্তমতানুসারে কোন ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ হইলে, উপনয়নান্তে তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। উপনয়নের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হইলে তবে বেদাধ্যয়নে অধিকার হয়। উপনয়নের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না। সমাবর্ত্তন স্নান দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তি হইলেও, সমাবর্ত্তন স্নান দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রমী হইলেও বেদে অধিকার থাকে। সে অবস্থায়ও প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তির সঙ্গে বেদাধ্যয়নের পরিসমাপ্তি হয় না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদই প্রধান স্বাধ্যায়। অনেক শাস্ত্রেই অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্যক্তিবৃন্দকে শূদ্রের ন্যায় পরিগণিত করা হইয়াছে।

আদিতে এই জগতে বেদ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল না। সত্য এবং ত্রেতা যুগে এই জগতে কেবলমাত্র এক বেদই বিদ্যমান ছিল। ঐ দুই যুগে চতুর্ব্বেদ বিদ্যমান ছিল না। পুণ্যাহ দ্বাপর যুগেই এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ঐ প্রকারে বেদ বিভাগ কার্য্য সত্যবতীসুত ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই এক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইলে, প্রত্যেক ভাগের নামেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই চারিভাগের মধ্যে প্রথম ভাগের নাম ঋগ্‌বেদ, দ্বিতীয় ভাগের নাম সামবেদ, তৃতীয় ভাগের নাম যজুর্ব্বেদ এবং চতুর্থ ভাগের নাম অথর্ব্ববেদ হইয়াছিল। কোন মতে একসঙ্গে

এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই। সে মতে প্রথমতঃ এক বেদকে ত্রিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তদন্তে বহুকাল পরে সেই একই বেদের ত্রিভাগ হইতে অথর্ব্ববেদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সেই জন্য প্রসিদ্ধ স্বায়ম্ভুবমনু প্রণীত মনুসংহিতা মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। তন্মধ্যে চতুর্ব্বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। তন্মধ্যে কেবল ত্রিবেদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি মধ্যেও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল অপেক্ষা বৈদিক প্রমাণই অধিক গ্রাহ্য। সেই জন্যই ব্যাসসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥"

পুরাকালে কোন ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রকার সন্দেহ হইলে, কোন বেদবিদ্ অধ্যাত্মজ্ঞানীই তাহা ভঞ্জন করিতেন। অথবা ত্রৈবিদ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক সেই সন্দেহ নিরাকৃত হইত। পুরাকালে ত্রৈবিদ্যমণ্ডলীকেই পরিষদ্ অথবা সভা বলা হইত। পুরাকালে ঐ প্রকার সভার সভ্য যাঁহারা হইতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বেদজ্ঞান থাকিত, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিত। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পুরাকালে বেদবিদ্ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন সুব্রাহ্মণকেই উক্ত সভার চারিজন সভ্যরূপে নিয়োজিত করা হইত। তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়িণী যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেন, সেই সমস্তই গ্রাহ্য করা হইত, সেই সমস্তই সাধারণ জনসমূহের ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ক কারণ হইত। সেই সমস্ত ব্যবস্থাবলম্বনেই সাধারণ জন সমূহ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানী হইতেন, তাঁহাদের প্রত্যেক কথাই ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইত। তদ্বিষয়ে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার মত,—

"চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষৎ ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রূতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ॥"

পুরাকালে অবেদজ্ঞ কথিত ধর্ম্মসম্বন্ধিনী কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইত না। কিন্তু ইদানীং এই বঙ্গদেশে যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থাপক নামে পরিগণিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবেদজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমস্ত স্মৃতিসংহিতাও পাঠ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সমস্ত স্মৃতিকর্ত্তাদিগের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনন্দন মহোদয়ের সমস্ত স্মৃতি সংগ্রহও পাঠ করেন নাই। শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থাপক হইতে হইলে, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নিয়মপূর্ব্বক সর্ব্ব বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বেদজ্ঞান রহিত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ কার্য্যকরী নহে। ব্যবস্থাপকদিগের পক্ষে সমস্ত বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। উভয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, সুব্যবস্থা দিবার পক্ষে সুবিধা হয় না। মহর্ষি অত্রি শ্রুতি এবং স্মৃতিকে ব্রাহ্মণের নয়নদ্বয়রূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ই প্রয়োজনীয়। যেমন মনুষ্যের উভয় নয়নের মধ্যে একটী নয়ন না থাকিলে, তাঁহাকে কাণা বলা হইয়া থাকে তদ্রূপ ব্রাহ্মণের শ্রুতি কিম্বা স্মৃতিরূপ নয়ন না থাকিলে, তাঁহাকেও একপ্রকার কাণা বলা হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি উভয় চক্ষু বিহীন হইলে

তাঁহাকে যেমন অন্ধ বলা হয়, তদ্রূপ কোন ব্রাহ্মণের শ্রৌত স্মার্ত্ত উভয়বিধ জ্ঞান না থাকিলে, তাঁহাকে অন্ধ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। ঐ বিষয়ে অত্রির এইরূপ অভিমত,—

"শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
কাণঃ স্যাদেকহীনোঽপি দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপে অদ্যাপি স্মৃতির আলোচনা বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্যাপিও নবদ্বীপে স্মৃতি সম্বন্ধে মহা মহা অধ্যাপকগণ আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্বারস্বত পীঠেও বেদবিদ্যার আলোচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা জানি অদ্যাপিও এই স্বারস্বত পীঠে অনেক সুপণ্ডিত আছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে অবলীলাক্রমে এস্থানে একটি বৈদিকী চতুষ্পাঠি স্থাপনা করিয়া স্বদেশীয় জনগণের বিশেষ মঙ্গলসাধন করিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহারা দেশীয়দিগের নিকটে তাঁহারা চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারেন। ঐ প্রকার মঙ্গলময়ী চেষ্টায় এই মহাপীঠের প্রত্যেক ধনীর সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ঐ প্রকার হিতজনক কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে, অর্থ ব্যয় করিলেও, স্বদেশী বিদ্বন্মণ্ডলীর বিশেষ উপকার করা হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদের পুণ্যও সঞ্চিত হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদের স্বদেশবাৎসল্যও প্রকাশ পাইবে। তজ্জন্য তাঁহাদের মহতী কীর্ত্তিও স্থাপিত হইবে। স্বদেশে বিদেশে তাঁহাদের সুযশ ঘোষিত হইবে। ভবিষ্য বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সুদুর্লভ বেদবিদ্যালাভেরও সহজ উপায় হইবে। তজ্জন্য ভবিষ্যৎ কালে বঙ্গে অনেক বৈদিক পণ্ডিতেরও সমাবেশ হইতে পারিবে, আর্য্যদিগের আদিশাস্ত্রে সেই পরম পবিত্র বেদেরও বহুল পরিমাণে

চর্চ্চা হইতে পারিবে; বৈদিকী ক্রিয়াকলাপের বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠান হইতে পারিবে। বেদ ধর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণ বেদসম্মত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যের পাবন জলে অবগাহন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের সর্ব্বযজ্ঞই বেদানুসারে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

গৃহস্থ ও গার্হস্থ্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকেই অনেক গৃহোপকরণ রাখিতে হয়। সেই সমস্ত ব্যতীত গৃহকার্য্যসকলের শৃঙ্খলা হয় না। সেইজন্য গৃহস্থকে সে সকল ব্যবহার করিতেই হয়। গৃহস্থের নানা প্রকার গৃহোপকরণসকলের মধ্যে কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী বা অগ্নিকা, জলকুম্ভ এবং নানা প্রকার উপস্করই প্রধান। গৃহস্থের ঐ পঞ্চপ্রকার গৃহোপকরণ দ্বারাই অনেক সময়ে অনেক জীবহত্যা হয়। ঐ পঞ্চোপকরণের ব্যবহার সময়ে অনেক সময়ে গৃহস্থের অগোচরেও কত ক্ষুদ্র প্রাণী সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকলের ব্যবহার সময়ে বাধ্য হইয়া গৃহস্থকে জানিয়াও কতশত ক্ষুদ্র প্রাণী বধের কারণ হইতে হয়। তজ্জন্য গৃহস্থদিগের পাতকও সঞ্চিত হইয়া থাকে। পাতক সঞ্চিত হইলে, তত্তিরোধান জন্য বৈধ প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। গৃহস্থের ঐ পঞ্চসূনা জনিত পাতক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক শাস্ত্রে অনেক প্রকার বিধিব্যবস্থাই নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে উক্ত পাপ নাশ জন্য দ্বিজগণের পক্ষে ধর্ম্ম শাস্ত্রে পঞ্চযজ্ঞই বিহিত হইয়াছে। সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের কথিত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজগণের প্রতিদিনই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। বিধিবোধিত পঞ্চযজ্ঞের পর্য্যায়ক্রমে নাম নির্ণয় করা

যাইতেছে—ব্রহ্মযজ্ঞ বা স্বাধ্যায়যজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। ঐ পঞ্চযজ্ঞই যে পঞ্চসূনাজনিত পাপ নিবর্ত্তক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, গৃহস্থের তপস্যায় অধিকার নাই। তাঁহাদের মতে বানপ্রস্থেরই কেবল তপস্যায় অধিকার আছে। কিন্তু মহাত্মা শঙ্খের মতে গৃহস্থের যেমন যাগযজ্ঞে অধিকার আছে, গৃহস্থের যেমন দানধর্ম্ম প্রভৃতিতে অধিকার আছে, তদ্রূপ তাঁহার তপস্যায়ও অধিকার আছে। মহাত্মা শঙ্খ গৃহস্থের শ্রেষ্ঠতা বর্ণনোপলক্ষে গৃহস্থেরও যে তপস্যায় অধিকার আছে, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন।

> "বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ।
> গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি ॥৫।
> গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থ স্তপ্যতে তপঃ।
> দাতাচৈব গৃহস্থঃ স্যাত্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥৬।"

গৃহাশ্রমী দ্বিজগণের সর্ব্বযজ্ঞেই অধিকার আছে। গৃহাশ্রমী দ্বিজ-গণকে প্রত্যহ যে সকল যজ্ঞ করিতে হয়, সে সমস্তের মধ্যে প্রত্যেকটীই নিত্যযজ্ঞ নামে অভিহিত হইতে পারে। নানা স্মৃতিতে পঞ্চপ্রকার নিত্যযজ্ঞ সম্বন্ধেই বর্ণনা আছে। সেই পঞ্চপ্রকার নিত্যযজ্ঞ মধ্যে, এক প্রকারের নাম দেবযজ্ঞ। অনেকের মতে প্রথমতঃ দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠানই করিতে হয়। সেইজন্য দেবযজ্ঞকেই প্রথম শ্রেণীর যজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে ভূতযজ্ঞই দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁহাদের মতে পিতৃযজ্ঞই তৃতীয় শ্রেণীর। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মযজ্ঞই চতুর্থ শ্রেণীর।

উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের সময় হইতেই ব্রহ্মযজ্ঞের প্রারম্ভ। ব্রহ্ম-যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই গৃহস্থকে নৃযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহস্থকৃত পঞ্চযজ্ঞের বিশেষ মাহাত্ম্য। কথিত পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা জীবহত্যা-জনিত পাপের শান্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য উক্ত পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনেক স্মৃতিকর্ত্তার মতেই ঐ পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত। কোন প্রকার অনুষ্ঠানের নামই ক্রিয়া। প্রত্যেক যজ্ঞও অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেইজন্যই প্রত্যেক যজ্ঞের সহিতই ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ। ক্রিয়াবিহীন যজ্ঞই হইতে পারে না। যজ্ঞের সহিত যে সমস্ত ক্রিয়ার সম্বন্ধ, সেই সমস্ত ক্রিয়ার প্রত্যেকটীকেই সৎক্রিয়া বা সৎকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কোন প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই অমঙ্গল হয় না। প্রত্যেক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই মঙ্গলের কারণ। প্রত্যেক সৎকর্ম্ম দ্বারাই পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অসৎকর্ম্ম দ্বারাই অধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া, পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেইজন্য তদ্দ্বারা অমঙ্গলও হইয়া থাকে। অতএব যে কর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্মের সঞ্চয় হয়, অতএব যে কর্ম্ম দ্বারা পাপের সঞ্চয় হয়, তাহা কোন ক্রমেই করিতে নাই। কেহ ঐ প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, নিজ সাধ্যানুসারে সে কর্ম্ম হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। যে সকল কর্ম্ম দ্বারা ইহপরকালের মঙ্গল হইয়া থাকে, যে সমস্ত কর্ম্ম ধর্ম্মজনক, যে সমস্ত কর্ম্ম পুণ্যজনক, সে সমস্ত নিজেও করিতে হয় এবং অন্যান্য লোকসকল যাহাতে, সেই সকল কর্ম্ম করেন, তদ্বিষয়েও চেষ্টা করিতে হয়। কোন দ্বিজ নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান হইতে বিরত রহিলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সেই সকলের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং আপনিও প্রতিদিন ঐ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহস্থের এরূপ অনেক গৃহোপকরণ আছে, যে সকল ব্যবহার

করিবার সময় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ কতপ্রকার জীবহিংসাই করিতে হয়। গৃহস্থের অন্দিকা বা চুল্লী প্রভৃতি পঞ্চগৃহোপকরণ দ্বারাই প্রত্যেক গৃহস্থকেই প্রায় জীবহত্যা করিতে হয়। পঞ্চপ্রকার নিত্যযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থ অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অঙ্গহীন এবং অধিকাঙ্গ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকালে ভোজন করাইতে নাই। তদ্বিষয়ে অত্রিসংহিতায় ৩৪০ শ্লোকে নিষেধ আছে। কিন্তু ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি-পাবন না হইলেও তাঁহার বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, অত্রিসংহিতার ৩৪২ শ্লোকানুসারে তাঁহাকেও পঙ্‌ক্তি-পাবন বলিয়া পরিগণিত করা হয়। সেইজন্য মহর্ষি অত্রি কর্ত্তৃক বলা হইয়াছে,—

"অথ চেন্মন্ত্রবিদ্ যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্‌ক্তিদূষণৈঃ।
অদূষ্যং তং যমঃ প্রাহু পঙ্‌ক্তিপাবন এব সঃ॥"

এইজন্যই পবিত্র বেদজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান কালেই নিয়মানুসারে চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন সমাপন করিতে হয়। ঐ কালেই সম্যক প্রকারে বেদাভ্যাস করিতে হয়। ঐ কালেই গুরুকৃপা বলে বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল বুঝিতে হয়। ঐ কালেই

বৈদিক উপাকর্ম্মে ব্রতী হইতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার ত্রিংশাধ্যায়ে উপাকর্ম্মের বিষয় উল্লেখ আছে। তাহাতে উপাকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রাবণী পূর্ণিমা অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমাই উত্তম তিথি। উপাকর্ম্মের তিথি হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার অধ্যয়ন করিতে নাই। উক্ত অনধ্যায়ের তিন দিন পরে চতুর্থ দিবসে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হয়। এরূপ অনেক তিথি আছে, যে সকলে বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। এরূপ অনেক ঘটনা আছে, যে সকল ঘটনা ঘটিলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে নিষিদ্ধ তিথি সকল, বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে নিষিদ্ধ ঘটনা সকল পরিহার পূর্ব্বক গুরু কিম্বা বেদাচার্য্যের অনুমতি ক্রমে, বৈধস্নান পূর্ব্বক চারিমাস পঞ্চদশদিবসের জন্য সুচারুরূপে বেদাধ্যয়ন পরিসমাপ্তি কামনায় সুসমাহিত চিত্তে বিহিত সঙ্কল্প করিতে হইবে। ঐ প্রকার সঙ্কল্পকার্য্য গুরু কিম্বা বেদাচার্য্যের সাহায্যে করিতে হয়। সঙ্কল্পিত বেদাধ্যয়ন বিষয়ে চারিমাস পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্তই বিহিত কাল। তদ্বিষয়ে বিষ্ণু কহিয়াছেন,—

"শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা ছন্দাংস্যুপাকৃত্যার্দ্ধ-
পঞ্চমান্ মাসানধীয়ীত ।১।"

বেদাধ্যয়ন জন্য যে সমস্ত কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত কালেই বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন বিষয়ে নিষিদ্ধ কালে বেদাধ্যয়ন করিলে, তজ্জন্য বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে বেদাধ্যয়নারম্ভ বিষয়ে যে সমস্ত পুণ্যাহ কাল নির্ণীত আছে, সেই সমস্তের উল্লেখ করা যাইতেছে,—

"অধ্যায়ানামুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।
হস্তেনৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু ॥"

ভগবান্ বিষ্ণুর মতানুসারে বেদাধ্যয়নারম্ভ সম্বন্ধে শ্রাবণী পূর্ণিমা অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমাই উত্তম তিথি। কিন্তু তাঁহার মতে বেদাধ্যয়নারম্ভ তিথিতে "ওষধি প্রাদুর্ভূত" হইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বেদাধ্যয়নারম্ভ তিথিতে 'ওষধি প্রাদুর্ভূত' হইলে, সে তিথির অধিক মাহাত্ম্য হইয়া থাকে। তাঁহার মতে শ্রাবণী পূর্ণিমা, শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত কোন তিথি এবং যে পঞ্চমীর সঙ্গে হস্তা নক্ষত্রের সংস্রব থাকে, সেই পঞ্চমীই বেদাধ্যয়নারম্ভ সম্বন্ধে উপযুক্ত তিথি। তাঁহার মতে ঐ সকল তিথিতে 'ওষধি প্রাদুর্ভূত' না হইলে, ঐ সকল তিথির মধ্যে কোন তিথিই বেদাধ্যয়নারম্ভ সম্বন্ধে উপযোগী হয় না। তাঁহার মতে ভাদ্র মাসে শ্রবণা নক্ষত্র বিশিষ্ট তিথিতে অথবা সেই মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও যদ্যপি 'ওষধি প্রাদুর্ভূত' হয়, তাহা হইলে, ঐ উভয় তিথিই বেদাধ্যয়নারম্ভ বিষয়ে প্রশস্ত হইতে পারে। বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে যত নিয়ম পালনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, অন্য কোন শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্বন্ধেই তত নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না। বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী উপযোগী নহে। ঐ দুই তিথিতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিতে নাই। যে দিবস কোন ঋতুর শেষ হয়, সে দিবস অহোরাত্রে বেদাধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কোন প্রকার গ্রহণ কালেও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। ইন্দ্রধ্বজ পতিত হইলে, ইন্দ্রধ্বজ উত্থিত হইলেও অহোরাত্র জন্য বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শস্ত্রসম্পাত কালেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। বাদিত্র বাদিত হইলেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যেহেতু বেদাধ্যয়ন কালে তজ্জনিত ধ্বনি শ্রবণ করিতে নাই। গর্দ্দভ, শৃগাল এবং কুক্কুর ধ্বনি শ্রবণেও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। সেইজন্যই বেদজ্ঞ মহাত্মাগণ ঝটিকাকালে বেদাধ্যয়ন হইতে বিরত রহেন। অসময়ে বৃষ্টি হইলে, মেঘ

গর্জ্জন করিলে এবং তৎসঙ্গে বিদ্যুন্মালা সঞ্চালিত হইলে, পবিত্র বেদাধ্যয়ন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। ঐ সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে বেদব্রতী হইতে নাই। দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত এবং ভূকম্পাদির মধ্যে প্রত্যেকটীকেই দুর্নিমিত্ত কহা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত দুর্নিমিত্ত জন্যও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। যে গ্রামমধ্যে অধিক বিধর্ম্মীর বাস, যে গ্রামমধ্যে অধিক যবন এবং ম্লেচ্ছগণের বাস, সে গ্রামমধ্যেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যেহেতু ঐ সকল ব্যক্তি সমবেত হইয়া পবিত্র বৈদিক স্বাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইতে পারেন। তাহারা বেদাধ্যয়ন কালে বেদনিন্দাও করিতে পারেন। বেদাধ্যয়ন কালে বেদনিন্দা শ্রবণ করিলে, সম্যক বেদাধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহারা বেদবিশ্বাসী, তাঁহাদিগের পক্ষে বেদনিন্দা শ্রবণও মহাকষ্টজনক। যেহেতু তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদ কোন প্রাকৃত গ্রন্থ নহে। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদও যে ব্রহ্ম। তাঁহারা বেদকে 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়াই জানেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগের পক্ষে বেদনিন্দা মহাকষ্টজনক বলিয়াই বোধ হয়। নাস্তিক সমক্ষেও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। যে গ্রামে অধিক নাস্তিকের বাস, সে গ্রামে পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। কোন মৃতদেহ সন্নিধানেও বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না। বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে শ্মশানও নিষিদ্ধ স্থান। শ্মশান বেদাতীত শিবশঙ্করের পক্ষেই উত্তম স্থান। যিনি বিধিনিষেধের পরবর্ত্তী, শ্মশান তাঁহার পক্ষেই উত্তম স্থান। বৈরাগ্যের উদ্দীপনা সম্বন্ধে শ্মশানই অদ্বিতীয় স্থান। শ্মশানে সৌন্দর্য্য পুড়িয়াও ছাই হয়, শ্মশানে যৌবন পুড়িয়াও ছাই হয়। তাই বলি শ্মশানই বৈরাগ্যোদ্দীপনার স্থান। শ্মশানে সুন্দরের যে পরিণাম, শ্মশানে কুৎসিতেরও সেই পরিণাম; শ্মশানে শিশুর যে পরিণাম, শ্মশানে বালকেরও সেই পরিণাম; শ্মশানে যুবার যে পরিণাম, শ্মশানে

প্রৌঢ়েরও সেই পরিণাম, শ্মশানে বৃদ্ধেরও সেই পরিণাম। তাই বলি শ্মশানই বৈরাগ্যোদ্দীপনার স্থান। শ্মশানে নর দেহের যে পরিণাম, নারী দেহেরও সেই পরিণাম। শ্মশানে সর্ব্ব জাতিরই এক পরিণাম। তাই বলি শ্মশানই বৈরাগ্যোদ্দীপনার স্থান। যাঁহারা বিধিমার্গানুসারী তাঁহারা শ্মশান স্পর্শ করিয়াও স্নান করিয়া থাকেন। যে শ্রেণীর লোক-দিগের পক্ষে যাহা ব্যবস্থেয়, প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা মহাত্মাগণ তাঁহাদিগের পক্ষে তাহাই আচরণীয় বলিয়া গিয়াছেন। যে সকল গৃহস্থের বেদাচার, তাঁহাদের শ্মশান সংস্পর্শে কোন প্রকার বৈদকি কর্ম্ম করিতে নাই। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণের মতে তাঁহাদের এবং বেদাচারী অন্যান্য আশ্রমীগণের শ্মশানে বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। তাঁহাদিগের মতে গ্রামমধ্যে শব থাকিতেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। চতুষ্পথে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। রথ্যাতে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। জল মধ্যে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। বিষ্ণুর মতে দেবায়তনে পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। পীঠোপরি পদবিন্যাসপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। হস্তীপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে অথবা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। নৌযানও বেদাধ্যয়ন করিবার স্থান নহে। রথাদি আরোহণ পূর্ব্বকও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। গোযানোপরি বেদাধ্যয়ন বিশেষ নিষিদ্ধ। শূদ্র পতিতগণ সমীপেও বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর মতে অপতিতদিগের নিকট বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ নহে।

যে সকল গৃহস্থের শাস্ত্রানুসারে বেদে এবং স্মৃতিতে অধিকার হইয়াছে, তাঁহাদিগের বেদ এবং স্মৃতিসম্মত গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় যাগ সকলেও অধিকার হইয়াছে। পুরাকালে গৃহস্থ দ্বিজগণ অনেক প্রকার যাগানুষ্ঠানই করিতেন। তাঁহারা অমাবস্যা তিথিতে দর্শনামকযাগ এবং পূর্ণিমাতিথিতে পৌর্ণমাসযাগ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতি বৎসরে সোম-

যাগ সম্পন্ন করিতেন। সোমযাগ সম্পন্ন করিতে হইলে, সোমরসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সোমরস প্রস্তুতপদ্ধতি ঋগ্বেদসংহিতাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদসংহিতার মতে দেবরাজ ইন্দ্রেরই সোমরসে অধিক প্রীতি। বৈদিক সময়ে দেবগণের প্রীতিসম্পাদনার্থ নানা প্রকার সোমরস প্রস্তুত করা হইত। তৎকালে এক প্রকার মত্ততা-জনক সোমরসও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদসংহিতাতে ঐ প্রকার সোমরসের উল্লেখ আছে। অনেক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকের মতে সেই মত্ততাজনক সোমরসই তান্ত্রিকী সুধা, অমৃত, অলি, তীর্থ, কারণ বা আনন্দ। তাঁহাদের মতে ভগবান্ রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অযোধ্যার অশোক-কাননে সীতা লক্ষ্মীকে যে মৈরেয় মধু পান করাইয়াছিলেন, তাহাও মত্ততাজনক সোমরস। যে সময়ে ভারতবর্ষে স্মৃতিমতের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, সে সময়ে অনেক গার্হস্থ্যাশ্রমী সোমযাগের অনুষ্ঠান করিতেন। বিষ্ণুর মতে,—

> "ত্রৈবার্ষিকাভ্যধিকান্নঃ ॥৮ ॥
>
> প্রত্যব্দং সোমেন ॥৯ ॥
>
> বিত্তাভাবে ইষ্ট্যা বৈশ্বানর্য্যা ॥১০ ॥

বিষ্ণুর মতানুসারে দ্বিজগৃহস্থের ত্রিবর্ষাধিকোপযোগী অন্ন সঞ্চিত থাকিলেই তাঁহার প্রত্যেক বৎসরেই সোমযাগ নির্ব্বাহে অধিকার হইয়া থাকে। যেহেতু সোমযাগে অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। বৈশ্বানর যাগানুষ্ঠানে ব্যয় অতি অল্পই। যাঁহার বিত্তাভাব তাঁহার বৈশ্বানর যাগানুষ্ঠানেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। অনেক স্মৃতিকর্ত্তার মতে গৃহস্থ দ্বিজগণের পশুযাগ সম্পন্ন করাও ব্যবস্থেয়। পশুযাগের অনুষ্ঠান প্রতি অয়ন জন্যই বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে সম্বৎসরের অন্তর্গত দুইটী

অয়ন নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই দুইটী অয়নের মধ্যে একটীর নাম দক্ষিণায়ন এবং অপরটীর নাম উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণই পশু সম্বন্ধীয় যাগানুষ্ঠানের উপযুক্ত সময়। উভয় অয়নেই কতবার পশুযাগ করিতে হইবে, পশুযাগ জন্য কোন্ কোন্ তিথি প্রশস্ত, তদ্বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতাতে উল্লেখ নাই। বিষ্ণু কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন,—

"প্রাত্যয়নং পশুনা (যজেত) ॥৭ ॥"

অর্থাৎ "প্রত্যেক অয়নে কোন প্রকার যাগোপযুক্ত বৈধ পশুদ্বারা যাগ করিতে হইবে।" শাস্ত্রানুসারে পশুযাগ জন্য যে পশু প্রশস্ত নহে তদ্দ্বারা যে যাগ সম্পন্ন করিতে নাই। তাহা করিলে পাপাধিকারী হইতে হয়। শাস্ত্রানুসারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিষ্ণুর মতে গৃহস্থ দ্বিজগণের পক্ষে অপর একপ্রকার যাগও নির্দ্দিষ্ট আছে। সে যাগকে অগ্রহায়ণ যাগ বলা হইয়া থাকে। সেই যাগানুষ্ঠানের জন্য শরৎ ঋতু, গ্রীষ্ম ঋতু, ধান্য পরিপক্ক হইবার কাল একং ব্রীহি পরিপক্ক হইবার কালই উপযুক্ত সময়। দ্বিজগণ কোন প্রকার যাগানুষ্ঠান জন্য কোন শূদ্রের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। যেহেতু ভগবান বিষ্ণুর মতানুসারে যাগকর্ম্মে শূদ্রান্ন বৈধ নহে। সেই জন্যই ভগবান বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

"শূদ্রান্নং যাগে পরিহরেৎ ॥১১ ॥"

অতি সংক্ষেপে স্মার্ত্তমতানুসারে যাগবিবরণ কথিত হইল। স্মৃতি সকলে বহু প্রকার যাগেরও উল্লেখ নাই। চতুর্ব্বেদেই বহু যাগের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক বেদমতেই নানা প্রকার যাগানুষ্ঠান পদ্ধতি আছে। ইদানীং প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই সে সমস্ত পদ্ধতি অপ্রচলিত রহিয়াছে। অতএব এই প্রবন্ধে সেই সমস্তের উল্লেখেই প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ অনেক সময়ে গৃহস্থকে নানাপ্রকার কষ্ট পাইতে হয়। যেমন কাম, ক্রোধ প্রভৃতির গৃহস্থগণের উপর বিশেষ আধিপত্য আছে, তদ্রূপ গ্রহগণেরও সাধারণ গৃহস্থগণের উপর আধিপত্য আছে। সময়ে সময়ে গ্রহগণ পূজিত হইলে তাঁহারা তুষ্টই রহেন। যে গৃহস্থের প্রতি যখন যে গ্রহ রুষ্ট হন, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সেই গৃহস্থের তখন সেই গ্রহকে প্রসন্ন করিবার জন্য সেই গ্রহ সম্বন্ধীয় যাগারব্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে নবগ্রহই প্রধান। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুই নবগ্রহ। যে গ্রহকে রবি বলা হইয়া থাকে, তাঁহার শাস্ত্রীয় বহু নাম আছে। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকেই গ্রহরাজ বলা হইয়া থাকে। তিনিই সূর্য্য। স্মার্ত্তমতানুসারে প্রত্যেক দ্বিজেরই প্রত্যহ সূর্য্য পূজা করা উচিত। ঋগ্বেদীয় গায়ত্রীও সূর্য্যসম্বন্ধীয়। ঋগ্বেদসংহিতায় সূর্য্যকে সবিতা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ।"

তবে ইদানীং ঐ গায়ত্রী পাঠ করিবার পূর্ব্বে ওঁ বা ওং শব্দ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে ব্যাহৃতিত্রয় বা সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করা হইয়া থাকে। ইদানীং ঋগ্বেদ সংহিতোক্ত যে গায়ত্রী পাঠ করা হইয়া থাকে, তাহা ঋগ্বেদসংহিতোক্ত সৌরসূক্তের অন্তর্গত। সৌরসূক্তটী গায়ত্রীছন্দে রচিত। বর্ত্তমানকালে বঙ্গভাষাতে যেমন নানাপ্রকার ছন্দ প্রচলিত আছে, তদ্রূপ

বেদ মধ্যেও গায়ত্রী ছন্দ এবং অন্যান্য ছন্দের প্রয়োগ আছে। যেহেতু ঋগ্বেদও এক প্রকার কাব্য। তজ্জন্যই সেই বেদকাব্য নানাপ্রকার ছন্দ-সমন্বিত। ঋগ্বেদীয় সৌরসূক্তটী গায়ত্রীছন্দসমন্বিত। অধুনা উপাসনা-কালে সমগ্র সৌরসূক্ত পাঠ করা হয় না। কেবল মাত্র সেই সূক্তটীর কিয়দংশ—যে অংশটুকুকে বৈদিক গায়ত্রী বলা হইয়া থাকে, পাঠ করা হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় বৈদিকী ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা কালে সমগ্র সৌরসূক্তের আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য। তৎকালে সূর্য্য দেবের সমগ্র পূজা করাই উত্তম কল্প। সূর্য্যপূজাদ্বারা সর্ব্ববিঘ্নাপ-সারিত হইয়া থাকে। কাশীখণ্ড প্রভৃতির মতে সূর্য্যই সর্ব্বরোগশান্তির কারণ। সূর্য্যই সর্ব্ববিঘ্ন নাশ করিতে সক্ষম। এক সম্প্রদায়ী উপাসকবর্গের সূর্য্যই উপাস্য। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সূর্য্যকে 'সূর্য্যনারায়ণ' বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপাস্য যে 'সূর্য্যনারায়ণ', তিনি প্রত্যক্ষ। সেইজন্য তাঁহারা বলেন, তাঁহারা যাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন, তাহা আনুমানিক নহে। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা আনুমানিক দেবতার পূজা করেন না। তাঁহারা, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেবতা যে সূর্য্যনারায়ণ, তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারই ভজনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্গত সূর্য্য উপাসনাও বটে। প্রত্যহ ইষ্টদেবতার পূজা করিবার সময় সূর্য্যপূজাও করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হইলে পঞ্চদেবতারও পূজা করিতে হয়। সেই পঞ্চ দেবতার অন্তর্গতই সূর্য্য। এই ভারতবর্ষে প্রধান পঞ্চ প্রকার উপাসক। সেই পঞ্চপ্রকার উপাসকের মধ্যে যিনি সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহাকেই সৌর বলা হইয়া থাকে। সৌর সূর্য্যাবলম্বনেও ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারেন। যে হেতু সূর্য্যেও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ব্যাপ্ত। ঐ প্রাকৃত সূর্য্য হইতে অপ্রাকৃত ব্রহ্মসূর্য্যের

বিশেষ প্রভাব প্রকাশিত হইতেছে। ঐ সবিতৃমণ্ডলে বিষ্ণুনারায়ণ বিরাজিত রহিয়াছেন। অনেকের মতে সেই বিষ্ণুনারায়ণই ব্রহ্ম। সেই বিষ্ণুনারায়ণ চিদাকারসম্পন্ন। পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতে তিনিই সদাকার। সান্ত জীব, পরিমিত জীব, সেই অনন্তকে, সেই অপরিমিতকে ধারণা করিতে অক্ষম বলিয়া, তিনি তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাদের ধারণাযোগ্য হন। জীব শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহার উপাসনা করিলেই প্রকৃত সুখী হইতে পারে। তবে গৃহস্থাশ্রমীগণ সহজে দিব্যসুখের অধিকারী হইতে সক্ষম হন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সে সুখ লাভের অভিলাষ পর্য্যন্ত হয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সাংসারিক সুখে অভিলাষ হইয়া থাকে। দক্ষ প্রজাপতির মতে সুখ সম্ভোগ জন্যই গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সুখ সম্ভোগ সম্বন্ধে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকের মধ্যে অনেক সময়ে গৃহস্থের পত্নীই বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। গৃহস্থের পত্নী যদি তাঁহার বশবর্ত্তিনী না হয়, গৃহস্থের পত্নী যদি ব্যভিচারিণী হয়, অথবা তাঁহার পত্নী যদি নানা অসদ্‌গুণ সম্পন্না হয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের অতিশয় মনঃকষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হইয়া থাকে। দক্ষের মতে গৃহস্থের ভার্য্যাই তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে সুখ প্রাপ্তির প্রধান কারণ। তদ্বিষয়ে মহাপুরুষ প্রজাপতির এই প্রকার উপদেশ আছে,—

"গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।"

তাঁহার মতে যে পত্নী সুখের কারণ, সেই পত্নীই বিনীতা, চিত্তজ্ঞা এবং বশবর্ত্তিনী। গৃহস্থের যে পত্নী তাঁহার সহিত সবিনয় ব্যবহার করেন তিনিই গৃহস্থের মনোভাব সকল অবগত হইয়া সেই সকল ভাবের অনুকূল কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। তিনি

তাঁহার পতির অবশবর্ত্তিনী হইতে অভিলাষ করেন না। তিনি স্বীয় পতির অধীনতা স্বীকার করা গৌরবের কার্য্যই বিবেচনা করেন। ঐ প্রকার সুশীলা পত্নী সম্বন্ধে দক্ষসংহিতায় লিখিত আছে,—

"সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী।"

যে গৃহস্থ মনোজ্ঞা পত্নী লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অনেক সময়ে বিশেষ সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে। অপ্রতিবন্ধকপ্রাপ্ত স্রোতের ন্যায় তাঁহার কালাতিবাহিত হইয়া থাকে। তিনি অনেক সময়ে দূরস্থ স্বর্গকেও সন্নিহিত বিবেচনা করেন। যেহেতু তাঁহার সুশীলা প্রিয়ম্বদা পত্নী তাঁহার কোন প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হন না, বরঞ্চ তাঁহার পত্নী তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করিয়া থাকেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়া তাঁহার সেই পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলা যাইতে পারে। যে নারী পাতিব্রত ধর্ম্ম রক্ষা করতঃ আপনার পতির সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি আপনার পতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের সাহায্য করেন, তিনিই তাঁহার পতির 'সহধর্ম্মিণী'। তাঁহাতেই সমর্থা সতীর লক্ষণ সকল বিদ্যমান আছে।

অনেকেই বিবাহ সংস্কার দ্বারা একটি স্ত্রী লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল বিবাহিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কয়জন প্রকৃত পত্নী লাভ করিয়াছেন? প্রকৃত পত্নীলাভ অনেক গৃহস্থের ভাগ্যেই ঘটে না। ধর্ম্মানুসারে যিনি বিবাহপদ্ধতিক্রমে উত্তমা নারী লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃত পত্নী লাভ হইয়াছে।

"Of all the blessings on earth the best is a good wife.

A bad one is the bitterest curse of human life".

যিনি বিবাহসূত্রে দুঃশীলা নারী লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সুখের

গৃহস্থাশ্রমও ভীষণ নরকতুল্য বোধ হয়। তিনি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সেই পিশাচীর জন্য অনেক অসঙ্গত, অনেক অবৈধ কার্য্য করিতে হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ঐ প্রকার নারীকেই নরকের দ্বার বলা যাইতে পারে। ঐ প্রকার নারীই আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। যে গৃহস্থ বিবাহসূত্রে ঐ প্রকার ভুজঙ্গিনীস্বরূপা নারী গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে সততই শঙ্কিত থাকিতে হয়, তাঁহাকে নিয়ত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাঁহার যাবতীয় কর্ম্মে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। শান্তি তাঁহা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে। তাঁহার অশান্তিপরিবৃত প্রাণ নিরুদ্ধ হইলেই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলি, সহসা বিবাহ করা কোন ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য নহে। বিবাহ করিতে হইলে অনেক বিবেচনা করিয়া করিতে হয়। ধর্ম্মতঃ কোন কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার কি প্রকার স্বভাব চরিত্র, তাহার পিতা মাতা প্রভৃতির কিরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহা অবগত হইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ প্রকার বৃত্তান্ত সকল অবগত না হইয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে অনেক সময়ে বহু প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়। যে কার্য্য করিলে দীর্ঘকাল জন্য নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিবার সম্ভাবনা, অনেক বিবেচনা করিয়া সেই কার্য্য করিতে হয়। নতুবা পরিতাপের সময়ে সে বিষয় বিবেচিত হইলে কি ফল হইবে?

দ্বিতীয় ভাগ।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মচর্য্যসমাপ্তিসূচক অবভৃত স্নানান্তে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমী হইতে হইলে বিবাহ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। শাস্ত্রসম্মত বিবাহ অষ্ট প্রকার। সেই অষ্ট প্রকার বিবাহকে অষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবাহকে দৈব বিবাহ, তৃতীয় শ্রেণীর বিবাহকে আর্ষ বিবাহ, চতুর্থ শ্রেণীর বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ, পঞ্চম শ্রেণীর বিবাহকে আসুর বিবাহ, ষষ্ঠ শ্রেণীর বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ, সপ্তম শ্রেণীর বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ এবং অষ্টম শ্রেণীর বিবাহকেই পৈশাচ বিবাহ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহই বৈধ। তাহার পক্ষে অবশিষ্ট চারি প্রকার বিবাহই নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় গান্ধর্ব্ব বিধানে অথবা রাক্ষস বিধানে অবিবাহিতা অসগোত্রা ক্ষত্রিয়-কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তিনি ঐ বিধানদ্বয়ানুসারে অবিবাহিতা বৈশ্য কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারেন। তবে ঐ বিধানদ্বয়ানুসারে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়-কন্যা বিবাহ করাই প্রশস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্ম, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিধানানুসারে অবিবাহিতা ক্ষত্রিয়-কন্যার এবং বৈশ্য-কন্যার সহিতও পরিণয়সম্পর্কিত হইতে পারেন। শঙ্খ ঋষির মতানুসারে বৈশ্যের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ অবৈধ। সেই জন্য উক্ত মতানুসারে বৈশ্যকে অবিবাহিতা শূদ্র কন্যাও বিবাহ করিতে নাই। বৈশ্য ব্রাহ্ম বিবাহের,

আর্ষ বিবাহের, অথবা প্রাজাপত্য বিবাহ বিধানানুসারেই অসগোত্রা অসমপ্রবরোৎপন্না কোন স্বধর্ম্মরত বৈশ্যের অবিবাহিতা কন্যাকেই বিবাহ করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে বিবাহ করিতে হইলে, তিনি মহাবিপদে পতিত হইলেও অসবর্ণ বিবাহে রত হইবেন না। তিনি ব্রাহ্ম বিবাহের প্রণালীক্রমে অসগোত্রা কোন শূদ্র কুমারীকেই বিবাহ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও শঙ্খবিধানক্রমে শূদ্রের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ। শূদ্রের ব্রাহ্ম বিবাহে অসুবিধা হইলে, তিনি আর্ষ বিবাহ কিম্বা প্রাজাপত্য বিবাহও করিতে পারেন। তবে শূদ্র এবং বৈশ্যের দৈব বিবাহে অধিকার নাই। যেহেতু বিবিধ স্মার্ত্তমতানুসারে দৈব বিবাহ কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই উপযোগী। তবে সমস্ত ব্রাহ্মণও দৈব বিবাহে অধিকারী নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা পৌরোহিত্য-কর্ম্মরত তাঁহাদেরই দৈব বিবাহে অধিকার। কিন্তু যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র-দিগের পুরোহিত, তাঁহাদের দৈব বিবাহে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের পুরোহিতদিগেরই বিশুদ্ধ দৈব বিবাহে অধিকার আছে। ঐ প্রকার বিবাহ কোন প্রকার যজ্ঞের দক্ষিণান্ত কালেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। স্মার্ত্তমতে পাকযজ্ঞ ব্যতীত শূদ্রের অন্য কোন যজ্ঞে অধিকার নাই। সর্ব্ব স্মৃতিমতেই ব্রাহ্মণগণের, ক্ষত্রিয়গণের এবং বৈশ্যগণেরই সর্ব্বযজ্ঞে অধিকার আছে। যেহেতু তাঁহারা উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজসংজ্ঞা প্রাপ্ত। নানাশাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ দ্বিজ। ব্রাহ্মণও দ্বিজ, ক্ষত্রিয়ও দ্বিজ এবং বৈশ্যও দ্বিজ। কিন্তু নানা স্মৃতিতে ত্রিবিধ দ্বিজেরই পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন শাস্ত্রীয় মতানুসারেই ত্রিবিধ দ্বিজকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা হয় নাই। শাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ দ্বিজ তিন শ্রেণীর। ত্রিবিধ দ্বিজই নিজ ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার যজ্ঞে ব্রতী হইতে পারেন। কোন প্রকার যজ্ঞ করিতে হইলে, সেই যজ্ঞ সমাপ্তি কালে,

সেই যজ্ঞের যিনি পুরোহিত, তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সেই যজ্ঞ সম্বন্ধীয় পুরোহিতকে কন্যাদানেরও ব্যবস্থা আছে। যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদানকেই দৈব বিবাহ বলা হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে শঙ্খ কহিয়াছেন,—"যজ্ঞেষু ঋত্বিজে দৈবঃ" বিষ্ণু কহিয়াছেন,—"যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈবঃ। ২০।" যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—"যজ্ঞস্থায়ত্বিজে দৈব—।" নানা পুরাণে দৈব বিবাহবিষয়ক অনেক উপাখ্যান আছে। রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ সমাপনান্তে কুমারী শান্তাকে ঋত্বিক্ ঋষ্যশৃঙ্গের প্রীতিজন্য দক্ষিণাস্বরূপ সম্প্রদান করা হইয়াছিল। পুরাকালে রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই আসুর ও পৈশাচ বিবাহ দ্বারাও কত নিন্দিত কন্যা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হারীতের মতে প্রত্যেক গৃহস্থেরই ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি ক্রমে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। তিনি ঐ প্রকার বিবাহেরই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার মত কথিত হইতেছে,—

> "গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
> অসমানার্ষগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাম্॥
> সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
> ব্রাহ্মেণ বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ॥
> তথান্যে বহবঃ প্রোক্তা বিবাহা বর্ণধর্ম্মতঃ।
> ঔপাসনঞ্চ বিধিবদাহৃত্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥"

ব্রাহ্মবিবাহে, শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশানুসারে বিবাহযোগ্য পাত্রকে আমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। প্রায় সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের

মতেই অষ্ট প্রকার বিবাহ। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে অষ্টপ্রকার বিবাহ কথিত হইতেছে,—

"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ৫৮।
যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্।
চতুর্দ্দশপ্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্ ॥ ৫৯।
ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্ ষড়্‌বংশ্যান্ সহাত্মনা ॥ ৬০।
আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ ॥ ৬১।"

দ্বিতীয় ভাগ।

পঞ্চম অধ্যায়।

সম্পূর্ণরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করা অতি কঠিন। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে হইলে অতি সাবধানে থাকিতে হয়। যেহেতু গার্হস্থ্য আশ্রম হইতেই নানাপ্রকার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে গৃহস্থের দুষ্টা পত্নী তাঁহাকেই অধিক পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সমস্ত প্রলোভনের সামগ্রীই গার্হস্থ্যাশ্রমে বিদ্যমান। যে সমস্ত সামগ্রীর ব্যবহারে অতিপাতকে, মহাপাতকে, পাতকে এবং উপপাতকে লিপ্ত হইতে হয়,

সে সমস্ত সামগ্রীর বিদ্যমানতা গার্হস্থ্যাশ্রমে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেইজন্য দুর্ব্বল হৃদয় অনেক গৃহস্থকে কত প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যিনি কোনপ্রকার পাপে লিপ্ত হন, তাঁহাকেই প্রকৃত দোষী বলা যাইতে পারে। নিজে দোষ করিয়াও, নিজেকে দোষী বোধ করিয়াও, অনেকে সাধারণ সমক্ষে আপনাকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। দোষীর ঐ প্রকার চেষ্টায় বিরতি সহজে হয় না। তবে ভগবানের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাঁহার কৃপায় মহা-দোষীরও দোষ সংশোধনে প্রবৃত্তি হইতে পারে, তাঁহার কৃপায় মহা-দোষীরও আত্মশাসনে প্রবৃত্তি হইতে পারে, তাঁহার কৃপায় মহাদোষীও আত্মশাসনে সক্ষম হইতে পারে। ভগবৎ কৃপায় যে দোষীর আত্মশাসনে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহার অন্য কোন দোষীকে শাসন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিনি সে অবস্থায় আপনাকে এত হেয়, এত অধম বিবেচনা করেন যে ঐ বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্যতাই বোধ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় তাঁহার বোধ হয় যে তিনি নিজে মহাদোষী, তিনি আবার কোন্ দোষীকে শাসন করিবেন? তিনি আবার কোন্ দোষীকে তিরস্কার করিবেন? তিনি নিজে মহাপাপী হইয়া, তিনি আবার কোন্ দোষীর দোষ সংশোধন করিতে সক্ষম হইবেন? তিনি আবার কোন্ পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ শুদ্ধি বিধান করিতে সক্ষম হইবেন? সে অবস্থায় তাঁহার অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। তখন তাঁহার কেবল মাত্র আত্মশোধনের প্রতিই লক্ষ্য থাকে। কোন গৃহস্থ জীবের যখন নিজে দোষ গুণ বিচার করিবার শক্তি হয়, তখন তিনি আত্মদর্শী হন। তখন তিনি কোন প্রকার দোষেও লিপ্ত হন না, তখন তিনি কোন প্রকার গুণেও লিপ্ত হন না। তখন তিনি দোষগুণের অতীত হন। তদবস্থায় তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতি-বন্ধক সকলও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। তদবস্থায় তাঁহাকে

নির্লিপ্ত গৃহস্থ বলা যাইতে পারে। যিনি নির্লিপ্ত গৃহস্থ, গৃহস্থ জনকের ন্যায় তাঁহারও স্বধর্ম্মে অধিকার হইয়াছে। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে জীবের স্বধর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। তাঁহারা বলেন যে, যদ্যপি এই পৃথিবীতে কেবল মাত্র এক প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিত এবং সর্ব্বজীবই যদ্যপি সেই ধর্ম্মাবলম্বী হইত, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মকে জীবের স্বধর্ম্ম বলা যাইতে পারিত। তাঁহাদের আপত্তি নিরাকৃত করিবার ইচ্ছায় এক শ্রেণীর লোকেরা বলেন যে জগতের সকল লোকেরই একপ্রকার স্বভাব নহে বলিয়া, সকল লোকেরই একপ্রকার ধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের বিবেচনায় সেই জন্যই জগতে বিবিধ ধর্ম্মের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বিবিধ বর্ণসঙ্করাদির একপ্রকার স্বভাব নহে বলিয়া, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই একপ্রকার ধর্ম্ম বিহিত হয় নাই। তাঁহাদের বিবেচনায় যদ্যপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির একপ্রকার স্বভাব হইত, তাহা হইলে তাহাদের সকলের পক্ষেই একপ্রকার ধর্ম্ম বিহিত হইত। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণোপযোগী যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ধর্ম্মই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রে ক্ষত্রোপযোগী যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ধর্ম্মই ক্ষত্রগণের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রে বৈশ্যোপযোগী যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ধর্ম্মই বৈশ্যগণের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রে শূদ্রোপযোগী যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ধর্ম্মই শূদ্রগণের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রে বিবিধ বর্ণসঙ্করাদির জন্য যে সকল ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, বর্ণসঙ্করাদির পক্ষে সেই সকল ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। কিন্তু প্রথম আপত্তিকারীগণ ঐ প্রকার মীমাংসাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যাদিগের নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদিকে নিয়ত একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত রহিতে হয় না।

তাঁহারা বলেন যে, ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকদিগের প্রথমতঃ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচারী হইতে হয়। ব্রহ্মচারীকে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আর্য্যদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সেই ধর্ম্মের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের পরে যে ধর্ম্ম পালন করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই ধর্ম্মের নাম গার্হস্থ্যধর্ম্ম। গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনান্তে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, সেই ধর্ম্মের নামই বানপ্রস্থধর্ম্ম। বানপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠানের পরে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই ধর্ম্মকেই সন্ন্যাসধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালনান্তে গৃহস্থ হইয়া, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারেন। সেই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থানুসারে সেই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া সেই ব্যক্তি বান-প্রস্থধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন। সেই ব্যক্তি বানপ্রস্থধর্ম্মপালনান্তে সন্ন্যাসী হইয়া, সন্ন্যাসধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। আর্য্যদিগের নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মাবলম্বী, গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী, বান-প্রস্থধর্ম্মাবলম্বী এবং সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারেন। তবে চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে, কোন্‌টিকে সেই ব্যক্তির স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বাচন করা যাইবে? যদ্যপি বলা হয় যে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মাবলম্বী হইলে ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার স্বধর্ম্ম; সেই ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যান্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলে গার্হস্থ্যধর্ম্ম তাঁহার স্বধর্ম্ম; গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনের নিয়মানুসারে সেই ব্যক্তি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী হইলে বানপ্রস্থধর্ম্ম তাঁহার স্বধর্ম্ম; বানপ্রস্থধর্ম্ম পালনের নিয়মানুসারে সেই ব্যক্তি বানপ্রস্থধর্ম্ম পালন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী হইলে, সন্ন্যাসই তাঁহার স্বধর্ম্ম হয় বলিলে, নির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্ম এক ব্যক্তির স্বধর্ম্ম নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, এক সময়ে যে ধর্ম্ম এক ব্যক্তির স্বধর্ম্ম থাকে, অন্য সময়ে সেই ধর্ম্মই তাঁহার

পরধর্ম্ম হয়। এক সময়ে ব্রহ্মচর্য্য যাঁহার স্বধর্ম্ম থাকে, অন্য সময়ে সেই ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার পরধর্ম্ম হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তিনি সেই ব্রহ্মচর্য্যরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে, গার্হস্থ্যরূপ যে পরধর্ম্ম, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগান্তে গার্হস্থ্যরূপ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তখন গার্হস্থ্যই তাঁহার স্বধর্ম্ম হয়। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে, বানপ্রস্থরূপ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তখন তাঁহার সেই বানপ্রস্থরূপ পরধর্ম্মই স্বধর্ম্ম হয়। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সেই বানপ্রস্থরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে সন্ন্যাসরূপ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তখন তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসই স্বধর্ম্ম হয়। অতএব নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক প্রকার আশ্রম ধর্ম্মই নিয়ত এক ব্যক্তির স্বধর্ম্ম রহে না; নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানু-সারে কখন স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম হয়, কখন পরধর্ম্ম স্বধর্ম্ম হয়। প্রথম শ্রেণীর আপত্তিকারীদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়াও আমাদের মধ্যে অনেকে তাহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন আত্মার যে ধর্ম্ম তাহাই স্বধর্ম্ম। অনাত্মার যে ধর্ম্ম, তাহাই পরধর্ম্ম। আত্মজ্ঞান হইলে, অনাত্মধর্ম্মে বা পরধর্ম্মে আস্থা থাকে না। আত্মজ্ঞান হইলে আত্মধর্ম্মে রতি হয়। যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই আত্মধর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন, তিনিই আত্মধর্ম্মী হইয়াছেন। যিনি আত্মধর্ম্মী হইয়াছেন, তাঁহার কোন প্রকার আশ্রমাচার নাই, তিনি সর্ব্বাশ্রমের অতীত পুরুষ। যিনি আত্মধর্ম্মী তিনি ব্রহ্মচারীও নহেন, তিনি গৃহস্থও নহেন, তিনি বানপ্রস্থীও নহেন এবং তিনি সন্ন্যাসীও নহেন। আত্মধর্ম্মী বা স্বধর্ম্মী হইবার জন্য চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সেইজন্য চতুর্ব্বিধ আশ্রম ধর্ম্মেও প্রয়োজন আছে। আশ্রম ধর্ম্ম সকল স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুকূল বলিয়া আশ্রমধর্ম্মসকলকে পরধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। স্বধর্ম্মের প্রতিকূল যাহা তাহাই পরধর্ম্ম।

দ্বিতীয় ভাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুরাকালে এই ভারতবর্ষে অনেক নির্লিপ্ত গৃহস্থই দৃষ্টিগোচর হইতেন। সেই সকলের সঙ্গে রাজর্ষি জনকের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমী হইয়াও স্বধর্ম্মী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক কি প্রকারে নির্লিপ্ত গৃহস্থ হইতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণাবতারেও গৃহস্থ হইয়া নির্লিপ্ততার পরিচয় দিয়া, কি প্রকারে গার্হস্থ্যাশ্রমে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে হয়, অজ্ঞান গৃহস্থসকলের উপকারার্থ কয়েকজন মহাত্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরমভক্ত প্রহ্লাদ গার্হস্থ্যাশ্রমী হইয়াও নির্লিপ্তভাবে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিবন্ধক সকলও তাঁহার পরা-ভক্তির বিলোপ করিতে পারে নাই। ধ্রুব রাজা হইয়াছিলেন। তিনি নিজে গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের সঙ্গে সংস্রব ছিল বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তিনি গৃহস্থ হইয়াও অগৃহস্থের ন্যায়ই কার্য্য সকল করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনিও নির্লিপ্ত গৃহস্থ ছিলেন বলিতে হয়। প্রাতঃস্মরণীয় রন্তিদেবও গৃহস্থ ছিলেন। তিনি অসাধারণ দানধর্ম্ম জন্য ভুবনবিখ্যাত। পবিত্র দানধর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য তাঁহার সুবিশাল রাজ্যসম্পত্তি পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হন নাই। কোন ব্যক্তির সামান্য অর্থহানি হইলে, তাহার কত কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু সমগ্র রাজ্যহানি জন্যও মহাত্মা

রন্তিদেবের কষ্টানুভব হয় নাই। সেইজন্য তিনিও নির্লিপ্ত গৃহস্থ মহা-পুরুষগণের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অসাধারণ দানধর্ম্ম জন্য তিনি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। যে মহাত্মা দাতা কর্ণাভিধানে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহার উজ্জ্বল দান ধর্ম্ম বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। তিনি ছদ্মবেশী ভগবানের সন্তোষ জন্য আপনার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকে পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া, তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। তিনিও ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনিও গৃহধর্ম্মী গৃহস্থ ছিলেন অথচ তাঁহার অনেক কার্য্য দ্বারাই নির্লিপ্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত। সেইজন্য তিনিও যে নির্লিপ্ত গৃহস্থ ছিলেন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। ভক্তচূড়ামণি বলী মহারাজও অগৃহস্থ ছিলেন না। তিনি শ্রীবামনদেবকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ক্ষুণ্ণ হন নাই। তথাপি তাঁহার চিত্তপ্রসাদের ব্যতিক্রম হয় নাই। বরঞ্চ তিনি ঐ প্রকার দান দ্বারা আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগবান্ বামনদেবের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তিভাবেরই প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্ব সমর্পণ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন, আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ হইয়াও ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস যাঁহার তিনিও ধন্য। তাঁহার নির্ভরের ন্যায় নির্ভর যাঁহার তিনিও ধন্য। তাঁহার ন্যায় নির্লিপ্ত গৃহস্থ অতি দুর্ল্লভ।

দ্বিতীয় ভাগ।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পূর্ব্ববর্ত্তী যে আশ্রম, সেই আশ্রমের নামই গার্হস্থ্যাশ্রম। যে সময়ে এই ভারতবর্ষে স্মৃতি সকলের মত বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তখন দ্বিজগণকে গার্হস্থ্যাশ্রমী হইয়া গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইতে হইত না। তখন দ্বিজ হইবার অবলম্বন যে উপনয়ন সংস্কার, সেই সংস্কারদ্বারা যিনি সংস্কৃত করিতেন, যিনি কল্পের এবং রহস্যের সহিত সেই উপনীত দ্বিজসন্তানকে সমস্ত বেদাধ্যয়ন করাইতেন ভগবান মনুর মতে, তাঁহাকেই আচার্য্য বলা হইত। মনুর মতে আচার্য্য এবং গুরুতে প্রভেদ আছে। তাঁহার মতে,—

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ॥"

ভগবান্ বিষ্ণুর মতে,—

"যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েৎ তমাচার্য্যং।"

অনেকে বলেন স্মৃতির মতে কেবল কর্ম্মকাণ্ডই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন স্মৃতিতে জ্ঞানবিষয়ক উপদেশ নাই। তাঁহারা বলেন স্মৃতিমতে যোগ ও যোগপদ্ধতি নাই। কিন্তু আমরা অনেক স্মৃতিতেই

কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ সকলও পাঠ করিয়াছি, জ্ঞানবিষয়ক উপদেশ সকলও পাঠ করিয়াছি, ভক্তিবিষয়ক উপদেশ সকলও পাঠ করিয়াছি এবং যোগ বিষয়ক উপদেশ সকলও পাঠ করিয়াছি। আমরা স্মৃতিতে সর্ব্বধর্ম্ম সমাবেশই দর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মও আছে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মও আছে, বানপ্রস্থধর্ম্মও আছে এবং সন্ন্যাসধর্ম্মও আছে। অনেক স্মৃতিতেই সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্ম সকলই অতি বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত স্মৃতিকর্ত্তাই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। হারীতসংহিতায় ভগবান্ হারীতকে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। হারীতসংহিতায় আছে,—

"হারীতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকম্।
প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্ব্বে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নোব্রূহি ভার্গব॥"

প্রত্যেক স্মৃতিকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলা হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের অনেক স্মৃতি আছে। কতিপয় পণ্ডিতের মতে অষ্টাদশ স্মৃতি। কিন্তু গণনায় আমরা বিংশতি স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। স্মৃতিতে কোন প্রকার উপাখ্যান নাই। স্মৃতিতে চতুর্ব্বিধ আশ্রমীগণের কর্ত্তব্য সকলই নির্ণীত হইয়াছে। সমস্ত স্মৃতিতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। নানা স্মৃতিতে অনেক প্রকার ব্যবস্থাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্মার্ত্তমতে নানা প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানও আছে। পরাশরের মতে সর্ব্ব যুগে সকল স্মৃতির মতই প্রচলিত নহে। তাঁহার মতে সত্যযুগের পক্ষে স্বায়ম্ভুব মনুনিরূপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগের পক্ষে গৌতমনিরূপিত ধর্ম্ম,

দ্বাপরযুগের পক্ষে শঙ্খ ও লিখিতনিরূপিত ধর্ম্ম এবং কলিযুগের পক্ষে তাঁহার নির্ণয়ানুসারে যে ধর্ম্ম, তাহাই ব্যবস্থেয়। তাঁহার মতেও নানা প্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। সে সমস্ত বিধান দিবার উপযুক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের প্রত্যেককেই বেদজ্ঞ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ হইতে হয়। তাঁহারা আবশ্যক মতে আপনাদিগের প্রদত্ত ব্যবস্থাকে নানা শাস্ত্রানুসারেই প্রামাণিক বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। সেইজন্য তাহাদের সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি দিবার সময় ঐ প্রকার বহু ব্যক্তির অভাব হইলে কেবলমাত্র ঐ প্রকার তিন কিম্বা চারি ব্যক্তিও ব্যবস্থা দিবার যোগ্য হইতে পারিবেন। যেহেতু তাঁহাদের ব্যবস্থাই ধর্ম্মসঙ্গত, তাঁহাদের ব্যবস্থাই ন্যায়সঙ্গত। পুরাকালে প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির যাঁহারা ব্যবস্থা দিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই এক প্রকার সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সভার নাম পরিষদ্ ছিল। পুরাকালে ধর্ম্মিষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই অনেকে পরিষদ্ নামক সভার সভ্য হইতে পারিতেন। অধুনা এ' ভারতবর্ষে পরিষদ্ নামক সভা দৃষ্টিগোচর হয় না। অধুনা কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেও অনেকে সম্মত নহেন। পাপ করিলে অবশ্যই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। পাপ আছে বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানও আছে। পাপ বহু প্রকার। বহু প্রকার পাপের বহু প্রকার প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও আছে। যেমন নানা প্রকার রোগের নানা প্রকার ঔষধ আছে, তদ্রূপ নানা প্রকার পাপের নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তও আছে। স্মৃতিমতে প্রথম শ্রেণীর পাপকেই অতিপাতক বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাপই মহাপাতক। তৃতীয় শ্রেণীর পাপই উপপাতক। চতুর্থ শ্রেণীর পাপকেই অনুপাতক বলা হইয়া থাকে।

নানা আর্য্যশাস্ত্রে জীবের বারম্বার জন্ম হয় স্বীকার করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না জীবের পরামুক্তি হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবকে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরামুক্তির অধিকারী হইতে হইলে, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইতে হয়। জীবে পাপের লেশমাত্র থাকিতে তাঁহার পরামুক্তিতে অধিকার হয় না। সেইজন্য জীব যত পাপকার্য্যে রত না হন্ ততই তাঁহার মঙ্গল। পাপ নানা প্রকার। কোন কোন শাস্ত্রমতে মহাপাতক অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ নাই। অনেক স্মৃতির মতে অতিপাতকই মহাপাতকাপেক্ষা প্রধান। তবে যোগীশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অতিপাতকের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে মহাপাতকই সর্ব্বপ্রধান পাতক। নানা কারণে মহাপাতক সঞ্চিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগ।

অষ্টম অধ্যায়।

সর্ব্ববর্ণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই কোন না কোন সময়ে আপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। নানা স্মৃতিমতে সর্ব্ববর্ণেরই বিশেষ আপদ্ উপস্থিত হইলে, নিজ নিজ বৃত্তি পরিহার করিবার প্রয়োজন হইলে, পরিহার করিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক স্মৃতিমতেই আপৎ-

কালে প্রত্যেক বর্ণই আপনার বৃত্তি অপেক্ষা নিকৃষ্টবৃত্তিসম্পন্ন বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। তবে আপদুদ্ধার হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তদ্বিষয়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিবেত্তা মহোদয়গণ ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতানুসারে প্রসিদ্ধ বামদেব ঋষিও আপৎকালে কুক্কুর-মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা অগস্ত্যও ব্যাধবৃত্ত্যবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আপৎকালে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকেও মুর্দ্দাফরাসের বৃত্ত্যবলম্বনে, মুর্দ্দা-ফরাসের দাস হইতে হইয়াছিল। মহারাজ নলকে, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে এবং শ্রীবৎস রাজা প্রভৃতিকেও রাজবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আপৎকালে অনেক পূর্ব্বতন মহাপুরুষই আপন আপন বৃত্তি পরিত্যাগে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সময়ে ব্রাহ্মণের নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা থাকে না, সেই তাঁহার আপৎকাল; যে সময়ে ক্ষত্রিয়ের নিজ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় থাকে না সেই সময়ই তাহার এক প্রকার আপৎকাল; যে সময়ে বৈশ্যের নিজ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় থাকে না, সেই সময়ই তাঁহার এক প্রকার আপৎকাল; সে সময়ে শূদ্রের নিজবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় থাকে না, সেই সময়ই তাঁহার পক্ষে এক প্রকার আপৎকাল। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বনেও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বনের অসুবিধা হইলে, অথবা তিনি সেই বৃত্ত্যবলম্বনে অক্ষম হইলে কিম্বা সেই বৃত্তি দ্বারা তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুযায়ী বৈশ্যবৃত্ত্যবলম্বনও করিতে পারেন। তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদ্বিশাং বাপ্যাপদি দ্বিজঃ।
নিস্তীর্য্যতামথাত্মানং পাবয়িত্বা ন্যসেৎ পথি॥"

আপৎকালে ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্ত্যবলম্বনের ব্যবস্থা থাকিলেও, ব্রাহ্মণ অন্নাভাবে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও, মদ্য, দধি, দুগ্ধ, সর্পি, বন্যাদি ফল, মাংস, শাক, কোন প্রকার অরণ্য পশু, মণিমাণিক্য প্রভৃতি রত্ন, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র, চর্ম্ম, লবণ, জল, সোমলতা, ক্ষৌমাদি বসন, ওদনাদি ভক্ষ্য, মনুষ্য, রাঙ্কব বা কম্বল, লাক্ষা, গুড়াদি রস, কেশ, নীলী, তিল, দ্রাক্ষা, পুষ্প, মোম, আর্দ্র ঔষধ, অপূপ, যবক্ষার প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্য সকল, মধু, সীসক, পিণ্যাক, [illegible], চন্দনাদি গন্ধ সামগ্রী, কুশ, তক্র, মৃত্তিকা, ভূমি, অশ্বাদি এক শফবিশিষ্ট জন্তু সকল এবং কৌষেয় বস্ত্র সকল দ্বারা ব্যবসায় করিবেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"ফলোপলক্ষৌমসোমমনুষ্যাপূপবীরুধঃ।
তিলৌদনরসক্ষারান্ দধি ক্ষীরং ঘৃতং জলম্॥৩৬॥
শস্ত্রাসবমধূচ্ছিষ্টমধুলাক্ষাশ্চ বর্হিষঃ।
মৃচ্চর্ম্মপুষ্পকুতপাকেশতক্রবিষক্ষিতীঃ॥৩৭॥
কৌষেয়নীললবণমাংসৈকশফসীসকান্।
শাকার্দ্রৌষধিপিণ্যাকপশুগন্ধাংস্তথৈবচ॥৩৮॥
বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবন্নো বিক্রীণীত কদাচন।
ধর্ম্মার্থং বিক্রয়ং নেয়াস্তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ॥৩৯॥"

পরাশরের মতানুসারে যে সমস্ত বিপ্র নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিনই ষট্-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও কৃষিকর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে।

পরাশরের মতানুসারে তদ্দ্বারাও তাঁহাদিগকে বৈশ্য হইতে হয় না। কিন্তু পুরাকালে অনেক ব্রাহ্মণই বৈশ্যবৃত্ত্যবলম্বনে বৈশ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু উদার পরাশরের মতানুসারে বিপ্র এবং ক্ষত্রিয় স্বহস্তে হল সঞ্চালনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য করিলেও, তাঁহাদিগের জাত্যন্তর পরিণাম হয় না। তিনি যে ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্রের পক্ষেও কৃষিকর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদাহৃত হইতেছে,—

"ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ।"

বিপ্রকে নিজে কৃষিকর্ম্মদ্বারা ধান্য সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তদ্বিষয়ে পরাশর বলিয়াছেন,—

"স্বয়ংকৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ॥"

পরাশরের মতানুসারে বিপ্রের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধেও নিয়মাবলম্বন করিতে হয়। অনিয়মিত কৃষিকার্য্য দ্বারা তাঁহাকে পাতকী হইতে হয়। বিপ্রের অষ্টবলীবর্দ্দ দ্বারা কৃষিনির্ব্বাহ করাই ধর্ম্মসঙ্গত। বিপ্র ছয়টী বলীবর্দ্দ দ্বারা কৃষিকার্য্য করিলেও, তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। তবে তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ণ ধর্ম্মানুগত কার্য্য করা হয় না বটে। তদ্দ্বারা তাঁহার মধ্যশ্রেণীর ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করা হয়। বিপ্র চারিটী বলীবর্দ্দ দ্বারা হলকর্ম্মে রত হইলে, তিনি পরাশরের বিবেচনায় নিষ্ঠুর বলিয়াই অভিহিত হন। ঐ প্রকার হলকর্ম্ম ধর্ম্মানুমোদিত নহে। সেইজন্য বিপ্রের পক্ষে ঐ প্রকার হলকর্ম্ম নিষিদ্ধ। যেহেতু নানা শাস্ত্রানুসারে বিপ্রের নিষ্ঠুর ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। নিষ্ঠুরতাও হিংসার অন্তর্গত। বিপ্রের পক্ষে অহিংসাই সনাতন ধর্ম্ম। বিপ্র দুইটী বলদ

দ্বারা হলকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে তাঁহাকে, গোবধ জনিত পাপ সঞ্চয় করিতে হয়। যেহেতু ঐ প্রকার কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে গোঘাতক হইতে হয়। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, বিপ্রকে গোঘাতক হইতে হয়, তাহা তাঁহার করা নিশ্চয়ই অকর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

নবম অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে, নানাপ্রকার কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে হয়। গৃহস্থের যেমন স্বীয় পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি যে রাজার রাজ্যে বাস করেন তাঁহার সেই রাজার প্রতিও শ্রদ্ধা থাকার প্রয়োজন। শাস্ত্রানুসারে যে সকল বর্ণ রাজাকে ভক্তি করিতে পারেন, তাঁহাদের রাজাকে ভক্তি করাও কর্ত্তব্য। তাহার ব্যতিক্রম করিলে, তাঁহার প্রত্যবায় হইয়া থাকে। কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মিষ্ঠ রাজাও নিজ প্রজাবর্গকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ শিষ্ট প্রজাপুঞ্জের প্রতি কখনই অত্যাচার অথবা অসদ্ব্যবহার করেন না। জগতের কোন ধর্ম্মিষ্ঠ নরপতিই অন্যায় পূর্ব্বক কোন প্রজার নিকট হইতেই কর গ্রহণ করেন না। যে নরপতি অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিবার জন্য

প্রজাদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করেন, তিনি ইহকালে নিন্দিত ও পরকালে নিরয় গমন করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভারতবর্ষের মহারাণী বা সম্রাজ্ঞী ধর্ম্মিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণা। অনেক বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা হইয়াছে যে তিনি নিজ প্রজাগণের দুঃখ শ্রবণ করিলে বিশেষ দুঃখিত হন্। তাঁহার অসাধারণ প্রজাবাৎসল্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গ, বিহার এবং উৎকল রক্ষার জন্য যে মহাত্মা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারও অসাধারণ প্রজাবাৎসল্য, তাঁহারও প্রজাগণের প্রতি অসাধারণ দয়া এবং সহানুভূতি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অধীনস্থ অনেক স্থানের অনেক কর্ম্মচারীই অনেক নিরীহ প্রজার প্রতিই অনেক প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের উপরে কর-নির্ণয়ের অধ্যক্ষতা আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কর-নির্ণয় কালে ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন্। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, যে আলয়ের জন্য যে পরিমাণে কর ধার্য্য করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। তাঁহারা করনির্ণয়বিষয়ক রাজকীয় বিধিরও সম্মান রক্ষা করেন না। তাঁহারা বিধির দোহাই দিয়া অবিধির যথেষ্ট অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, যে প্রজা যে আলয়ে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিবেচনায় যে প্রজা যে বা যে সকল আলয়ের অধিকারী, সেই বা সেই সকল আলয়ের আয়ানুসারে সেই সকলের কর নির্দ্ধারিত না হইয়া, সেই বা সেই সকল আলয়ের অধিকারীর অবস্থানুসারে সেই বা সেই সকল আলয়সম্বন্ধে কর নির্দ্ধারিত হওয়া উচিৎ। তাঁহারা তাঁহাদের ঐ প্রকার বিবেচনার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যও করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের ঐ প্রকার নবীয়সী বিবেচনা শক্তির সহিত রাজকীয় সংগ্রহের পদ্ধতি সুপ্রসিদ্ধ করনির্ণয়বিধির পরোক্ষ

অথবা অপরোক্ষ সম্বন্ধ নাই। এই নবদ্বীপেই ঐ প্রকার সংগ্রহের বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপে অনেক বিদেশী লোকই বাস করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ধনাঢ্যও বটেন। তাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকার জন্যই তাঁহারা এই শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই শ্রীধামে বৃহদালয় নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই শ্রীধামে ক্ষুদ্রালয় নির্ম্মাণ অথবা ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। হয়ত সেই সকল আলয়ের মধ্যে অনেক আলয়ের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ অনুমান করিলে, তাহা চতুর্বিংশতি কিম্বা পঞ্চবিংশতি রৌপ্য মুদ্রার অধিক হইবে না। কিন্তু সেই আলয়ের সকল স্থানের সমস্ত আলয়ের, সমস্ত ভূমি-খণ্ডের এবং অন্যান্য সম্পত্তির আয় ধরিলে, সেই ক্ষুদাবাস জন্য, সেই আবাসস্বামীকে প্রতি বৎসর সহস্র রজত মুদ্রা দিতে বাধ্য হইতে হয়। তাঁহার নানাস্থানে অনেক সম্পত্তি আছে বলিয়া, তিনি সেই ক্ষুদ্রাবাস জন্য প্রতি বৎসর সহস্র রজত মুদ্রা দিতেই বা স্বীকার করিবেন কেন? ঐ প্রকার স্বীকার করা তিনি সঙ্গতই বা বিবেচনা করিবেন কেন? তাঁহার নানাস্থানে যে সমস্ত আলয় আছে সে সমস্তের জন্য, তাঁহার নানাস্থানে যে সমস্ত ভূমি আছে সে সমস্তের জন্য, তাঁহার নানাস্থানে অন্যান্য যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, সে সকলের জন্য তিনি করও দিয়া থাকেন। তবে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির আয়ের উপর স্থানীয় অবৈতনিক ব্যবস্থাপকমহাশয়গণ কি প্রকারে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ কর গ্রহণ করিবেন? আর ঐ প্রকার গ্রহণ রাজকীয় বিধিবোধিতও নহে। ঐ প্রকার অন্যায় কর সংগ্রহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন এবং আধুনিক কোন বিধির মধ্যেই ব্যবস্থা নাই। ইহার পূর্ব্বে ঐ প্রকার অবৈধ কর

সংগ্রহ সমগ্র জগতের কোন স্থানে কখন হয় নাই। বর্ত্তমান কালে স্থানীয় আলয়সম্বন্ধীয় করসংগ্রহসভার যিনি সভাপতি, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় আমরা বহু কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বে তাঁহার অকৃত্রিম প্রজাবাৎসল্যের পরিচয়, তাঁহার অমানুষী দয়ার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। সেইজন্য তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করায় অনেকেই আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হইয়াছেন। অনেকেই বলেন, তিনি স্বায় কার্য্যে সুস্থির হইলে, তাহা দ্বারা প্রজাবৃন্দের বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। সভাপতি মহাশয়ের সহকারীও মনীষাসম্পন্ন। তাঁহারও নিরুপায় প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করা কর্ত্তব্য। নবদ্বীপে অনেকেরই আয় অতি অল্প। কিন্তু আপনার এবং বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট ব্যয় করিতে হয়। অনেককে কর্জ্জ করিয়াই মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। নবদ্বীপে অনেক ভিক্ষোপজীবী বৈরাগীই পরিলক্ষিত হন্। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অতি ক্লেশে এক একটী আপন আপন বাসোপযোগী আশ্রম করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই এই বৎসরের ব্যয়বৃদ্ধির নিয়মানুসারে অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ আলয় সম্বন্ধে যে পরিমাণে কর প্রদান করিতেছিলেন, সেই পরিমাণাপেক্ষা কাহাকেও দ্বিগুণ এবং কাহাকেও বা ত্রিগুণ দিতে হইবে। অনেক গৃহস্থই গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগে ভৈক্ষুকাশ্রমে নিরুদ্বেগে বাস করিবার জন্য ভৈক্ষুকাশ্রমী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই নবদ্বীপকে শ্রীভগবানের একটী ধাম জানিয়া এই নবদ্বীপেই ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া অতিকষ্টে আলয় নির্ম্মাণ জন্য ভগবানের কোন শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি

দ্বারাই সেই শ্রীমূর্ত্তির এবং সাধুসজ্জনের সেবায় নিরত আছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে নিরুদ্বেগ হইবার জন্যই শ্রীভগবানের শ্রীধামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। সেইজন্য ধর্ম্মার্থী রাজপুরুষগণের তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং দয়া থাকা উচিৎ। ঐ সকল সাধুদিগের উপর কোন প্রকার কর স্থাপন হওয়াই সঙ্গত নহে। বরঞ্চ উদার রাজপুরুষগণের ঐ সকল মহাপুরুষদিগকে আপন আপন ক্ষমতানুসারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে কত মুনি ঋষি, কত সাধু সন্ন্যাসী সকল বাস করিতেন, কখনই তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কোন প্রকার রাজকর দিতে হয় নাই। বরঞ্চ রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ জন্য লালায়িত হইতেন। গৃহস্থ রাজাদিগের পক্ষে, গৃহস্থ রাজপুরুষদিগের পক্ষে সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশীর্ব্বাদ লাভই পরম লাভ।

দ্বিতীয় ভাগ।

দশম অধ্যায়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্। উত্তর খণ্ডম্। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যথামতি ব্রাহ্মণানাং ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্।
পাবনান্ ব্রহ্মণা গীতান্ ব্রাহ্মণৈশ্চরিতানপি ॥১
সত্যং শান্তিঃ ক্ষমাঽহিংসা বৈধহিংসাল্পতোষিতা।
দয়া দানঞ্চ ভিক্ষা চ পরানুদ্বেগকারিণী ॥২
সৌজন্যং বিনয়শ্চৈব যজনং যাজনং তথা।
প্রতিগ্রহশ্চাধ্যয়নাধ্যাপনে স্বল্পভোজনম্ ॥৩
অনামিষাশনঞ্চৈব ব্রতং সূর্য্যস্য সেবনম্।
অগ্নিসেবা গুরোঃ সেবা গোসেবা নীচতোঽর্থনা ॥৪
অশুচিস্পর্শনঞ্চৈব অশুচিস্থানসংগমঃ।
নীচালাপো নীচগেহগমনং নীচবাসনা ॥৫
স্নানালস্যং জপালস্যং বর্জ্জনং দুঃখমর্ষণম্।
শূদ্রান্নানভোজনস্য ত্যাগঃ শাস্ত্রজ্ঞতা তথা ॥৬
ধর্ম্মজ্ঞানং ধর্ম্মকথা শাস্ত্রার্থকথনং তথা।
অশস্ত্রধারণঞ্চৈব বাণিজ্যবর্জ্জনং তথা ॥৭

গোবাহনং চারণঞ্চ গবাং গোবিক্রয়ং তথা।
ন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বাপি কুর্ব্বাণো গোবধী ভবেৎ ॥৮
প্রাণিনাং তেজসাঞ্চৈব বসানাং বাসসামপি।
বিক্রয়ং সংত্যজেদ্ বিপ্রস্তথা বেতনভোজিতাম্ ॥৯
চর্ম্মবাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ চর্ম্মবাদ্যোপজীবনম্।
চর্ম্মচ্ছেদাদিকঞ্চাপি ন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সদা ॥১০
ত্রিসন্ধ্যোপাসনং কুর্য্যাৎ সাবিত্রীজপমেব চ।
দেবর্ষি পিতৃলোকানাং তর্পণং শুচিরাচরেৎ ॥১১
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ঞ্চ গায়ত্রীস্ত্রিবিধাঃ স্মরেৎ।
রক্তাং শ্যামাঞ্চ শুক্লাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্ ॥১২
নাস্তি যস্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
সন্ধ্যাত্রয়মকুর্ব্বাণঃ সূর্য্যং হন্তি চ পাপকৃৎ ॥১৩
অস্নায়ী চ মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পূযশোণিতম্।
অকৃত্বা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা চোপজায়তে ॥১৪
উদয়ন্তং হি মার্ত্তণ্ডং মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
সূর্য্যং গ্রসিতুমায়ান্তি মহাঘোরতরাননাঃ ॥১৫
প্রাতঃসন্ধ্যা কৃতা তত্র ব্রাহ্মণানাঞ্চ তে দ্বিজ।
জলাঞ্জলিভিরুদ্ধতাঃ পলায়ন্তে সুদূরতঃ ॥১৬
যে নিত্যং নাচরন্ত্যেবং ব্রাহ্মণাস্ত্বাত্মঘাতিনঃ।
রক্তপাতে পূযপাতে ধূমোদ্গারে জ্বরে তথা ॥১৭
সূতকে মৃতকেঽশৌচে বৈদিকং কর্ম্ম নাচরেৎ ॥১৮

প্রাতঃসন্ধ্যামকৃত্বা তু তদহশ্চাশুচির্ভবেৎ।
সর্ব্ববৈদিক কার্য্যেষু প্রয়াত্যনধিকারিতাম্ ॥১৯
রাজদ্বারে বন্ধনস্থো দূরাধ্বনি ত্বরান্বিতঃ।
কুর্য্যাচ্চ মানসীং সন্ধ্যাং নৈব দোষেণ গৃহ্যতে ॥২০
প্রমাদোন্মাদসম্মাদশোকমোহাদিনা পুমান্।
প্রয়াত্যশুচিতাং তত্র সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্তু মানসীম্ ॥২১
দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কুর্ব্বাণঃ পিতৃহা ভবেৎ ॥২২
জপেৎ সহস্রং সাবিত্রীং ব্রাহ্মণোঽহরহর্দ্বিজ।
তদশক্ত্যা জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং শতধাপি চ ॥২৩
মধ্যমাপর্ব্বযুগলং ত্যক্ত্বা চ দশপর্ব্বভিঃ।
দক্ষেণ পাণিনা জপ্যা ঘনীভুতাঙ্গুলেন বৈ ॥২৪
সাবিত্রীজপশীলস্য ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্।
উপেতং দৈবযোগেন নশ্যত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥২৫
শতং জপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী।২৬

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। উত্তরখণ্ড। পঞ্চম অধ্যায় হইতে—এক্ষণে গৃহস্থদিগের যাহা পরমধর্ম্ম, তাহা শ্রবণ কর। গৃহস্থ প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরু ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া শরক্ষেপ পরিমিত স্থানের বহির্দ্দেশে গমন করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করিবে। জলসম্মুখে, বৃক্ষতলে, সূর্য্যাভিমুখে ও সূর্য্যকে পশ্চাৎ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা এবং ঐ সময়ে লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। প্রত্যূষে এইরূপে যথাবিধি শৌচকার্য্য সমাধা করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে। মানব মুখধাবন

না করিলে সমুদয় কার্য্যে অশুচি থাকে, এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণাস্য বা পশ্চিমাস্য হইয়া দন্তধাবন করিতে নাই। পূর্ব্বদিক অরুণ বর্ণ হইলে প্রাতঃস্নান করিবে, পরে সূর্য্য উদিত হইলে পুনরায় দিবাস্নান কর্ত্তব্য; কারণ ঐরূপ স্নান করিলে মানবগণের দুঃখ ও দুশ্চিন্তাপ্রদ অলক্ষ্মী ও কালকর্ণী শান্তি পাইয়া থাকে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে সসঙ্কল্প স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জপাদিসমাপনান্তে পঞ্চ যজ্ঞ করিবে; এক্ষণে পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলিদান ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধ বা পিতৃমাতৃপূজা পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত আছে। মুনিগণ ঐ পঞ্চযজ্ঞকে স্বর্গ ও অপবর্গের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উক্তপ্রকার পঞ্চযজ্ঞের অভাবে প্রতিদিন কেবল অতিথিসেবা কিংবা ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্ন দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজসত্তম! এক্ষণে বৈশ্বদেব বিধি শ্রবণ কর। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কুশণ্ডিকা-বিধানে সংস্কৃত অগ্নিতে এবং নিরগ্নি ব্রাহ্মণ লৌকিকাগ্নিতে কিংবা অভাবপক্ষে জলে বা পৃথিবীতে সংস্কার ব্যতীত অক্ষার-লবণান্বিত সুতাক্ত হবিষ্যান্নের আহুতি দান করিবে, ইহাই বৈশ্বদেব বিধি।

কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে, গৃহস্থের অশৌচ হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে অনেক ব্রাহ্মণ গৃহস্থও আছেন, অনেক ক্ষত্রিয় গৃহস্থও আছেন, অনেক বৈশ্য গৃহস্থও আছেন এবং অনেক শূদ্র গৃহস্থও আছেন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে যতদিন পর্য্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য বর্ণদিগকে ভোগ করিতে হয় না। অশৌচ ভোগ করিবার পরস্পর তারতম্য আছে। নিরগ্নি ব্রাহ্মণের সপ্তম পুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জ্ঞাতির দেহত্যাগ হইলে, তাহাকে দশ দিন জন্য অশৌচ

গ্রহণ করিতে হয়। তবে তাঁহার অষ্টম পুরুষ কোন জ্ঞাতি, নবম পুরুষ কোন জ্ঞাতি অথবা দশম পুরুষ কোন জ্ঞাতি মৃত হইলে, তাঁহাকে পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হয় না। ঐ প্রকার ঘটনায় তাহাকে তিন দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। তদন্তে শুদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হন্। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গৃহস্থ ক্ষত্রিয়কে তাহার ব্যতিক্রম করিতে নাই। বৈশ্যকে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গৃহস্থ বৈশ্যের ঐ পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যে সমস্ত শূদ্র পাকযজ্ঞ এবং সেবা ভক্তিপরায়ণ নহেন, তাঁহাদেরই মাসাবধি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। যে সমস্ত শূদ্র সেবা ভক্তিপরায়ণ, যে সমস্ত শূদ্র পাকযজ্ঞপরায়ণ, তাঁহাদিগকে পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ মাস মাত্র অশৌচ ভোগ করিতে হয়। ঐ প্রকার শূদ্রগণ অনেক বিষয়েই বৈশ্যগণের ন্যায় নিয়মসম্পন্ন।

বানপ্রস্থ।

প্রথম প্রকরণ।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদবিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমবিহিত কর্ত্তব্য সকল সম্যক্ প্রকারে পরিপালন করিয়া, স্বীয় গাত্রের মাংস লোল হইলে প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণ হইলে তবে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশাধিকার হয়। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে আপনার স্থূল শরীরকে তপশ্চরণোপযোগী করিতে হয়। যে হেতু বানপ্রস্থাশ্রমে তপস্যাই প্রধান অবলম্বন। চিররুগ্ন, কোন প্রকার পাপগ্রস্ত, কোন প্রকার বাসনাসক্ত এবং বিষয়বৃদ্ধের পক্ষে বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয়ণীয় নহে। পূর্ণবৈরাগ্যভাবাপন্ন না হইলে, বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধ না হইলে, অবিচলিত বিবেকসম্পন্ন না হইলে, সংসারকে অসার বোধ না হইলে, সুপবিত্র বানপ্রস্থাশ্রমে অধিকার হয় না। জন্মান্তরীণ বহু সুকৃতি না থাকিলে, জন্মান্তরীণ সুসংস্কার না থাকিলে সুপবিত্র দুর্লভ বান-প্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কুল্লুকভট্টের মতে মুনিরই অপর নাম বানপ্রস্থী। বানপ্রস্থাশ্রমের বিষয় অনেক স্মৃতিতে, অনেক পুরাণ এবং উপপুরাণ প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত আশ্রম-সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুকথিত বিষ্ণুসংহিতায়, মহাত্মা স্বায়ম্ভুব-মনু-কথিত মনুসংহিতায় এবং যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কথিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। আমরা অগ্রেই সেই বানপ্রস্থাশ্রম সম্বন্ধে ভগবান

বিষ্ণুকথিত বিষ্ণুসংহিতা-নাম্নী স্মৃতি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি,—

"গৃহী বলী-পলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো ভবেৎ। ১। অপত্যস্য চাপত্য-দর্শনেন বা। ২। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য তয়ানুগম্যমানো বা। ৩। তত্রা-প্যগ্নীনুপচরেৎ। ৪। অকাল-কৃষ্টেন পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ। ৫। স্বাধ্যায়ঞ্চ ন জহ্যাৎ। ৬। ব্রহ্মচর্য্যং পালয়েৎ। ৭। চর্ম্মচীরবাসাঃ স্যাৎ। ৮। জটাশ্মশ্রুলোমনখাংশ্চ বিভৃয়াৎ। ৯। ত্রিষবন-স্নায়ী স্যাৎ। ১০। কপোতবৃত্তির্মাসনিচয়ঃ সম্বৎসরনীচয়ো বা। ১১। সম্বৎসরনীচয়ী পূর্ব্বনীচিতমাশ্বযুজ্যাং জহ্যাৎ। ১২। গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্ পুটেনৈব পলাশেন পাণিনা শকলেন বা। ১৩।"

দ্বিতীয় প্রকরণ

বিষ্ণুসংহিতোক্ত চতুর্ণবতিতমঅধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোক দ্বারা পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। কথিত ত্রয়োদশ শ্লোকেই বানপ্রস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্য সকল নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুসংহিতোক্ত চতুর্ণবতিতমঅধ্যায় দ্বারাই বানপ্রস্থের সমস্ত কর্ত্তব্যই নির্ণয় করা হয় নাই। বানপ্রস্থের অবশিষ্ট বিষ্ণুসম্মত কর্ত্তব্য সকল বিষ্ণু-সংহিতার পঞ্চনবতিতমঅধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল, ধীশক্তিসম্পন্ন পাঠকবর্গের গোচরার্থে বিষ্ণু-সংহিতার সম্পূর্ণ পঞ্চনবতিতমঅধ্যায়টিই এই স্থলে লিখিত হইতেছে,—

"বানপ্রস্থস্তপসা শরীরং শোষয়েৎ।১। গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ স্যাৎ।২।

আকাশ-শায়ী প্রাবৃষি ।৩। আর্দ্রবাসা হেমন্তে।৪। নক্তাশী স্যাৎ ।৫। একান্তর-দ্ব্যন্তর-ত্র্যন্তরাশী বা স্যাৎ ।৬। পুষ্পাশী ।৭। ফলাশী ।৮। শাকাশী ।৯। পর্ণাশী ।১০। মূলাশী ।১১। যবান্নং পক্ষান্তয়োর্ব্বা সকৃদশ্নীয়াৎ ।১২। চান্দ্রায়ণৈর্ব্বা বর্ত্তেত ।১৩। অশ্মকুট্টঃ ।১৪। দন্তোলূখলিকো বা ।১৫। তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং জগৎ। তপোমধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথা ধৃতম্ ॥১৬। যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যচ্চ দুষ্করম্। সর্ব্বং তত্তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥১৭।"

অতঃপর কথিত পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের ভাবার্থ নির্ণীত হইতেছে,—

বানপ্রস্থকে তপস্যাবলম্বনে শরীর শোষণ করিতে হইবে। শারীরিক বিকৃত রস-নিচয় পরিশুষ্ক না হইলে, সেই সমস্ত রস শোষিত না হইলে শরীর হঠ-বিদ্যার উপযোগী হয় না। তপস্যা দ্বারা শরীর অগ্রে হঠ-বিদ্যোপযোগী না হইলে তাহা রাজবিদ্যার উপযোগী হয় না। রাজবিদ্যাই রাজযোগ। সেই রাজযোগ দ্বারা মস্তকস্থিত সহস্রার-কমলাসীন রাজ-রাজেশ্বর পরম শিবের সহিত জীব সঙ্গত হইতে পারে। ঐ প্রকার সঙ্গতি জন্য উপযুক্ত হইলে তপস্যা দ্বারা সর্ব্বাগ্রে স্থূলদেহের শুদ্ধি সম্পন্ন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অগ্নি-প্রজ্জ্বালন দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বীকে পঞ্চতপা হইতে হয়। বর্ষাকালে তাঁহাকে আকাশ-শায়ী হইতে হয়। যখন বানপ্রস্থ, অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত প্রাণায়াম অঙ্গটী সাধনা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন, যখন তিনি প্রাণায়াম-সিদ্ধ হন তখনি তাঁহার আকাশ-শায়ী হইবার ক্ষমতা হয়। প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যমনিয়মাসনাদিতেও সিদ্ধ হইতে হয়। অগ্রে ঐ সকলে সিদ্ধ না হইলে, প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইতে পারা যায় না।

আকাশ-শায়ী হইতে হইলে শবাসনাবলম্বনে প্রাণায়ামের অন্তর্গত কুম্ভক প্রক্রিয়াটী অবিচ্ছেদ ভাবে অবলম্বন করিতে হয়। ঐ প্রকার

প্রণালী দ্বারা প্রাণ বিশুদ্ধ হইয়া যখন অবিচ্ছিন্ন স্থৈর্য্যোপযোগী হয়, তখন প্রাণায়াম-প্রক্রিয়া দ্বারা কুম্ভকানুষ্ঠান না করিলেও সময়ে সময়ে প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত স্থৈর্য্য-নিবন্ধন স্বভাবতঃ কুম্ভক হয়। সেই স্বাভাবিক কুম্ভকের সহিত শবাসনাবলম্বিত হইলেই আকাশশায়ী হইতে পারা যায়। আকাশেরই অপর একটী নাম শূন্য। শূন্যে শয়ন করিতে হইলে কোন প্রকার অবলম্বন থাকে না। নিরবলম্বাবস্থাতেই শূন্যে শয়ন করিবার ক্ষমতা হয়। কোন সাধক যোগী ঐ প্রকার শূন্যে বা আকাশে শয়ন করিতে সক্ষম হন না। শূন্যে বা আকাশে নিরালম্বভাবে শয়ন করিবার ক্ষমতা কেবল সিদ্ধ-যোগীরই আছে। সিদ্ধ-প্রাণায়ামী বা সম্পূর্ণ-যোগ-সিদ্ধেরই আকাশ-শায়ী হইবার ক্ষমতা আছে। যখন বানপ্রস্থ সম্পূর্ণ-যোগসিদ্ধ অথবা প্রাণায়ামসিদ্ধ হন, তখনি তিনি আকাশ শায়ী এবং আকাশাসীন হইতে সক্ষম হন। সে অবস্থায় তিনি আকাশ বা শূন্যা-বলম্বনে বিচরণ করিবারও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কোন অবস্থায় বানপ্রস্থে অনিকেত হইবার পদ্ধতি আছে। বানপ্রস্থ অনিকেত হইলে তাঁহাকে শয়ন করিবার সময় অনাবৃত স্থানেই শয়ন করিতে হয়। সেই অনাবৃত-স্থান-শায়ীকেও বানপ্রস্থ-আকাশ-শায়ী বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে প্রাবৃট্ বা বর্ষার সময়ে আবরণ-পরিশূন্য-স্থানে শয়ন করিতে হয়। হেমন্তে তাঁহাকে আর্দ্র-বসনে রহিতে হয়। তাঁহার হেমন্তে নিদ্রিত হইবার সময়েও অনার্দ্র-বসন পরিধান করা অকর্ত্তব্য। বানপ্রস্থ নিয়ম-পূর্ব্বক নক্তাশীও হইতে পারেন। যে সমস্ত সামগ্রী ভোজনে বানপ্রস্থের ধর্ম্মহানি হয় না, তিনি সেই সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে কোন সামগ্রী এক-দিবসান্তর, দুই-দিবসান্তর অথবা তিন-দিবসান্তর ভোজন করিয়া একান্ত-রাশী, দ্ব্যন্তরাশী অথবা ত্র্যন্তরাশী হইতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে দিবসে অথবা রাত্রে পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী, পর্ণাশী অথবা মূলাশী হইতে

পারেন। তিনি নিয়মাধীন হইয়া প্রতি পক্ষান্তে, দিবসে কিম্বা রাত্রে কেবলমাত্র যবান্নও ভক্ষণ করিতে পারেন। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে চান্দ্রায়ণ দ্বারও দৈনিক ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

কোন বানপ্রস্থ স্বীয় আশ্রমাচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে, তিনি সেই পাতিত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তিনি সেই পাতিত্য হইতে শুদ্ধ হইবার জন্যও পবিত্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সেজন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ একটী চান্দ্রায়ণ-ব্রত সুসম্পন্ন করিয়া তৎপরে অপর একটী চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই ব্রতান্তে কোন সদ্-ব্রাহ্মণকে গাভী এবং বৃষ দান করিতে হইবে। যেহেতু তদ্বিষয়ে ধর্ম্মরাজ যম ব্যবস্থা দিয়াছেন।

চান্দ্রায়ণ-ব্রত ব্যতীত নানাশাস্ত্রে সংগত বানপ্রস্থের জন্য অন্যান্য ব্রতাদিও নির্দ্দিষ্ট আছে। বানপ্রস্থ স্বীয় ইচ্ছানুসারে অশ্মকুট্ট কিম্বা দন্তোলুখলিকও হইতে পারেন। বানপ্রস্থাশ্রমের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তপস্যামূলক। যে দ্বিজ বানপ্রস্থ হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তপস্বী হইতে হইবে, তপস্যার প্রধান অঙ্গ তিতিক্ষা। সেই জন্য বানপ্রস্থ-তপস্বী হইতে হইলে অতিশয় তিতিক্ষাশীল হইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই তপস্যার সূত্রপাত। সেই জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে তিতিক্ষারও আরম্ভ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেও তপোময়ী তিতিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমের পরবর্ত্তী সন্ন্যাস-আশ্রমের সঙ্গেও তপোময়ী তিতিক্ষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। স্মৃতিসম্মত সন্ন্যাসাশ্রমীর তপস্যার অন্যান্য কয়েকটী অঙ্গের সহিতও সংস্রব আছে। তপস্যার সহিত স্মার্ত্ত সর্ব্বাশ্রমীরই সংস্রব আছে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেইজন্য অবশ্যই তপস্যার প্রাধান্য স্বীকার্য্য।

বানপ্রস্থাশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের মূলই তপস্যা। অধিক আর কি বলিব

এই সমস্তের মূলই তপস্যা। দৈব এবং মনুষ্যজাত জগতের মূলও তপস্যা। ঐ সকলের মধ্যও তপস্যা হইতে। ঐ সকলের অন্তও তপস্যা হইতে। ঐ সকল তপস্যা দ্বারাই ধৃত হইতেছে। তপস্যা অতিক্রম করা যায় না। সেই জন্যই যাহা দুশ্চর, সেই জন্যই যাহা সুলভ নহে, সেই জন্যই যাহা দূরস্থ, সেই জন্যই যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই পুরাকালে তপস্যার অধিক আদর ছিল। তপস্যা দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায় বলিয়াই ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ তপস্বী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারাই রাজর্ষি-ব্রাহ্মণ, ঋষি, মহর্ষি এবং পরিশেষে ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ক বিশেষ বৃত্তান্ত বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে এবং ভগবান্ বেদব্যাস-প্রণীত আধ্যাত্মরামায়ণে নিহিত আছে। বামনপুরাণ অনুসারে তপস্যা দ্বারা অন্ধরাজ, শ্রীমহাদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা পুরাকালে অনেকেই শ্রেষ্ঠপদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে তপস্যা দ্বারা অনেকেই শ্রীভগবানের কৃপা-পাত্র হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও মাধাইকে তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। সেইজন্য তপস্যা কোন সাধারণ অনুষ্ঠান নহে। সেইজন্যই তপস্যা এবং তপস্বী প্রত্যেক সজ্জন কর্ত্তৃকই অভিনন্দিত হইবার যোগ্য।

আপাততঃ আমরা পরম-তাপস নর-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থের যতিসেবা করা শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য। ঐ ত্রিবিধ আশ্রমীর পক্ষেই যতি পরমপূজ্য। যে ব্রহ্মচারী, যে গৃহস্থ অথবা যে বানপ্রস্থ কোন যতিকে অবহেলা করেন, তাঁহার তজ্জন্য মহাপরাধ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকেই বিদ্রূপ করিতে নাই, কোন ব্যক্তিরই নিন্দা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ কোন যতিকে বিদ্রূপ করিলে, কোন যতির নিন্দা করিলে ভয়ানক অপরাধ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির নিন্দাই শ্রবণ করিতে নাই। বিশেষতঃ যতির নিন্দা শ্রবণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যথা যতির নিন্দা হয়, তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় অথবা বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান বিধি। দক্ষের মতানুসারে যতিকে ভোজন করাইলে যত ফল, অন্য কাহাকেও ভোজন করাইলে, তত ফল হয় না। সেইজন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থগণের পক্ষে যতিকে ভোজন করান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে একজন যতিকে ভোজন করাইলে, সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসীকে ভোজন করাইলে যে ফল হয়, তাহার সেই ফল হইয়া থাকে। সেই জন্যই দক্ষ বলিয়াছেন,—

"যোগাশ্রমপরিশ্রান্তং যস্তু ভোজয়তে যতিম্।
নিখিলং ভোজিতং তেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥"

দক্ষ সংহিতা ৭।৪৬

মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি মতে যতি নারায়ণ। সেই জন্যই গৃহস্থ যতি পূজা করিলেই তাঁহার নারায়ণ পূজা করা হয়। অন্যান্য বহু শাস্ত্র মতেও

যতি নারায়ণ। ধ্যানযোগবিচক্ষণ যোগী যে দেশে বাস করেন, সে দেশ পবিত্র হয়। অতএব সেই যতি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কুল অবশ্যই পবিত্র হয়। সেই যতির দেহ যে পুরুষ প্রকৃতি হইতে, তাঁহারা যে পরম পবিত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? তাঁহার দেহসম্পর্কীয় বান্ধবগণ যে পবিত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? দক্ষের মতে,—

"যস্মিন্ দেশে বসেদ্ যোগী ধ্যানযোগবিচক্ষণঃ।
সোঽপি দেশো ভবেৎ পূতঃ কিং পুনস্তস্য বান্ধবাঃ॥"

দঃ সং ৭।৪৭

মহাত্মা দক্ষের মতে এক মুহূর্ত্ত যদ্যপি কোন যতি কোন গৃহস্থের আশ্রমে বিশ্রাম করেন তাহা হইলে সেই গৃহস্থের অন্য কোন ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন হয় না। তিনি তদ্দ্বারাই কৃতকৃত্য হন। তদ্বিষয়ে শ্রীদক্ষ প্রজাপতির মুখ বিনিসৃত উপদেশ এই প্রকার,—

"আশ্রমে তু যতির্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
কিন্তস্যান্যেন ধর্ম্মেণ কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে॥"

দঃ সং ৭।৪৪

গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু বিঘ্ন বাধাই বর্ত্তমান। গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মহানিকর অনেক উপকরণেরই সমাবেশ। সেই জন্য গৃহস্থের পক্ষে পূর্ণ ধার্ম্মিক হওয়াই কঠিন হয়। গৃহস্থকে অনেক প্রকার কর্ত্তব্যই পালন করিতে হয়। অনেক গৃহস্থই সে সমস্তই পালন করিতে সক্ষম হন না। অথচ সে সমস্ত পালন না করিতে পারায়, তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয়। কিন্তু তিনি যদ্যপি একরাত্রি মাত্র নিজালয়ে কোন যতিকে

ভক্তিভাবে বাস করাইতে পারেন, তাহা হইলে দক্ষপ্রজাপতির মতানুসারে তদ্দ্বারা তাঁহার আজন্মকৃত সমস্ত পাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ গৃহীরই অন্ততঃ এক দিবসের জন্যও যতিকে নিজালয়ে ভক্তিভাবে বাস করান উচিত। দক্ষ বলিয়াছেন,—

"সঞ্চিতং যদ্ গৃহস্থেন পাপমামরণান্তিকম্।
স নির্দ্দহতি তৎ সর্ব্বমেকরাত্রোষিতো যতিঃ॥"

দঃ সং ৭।৪৫

বহিশ্চক্ষু দ্বারা জড় পদার্থ সকলই দর্শন করা যায়। তাহা আত্ম-দর্শনোপযোগী নহে। আত্মদর্শন জন্য অন্তশ্চক্ষুর প্রয়োজন হইয়া থাকে। অন্তশ্চক্ষু যাহা, তাহা স্থূল নহে, তাহা জড় নহে। তাহার সহিত প্রকৃতির কোন সংস্রব নাই। তাহা অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত যে অন্তশ্চক্ষু, তাহারই এক নাম আত্মজ্ঞান। বহিশ্চক্ষু বিনশ্বর। অন্তশ্চক্ষুই অবিনশ্বর। সেই অবিনশ্বর অন্তশ্চক্ষু দ্বারা যখন আত্মদর্শন হয়, তখন সেই দ্রষ্টার দেহবোধও থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মদর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকার অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম নাই।

"ইজ্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায় কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৮

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে যোগ দ্বারা আত্মদর্শনই পরম ধর্ম্ম। আত্মদর্শনে অধিকার সিদ্ধযোগীরই হইয়া থাকে। উহাতে সাধক যোগীর অধিকার নাই। তবে অগ্রে নিয়ম পূর্ব্বক যোগ সাধনা না করিলে, তদ্বিষয়িণী সিদ্ধিতে

অধিকার হয় না। সেই জন্যই যোগসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যোগ সাধনা করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনের মতে —

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধের নামই যোগ। সেই যোগের অষ্টপ্রকার অঙ্গ। যোগের প্রথমাঙ্গের নাম যম, দ্বিতীয়াঙ্গের নাম নিয়ম, তৃতীয়াঙ্গের নাম আসন, চতুর্থাঙ্গের নাম প্রাণায়াম, পঞ্চমাঙ্গের নাম ধ্যান, ষষ্ঠাঙ্গের নাম প্রত্যাহার, সপ্তমাঙ্গের নাম ধারণা, অষ্টমাঙ্গের নাম সমাধি। প্রজাপতি দক্ষের মতানুসারে যোগ অষ্টাঙ্গসম্পন্ন নহে। তাঁহার মতে যোগের ছয়টী অঙ্গ। তাঁহার মতানুসারে যোগের প্রথমাঙ্গের নাম প্রাণায়াম, দ্বিতীয়াঙ্গের নাম ধ্যান, তৃতীয়াঙ্গের নাম প্রত্যাহার, চতুর্থাঙ্গের নাম ধারণা, পঞ্চমাঙ্গের নাম তর্ক, ষষ্ঠাঙ্গের নাম সমাধি। উক্ত ষড়ঙ্গ যোগবিষয়ে দক্ষ সংহিতায় লিখিত আছে,—

"প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারস্তু ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে॥"

৭।২

আত্মদর্শন করিতে হইলে প্রথম হইতে পর্য্যায়ক্রমে সপ্ত-প্রকার যোগাঙ্গের সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলে তবে সবিকল্প সমাধিতে অধিকার হয়। সবিকল্প সমাধির পরে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অধিকার হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধিরই অপর নাম নির্ব্বীজ সমাধি। সে অবস্থায় কোন প্রকার পূর্ব্ব সংস্কারেরই বীজ থাকে না। সেই অবস্থাতেই জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহার জীবন্মুক্তি লাভ হইয়াছে, তাঁহাতে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইলেই আত্মদর্শনে অধিকার হইয়া থাকে। আত্মদর্শনে যাঁহার অধিকার হইয়াছে, তিনিই

বিদেহ-কৈবল্যে অধিকারী হইয়াছেন। বিদেহ-কৈবল্যে যাহার অধিকার হইয়াছে, তিনি সুখ দুঃখের অতীত পুরুষ, তিনিই আত্মানন্দ মহাপুরুষ। তাঁহাকে কেবলাত্মা বলা যাইতে পারে।

স্মার্ত্ত সন্ন্যাস।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে বানপ্রস্থাশ্রম হইতে অথবা যোগ্যতা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। অন্তঃকরণে বৈরাগ্যোদয় না হইলে, সন্ন্যাসে অধিকার হয় না। বিবেক ব্যতীত বৈরাগ্য হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভগবানের অবতার ছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও, তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

> "বনাদ্‌গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
> প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি ॥৩।৫৬
> অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্।
> শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা ॥৩।৫৭"

ভগবান্ বিষ্ণুর মতে,—

> "অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্ককষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা
> সর্ব্বংবেদং দক্ষিণাং দত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ ॥১।
> আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ ॥২।"

বিষ্ণু সংহিতা ৯৬ অঃ।

হারীতের মতে,—

"এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্বিষম্।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ॥
দত্ত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্যস্তথাত্মনঃ॥
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃত্বা প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
অগ্নিং স্বাত্মনি সংরোপ্য মন্ত্রবিৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি পুত্রাদৌ স্নেহালাপাদি বর্জ্জয়েৎ।
বন্ধুনামভয়ং দত্যাৎ সর্ব্বভূতাভয়ং তথা॥"

হারীত সংহিতা ৬।১—৫

শঙ্খের মতে,—

"কৃত্বেষ্টিং বিধিবৎ পশ্চাৎ সর্ব্ববেদসদক্ষিণম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য দ্বিজো ব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ॥"

শঙ্খ সংহিতা ৭।১

বশিষ্ঠের মতে,—

"পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রতিষ্ঠেৎ।"

বশিষ্ঠ সংহিতা ১০।১

যিনি সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদানে অক্ষম, তাহার স্মার্ত্তসন্ন্যাসে অধিকারও হয় না। বশিষ্ঠ প্রভৃতির মতে যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদানে সক্ষম, তাঁহারই প্রব্রজ্যায় অধিকার হইয়া থাকে। ঐ প্রকার দ্বিজ প্রব্রজিত

হইলে তাঁহার অবস্থা কি প্রকার হয় তৎসম্বন্ধে বশিষ্ঠবাক্য দ্বারা বর্ণিত হইতেছে,—

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা চরতি যো দ্বিজঃ।
তস্যাপি সর্ব্বভূতেভ্যো ন ভয়ং জাতু বিদ্যতে॥"

বঃ সং ১০ অঃ।

কোন দ্বিজ স্মৃতিমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে বেদত্যাগী হইতে নাই। তিনি বেদত্যাগ করিলে, তাঁহাকে 'শূদ্র' হইতে হয়। তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠ সংহিতার দশম অধ্যায়ে আছে,—

"সন্ন্যসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং ন সন্ন্যসেৎ।
বেদসন্ন্যাসতো শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সন্ন্যসেৎ॥"

বশিষ্ঠের মতে,—

"একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ এক পরম ব্রহ্মই অক্ষর। তদ্ব্যতীত সমস্তই ক্ষর। সেই একাক্ষর 'ওঁ'। অতএব সেই 'ওঁ'কারই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের একটি নাম 'ওঁ'। 'ওঁ' ব্রহ্ম। সেইজন্যই 'ওঁ' নিত্য। 'ওং' যেমন নিত্য তদ্রূপ ওমের নামও নিত্য। ওমের নামও 'ওম্'। অতএব ওমের ন্যায় ওমের নামও যে 'ওম্', তাহাও নিত্য। সেই 'ওং' নাম উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক মহাত্মার মতেও উপনিষদও বেদ। ওঁ' সেই উপনিষদের অন্তর্গত। অতএব 'ওম্'ও অবেদ নহে। 'ওম্' ব্রহ্মবাচক। সেইজন্য 'ওম্'কে পরমবেদ বলা হইয়া থাকে। সেই ওমাবলম্বনে, পরিব্রাজককে প্রণায়াম অনুষ্ঠান করিতে হয়। শিব-সংহিতা, ঘেরণ্ড-সংহিতা, গোরক্ষ-সংহিতা, হঠ-প্রদীপিকা,

সিদ্ধতন্ত্র এবং প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র সকলের মতে ঐ 'প্রাণায়াম'ও এক প্রকার যোগাঙ্গ। পরিব্রাজকের অনেক সময়েই প্রাণায়াম দ্বারা কালাতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। প্রাণায়ামানুষ্ঠান দ্বারা তপস্যাও করা হয়। বশিষ্ঠ দেবের মতে প্রাণায়ামও তপস্যা। তিনি সমস্ত তপাপেক্ষা প্রণায়ামের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন জন্য **"প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ"** কহিয়াছেন। নিয়মপূর্ব্বক প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিলে, ধারণা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধারণা সমাধি সম্বন্ধে বিশেস আনুকূল্য করে। পরিব্রাজকের পক্ষে ঐ সমাধি লাভের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্ঞানযোগ সমাধি দ্বারাই আত্মানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানীরই আত্মানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। অগ্রে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকার হয় না। কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিতে করিতে স্বভাবতঃ যখন কর্ম্মে বীতরাগ হইয়া জ্ঞানযোগ প্রতি অনুরাগ হয়, তখনই জ্ঞানযোগে অধিকার হয়। ভাগবতে আছে,

"নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহকর্ম্মসু।
তেষনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥"

জীবের যতদিন কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ফল কামনা থাকে ততদিন তাহার কর্ম্মই প্রীতিজনক হয়, ততদিন তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে আনন্দ বোধ হয়। মহাপুরুষদিগের বিবেচনায়, তাঁহাদের পক্ষে ততদিন কর্ম্মযোগাবলম্বনই কর্ত্তব্য। যে সময় জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখবোধ হয়, যে সময় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই অপ্রীতিকর হয়, সেই সময়েই তাহাকে কর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষারহিত হইতে হয়। জীব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইলে, তখন তাহার জৈব ভাব অপসৃত হইবারও উপক্রম হইতে থাকে। তদবস্থায় তাঁহার জ্ঞানযোগে অধিকারও হয়। জ্ঞানযোগে অধিকার হইলে, আর

কর্ম্মযোগে অধিকার থাকে না। তখন তাঁহার কেবল দেহধারণোপযুক্ত কর্ম্মগুলিতে মাত্র অধিকার থাকে। সে অবস্থায় তাঁহাকে অসঙ্কল্পী হইতে হয়। সে অবস্থায় সেই দ্বৈতভাববিনির্ম্মুক্ত পরিব্রাজকের পক্ষে ভিক্ষা-বৃত্ত্যবলম্বনই জীবিকা সংগ্রহের উপায় হইয়া থাকে। বশিষ্ঠের মতে উপবাসাপেক্ষা ভিক্ষারই শ্রেষ্ঠতা। তদ্বিষয়ে তাঁহার মত,—

"উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষ্যং।"

সাত প্রকার ভিক্ষুকের নির্দ্দেশ আছে সেই সকলের মধ্যে পরিব্রাজকই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুক। যেহেতু তিনি দারিদ্র্যবশতঃ ভিক্ষাচরণ করেন না। তিনি ভিক্ষিত দ্রব্য সঞ্চয়ও করেন না। তিনি কেবলমাত্র নিয়মিত ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করেন মাত্র। যতিকে প্রত্যহ সপ্তাগারে ভিক্ষা করিতে হয়। তিনি প্রত্যহ ভিক্ষা করিবার পূর্ব্বে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে সঙ্কল্প করিবেন না। কারণ যতির পক্ষে সংকল্পিত ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ। তাঁহাকে এক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বা অজিন পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষা করিতে হয়। যতি যখন যে (গৃহস্থ) আলয়ে ভিক্ষার জন্য গমন করিবেন, তখন তাঁহাকে সেই আলয়ে গমন পূর্ব্বক ধূম দর্শন এবং মুষলের ধ্বনি না শ্রবণ করিতে হয়। যে আলয় হইতে ধূম উত্থিত হইবে, যে আলয়ে মুষলের কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই, সেই আলয়ে যতি ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবেন না। ঐ সকল বিষয়ে বশিষ্ঠের মত উদাহৃত হইতেছে,—

"মুণ্ডোঽমমত্বপরিগ্রহঃ সপ্তাগারাণ্যসংকল্পিতানি চরেদ্ভৈক্ষং বিধূমে সন্নমুষলে একশাটীপরিবৃতোঽজিনেন বা গোপ্রলূনৈ-

তৃণৈর্বেষ্টিতশরীরঃ স্থণ্ডিলশায্যনিত্যাং বসতিং বসেৎ গ্রামান্তে দেবগৃহে শূন্যাগারে বৃক্ষমূলে বা মনসা জ্ঞানমধীয়ানঃ অরণ্যনিত্যো ন গ্রাম্যপশূনাং সন্দর্শনে বিহরেৎ ॥”

বাঃ সং ১০ অঃ।

বশিষ্ঠদেব যতির ভিক্ষাচরণ-বিষয়িণী ব্যবস্থা বলিতে বলিতে যতির কর্ত্তব্য অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে কতিপয় বিশেষ অনুষ্ঠানের বিষয়ও বলিয়াছেন। বশিষ্ঠের মতে যতিকে মুণ্ডিত হইতে হয়। যতির পরিগ্রহে অস্পৃহা রাখিতে হয়। যতিকে মমতাবিহীন হইতে হয়। যতিকে দানাপেক্ষা দয়ার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া সদয় হইতে হয়। যেহেতু দয়াপরিশূন্য দান অনর্থক। যে দানের সহিত দয়াদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সংস্রব নাই, সে দান দান-সংজ্ঞা প্রাপ্তির যোগ্য নহে। যতিকর্ত্তৃক ঐ প্রকার দানকর্ম্ম সম্পন্ন না হওয়াই কর্ত্তব্য। যতি নিষ্কামভাবে সর্ব্ব প্রাণীকেই অভয় দান করিয়া থাকেন। তাঁহার ঐরূপ কদর্য্য দানে প্রবৃত্তিই হয় না। স্মার্ত্ত যতি হইবার পূর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে বিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই সমস্ত তপস্যায় সিদ্ধ হইলে, তবে প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক যতি হইতে হয়। যাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হন্ তাঁহাদিগকেও কিয়ৎপরিমাণে তপশ্চর্য্যা করিয়া, তবে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অতএব সেই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমের তপঃক্লেশ সকল তাঁহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে। সেই জন্যই পরিব্রাজক হইয়া তাঁহাদের তৃণাবৃত হইয়া স্থণ্ডিল-শয়নে কষ্ট বোধ হয় না। সেইজন্যই বশিষ্ঠের মতানুসারে যতিকে ছিন্ন তৃণসমূহ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করিয়া স্থণ্ডিল মধ্যে শয়ন করিতে হয়। বশিষ্ঠের সন্ন্যাসবিধি মতে পরিব্রাজকের পক্ষে ভয়ানক শীতকালেও কন্থা

বা অন্য কোন প্রকার উর্ণবস্ত্র ব্যবহার্য্য নহে। স্মার্ত্ত যতির শীতকালে কন্থা ব্যবহার করিবার পদ্ধতি থাকিলে, বশিষ্ঠও সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিতেন। অথবা বশিষ্ঠের মতে স্মার্ত্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে কন্থা ব্যবহার্য্য নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেহেতু তিনি দারুণ শীতকালেও যতির পক্ষে কন্থা ব্যবহার্য্য বিবেচনা করেন নাই। বশিষ্ঠের মতানুসারে স্মার্ত্ত যতির কোন প্রকার উত্তম শয্যা ব্যবহার করিতে নাই। স্মার্ত্ত যতির পক্ষে ভোগ বিলাস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য। কেবল মাত্র তান্ত্রিক যতির পক্ষে যোগ ভোগ উভয়ই ব্যবস্থেয়। অন্য কোন প্রকার যতির ভোগাসক্তি থাকিলে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রত্যবায় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ স্মার্ত্ত যতির পক্ষে ভোগরাহিত্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকালে, স্মার্ত্ত যতি হইবার পক্ষে বহু অন্তরায়। যেহেতু স্মার্ত্ত সন্ন্যাসে তপশ্চর্য্যাই অধিক। ঐ সন্ন্যাসে অনেক প্রকার কঠিন নিয়মই পালন করিতে হয়। কলির অন্নগত প্রাণ জীবের পক্ষে সেই সমস্ত পালন করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য ভগবান সদাশিবের মতে কলির জীবের পক্ষে তান্ত্রিক সন্ন্যাসই সুব্যবস্থেয়। তবে কোন স্মৃতিকর্ত্তাই কলিতে স্মার্ত্তসন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না অথবা তাহা কলির পক্ষে অবৈধ বলেন নাই। তাঁহারা কলির পক্ষে স্মার্ত্তসন্ন্যাস নিষেধ করেন নাই বলিয়া কলির পক্ষেও স্মার্ত্তসন্ন্যাস নিষিদ্ধ নাই। তবে ঐ প্রকার দুরূহ সন্ন্যাস গ্রহণে যদ্যপি কোন যোগ্য ব্যক্তি সক্ষম হন, তাহা হইলে স্মার্ত্তমতানুসারে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে। আমরা জানি তদ্বিষয়ে কোন স্মৃতিতেই নিষেধ নাই। স্মৃতি মতানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বহুদিনের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে নাই। সে স্থানটী নির্জ্জন প্রদেশ-রূপ হইলেও তাহাতে উচিত নব পরিব্রাজকের অন্ততঃ সেই স্থানটীর প্রতিও কোন কারণে কিম্বা শৃঙ্খলও

হইতে পারে। সেই জন্যই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু দিবস জন্য নব পরিব্রাজকের বাস নিষিদ্ধ। তবে সেই পরিব্রাজকের আত্মজ্ঞানজনিত আত্মানন্দ সম্ভোগ হইতে থাকিলে, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বস্থানই সমান। তিনি দীর্ঘকাল জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট এবং এক স্থানে থাকিলেও তৎপক্ষে কোন হানি হইতে পারে না। যে হেতু তিনি প্রকৃতিমধ্যগত হইয়াও প্রাকৃত ব্যাপারে নির্লিপ্ত। সেই জন্যই তাঁহার পক্ষে নির্জ্জন ও সজন স্থানে কোন প্রভেদ নাই। কাশীধামে সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস তৈলঙ্গ বা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী বহুদিন একস্থানে ছিলেন। তিনি যে আলয়ে ছিলেন, অনেকেই সেই আলয়টিকে পরম পবিত্র বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যস্থিত স্বামীজির আসন প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। স্বামী তৈলঙ্গ যে আলয়ে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহা কাশীর পঞ্চগঙ্গার ঘাট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত। সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দ স্বামীও দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাসস্থান কাশীধামের অন্তর্গত আনন্দ-বাগে। ইদানীং পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ স্বামী অপেক্ষা সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসক অপর কেহ কাশীধামে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই বিশুদ্ধানন্দ স্বামীও ঐ কাশীধামের ব্রহ্মপুরী নামক স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া ভক্তিমতী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক কাশীতে ব্রহ্মপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভক্তিমতী অহল্যা বা'য়ের এই ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই অনেক কীর্ত্তি আছে। গয়াধামে শ্রীগদাধরের যে বর্ত্তমান মন্দির তাহাও ঐ ভক্তিমতী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। গয়াধামে অহল্যা বা'য়ের অন্যান্য কীর্ত্তিও আছে। তথা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমহংস সচ্চিদানন্দও কেবলমাত্র কাশীতে [illegible]বাগানের বাস [illegible]ছিলেন। কাশীতে সন্ন্যাসীগণের বাস জন্য [illegible] সন্ন্যাস[illegible]ছে। প্রত্যেক মঠেই অনেক সন্ন্যাসীর বাস। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল জন্য একস্থানে বাস করিতেছেন। কাশীর অহল্যা বা'য়ের ব্রহ্মপুরী প্রবেশ করিবার জন্য যে প্রধান দ্বার আছে, তাহার সন্নিকটে এক শিবমন্দিরে একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী বহুকাল জন্য বাস করিয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর নাম আনন্দস্বামী ছিল। তাঁহাকে অনেকেই আনন্দদণ্ডী বলিতেন। উত্তম সন্ন্যাসী বলিয়া, তাঁহারও প্রসিদ্ধি ছিল। পরমহংস শুকদেব স্বামীও কাশীর কোন মঠে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের অদূরবর্ত্তী কামাখ্যামঠের মোহান্ত পরীক্ষিতানন্দ স্বামীও পিশাচমোচনসন্নিহিত কোন উদ্যানে দীর্ঘকাল ছিলেন। প্রয়াগে হংসতীর্থ স্বামীও দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানেও কত মোহান্ত, কত স্বামী দীর্ঘকাল বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের নামই এই স্থলে উদাহৃত হইতে পারিত। কেবল প্রসঙ্গবৃদ্ধিভয়ে তাঁহাদের নামাবলী কথিত হইল না। কথিত উদাহরণ সকল দ্বারা প্রতীতি হয় যে আত্ম-জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ দীর্ঘকালের জন্য সকল স্থানে বাস করিলেও তাঁহাদের অপরাবর্ত্তনীয় আত্মজ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় না। তবে যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র অল্পকালই প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনবুদ্ধি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বশীভূত হয় নাই, তাঁহারাই সর্ব্বদা একস্থানে বাস করিবেন না। যেহেতু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আসক্তিকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, যেহেতু তাঁহারা মমতাকে আপনাদিগের বশে রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তাঁহাদিগের পক্ষে বিবিক্তদেশে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। বশিষ্ঠের মতানুসারে গ্রামের বহির্দ্দেশই স্মার্ত্ত সন্ন্যাসীর উত্তম বাসোপযোগী স্থান। স্মার্ত্ত সন্ন্যাসী ঐ প্রকার স্থানে থাকিতে অক্ষম হইলে তিনি নগর বা গ্রামের শেষ সীমায় বাস করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে নগর বা গ্রামাভ্যন্তরে বাস করিতে হইলে, তিনি কোন দেবগৃহে কিম্বা শূন্যাগারে

বাস করিতে পারেন। তিনি যখন অধিক তপঃক্লেশসহিষ্ণু হইবেন, তখনি তাঁহাকে 'অনিকেত' হইতে হইবে। অনিকেত পরিব্রাজককে বৃক্ষমূলেই বাস করিতে হয়। তাঁহার পক্ষে গ্রামস্থ বৃক্ষমূলে বাসও নিষিদ্ধ নহে, তাহাও অনেক মহাত্মা বলিয়া থাকেন। কিন্তু বশিষ্ঠদেবের মতে তাঁহাকে নিত্য অরণ্য মধ্যেই বাস ও বিচরণ করিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, অরণ্যের যে স্থান হইতে গ্রাম্যপশুগণকে দর্শন করা যায়, অনিকেত পরিব্রাজককে তথায়ও বিচরণ করিতে নাই। তবে যে সমস্ত স্মার্ত্ত সন্ন্যাসীগণ নিকেতনে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যহ গো-সন্দর্শন কর্ত্তব্য। যে হেতু 'গো' স্বয়ং ধর্ম্ম। পরিব্রাজক না হইতে পারিলে, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সন্দর্শনেও ক্ষমতা হয় না। প্রকৃত পরিব্রাজকই ধর্ম্ম মর্ম্মজ্ঞানে পূর্ণাধিকারী। সেইজন্য তাঁহার ধর্ম্মই অবলম্বন। অধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শঙ্খ সংহিতার মতানুসারে যতিকে বহির্বাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহার মতানুসারে পরিধান জন্য যতিকে কেবল কৌপীনই ব্যবহার করিতে হয়। কৌপীনেরই অপর নাম 'অন্তর্ব্বাস'। স্মার্ত্ত যতির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধাতুপাত্রই অব্যবহার্য্য। তাঁহার ভোজন জন্য মৃন্নির্ম্মিত পাত্রই ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। জল পান জন্য তাঁহাকে মৃৎপাত্র অথবা অলাবু পাত্রই ব্যবহার করিতে হয়। যতির ঐ দ্বিপ্রকার পাত্র অশুদ্ধ হইলে জলযোগে মার্জ্জিত করিতে হয়। শঙ্খের বিবেচনায় ঐ দুই পাত্র সম্বন্ধে কথিত শুদ্ধিই বিহিত। শঙ্খের মতে যতিকে কোন ব্যক্তির গৃহে বসিয়াই আহার করিতে নাই। নিজ তৃপ্তি জন্য যতিকে রন্ধন করিতে নাই অথবা রন্ধন করাইতে নাই। যতিকে প্রত্যহই ভিক্ষান্ন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়। যতির ভিক্ষা করিবার নিয়ম বশিষ্ঠের মতানুসারে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা শঙ্খের মতানুসারে যতির ভিক্ষা করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে,—

"বিধূমে ন্যস্তমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে।
অতীতে পাদসম্পাতে নিত্যং ভিক্ষাং যতিশ্চরেৎ ॥ ২।
ন ব্যথেত তথা লাভে যথা লব্ধেন বর্ত্তয়েৎ।"

শঙ্খ সংহিতা। ৭ম অঃ।

ভগবান্ হারীতের মতে,—

"স্থিত্যর্থমাত্মনো নিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ।
সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহাণ্যভাবপত্ত তু।
সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেণ বৈ ॥
পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শেষয়েৎ।
যাবত্তান্নেন তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদ্ভৈক্ষং সমাচরেৎ ॥"

হারীত সংহিতা। ৬।১১—১৩

ভগবান্ বিষ্ণুর মতে,—

"আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ ॥ ২। সপ্তাগারিকং ভৈক্ষমাদদ্যাৎ ॥ ৩। অলাভে ন ব্যথেত ॥ ৪। ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত ॥ ৫। ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্রসম্পাতে ভৈক্ষমাদদ্যাৎ ॥ ৬। মৃন্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা ॥ ৭। তেষাঞ্চ তস্যাদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ॥ ৮। অভিপূজিতলাভাদুদ্বিজেত ॥ ৯।"

বিষ্ণু সংহিতা ৯৬ অঃ।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৮

অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩।৫৯

প্রসিদ্ধ স্মৃতিবেত্তা মহাশয়গণের মতানুসারে স্মার্ত্তযতির ভিক্ষাপদ্ধতি কথিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, যতি কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইবেন না। মমতা বশতই অনুরাগ স্ফুরিত হইয়া থাকে। যতিকে নির্ম্মম হইতে হয়। যতির পক্ষে মমতা বিষম বন্ধন। আত্মজ্ঞানের পূর্ণোদয়ে মমতার নিবৃত্তি হয়। অহংকার হইতে মমতার স্ফূর্ত্তি। আত্মজ্ঞানী পুরুষ নিরহঙ্কার। সুতরাং তাঁহার মমতারও নিবৃত্তি হইয়াছে। যাঁহার মমতার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহার দ্বেষ্য কেহই নহেন। স্মার্ত্তমতানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অভ্যাস দ্বারা দেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। যে স্থলে থাকিলে পূর্ব্বানুরাগের পাত্রপাত্রী সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে, নব প্রব্রজিতের সে স্থলে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত তাহাদের অবিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতে হয়। তাঁহাদের বিজ্ঞাত স্থানে বাস করিলে অনেক সময়েই তাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিতে পারেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার তাঁহাদের সহিত সংস্রব হইতে থাকিলে, পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহার উদ্দীপনা হইতে পারে। তদ্দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসের বিশেষ হানিও হইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতানুসারে বানপ্রস্থাশ্রমের পরবর্ত্তী যে আশ্রম, সেই আশ্রমকেই অনেক শাস্ত্রে চতুর্থ আশ্রম বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্ত আশ্রমের নাম সন্ন্যাসাশ্রম দেওয়া হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে ঐ প্রকার আশ্রমাবলম্বীকে ‘যতি’ বলা যাইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে ঐ প্রকার যতিকে দণ্ডী হইতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে একদণ্ডী হইবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহার মতে ত্রিদণ্ডী হইতে হয়। তাঁহার মতে ত্রিদণ্ডীকে কমণ্ডলু ধারণও করিতে হয়। তবে ঐ প্রকারে ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ বিধি-অনুসারেই করিতে হয়। যেহেতু কোন প্রকার অবৈধ কার্য্যই কোন স্মৃতিসম্মত নহে। বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিয়মপূর্ব্বক প্রাজাপত্য-যজ্ঞাচরণ করিতে হয়। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গেই প্রব্রজ্যাগ্রহণোদ্যত মহাত্মার সর্ব্বযজ্ঞেরই পরিসমাপ্তি হয়। তখন তিনি আপনাতেই সর্ব্বপ্রকার অগ্নি আরোপ করেন। তৎপরে তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর জ্ঞানযজ্ঞেরই অধিকারী হন। সে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার ভৌতিকাগ্নির প্রয়োজন হয় না। সে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণই ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥"

সেই জ্ঞানযজ্ঞে যাজ্ঞিক যিনি, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হইয়াছে। তিনিই প্রকৃত পণ্ডাসম্পন্ন হইয়াছেন। তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। তাঁহারই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-বিভায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের লক্ষণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে নিহিত আছে। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের বিষয়ই শ্রীভগবান্ এই প্রকারে নরনারায়ণ শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছিলেন,—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥"

ঐ প্রকার পণ্ডিত যিনি, তিনিই অভেদদর্শী, তিনিই অভেদজ্ঞানী।

তাঁহার মত সুধী পণ্ডিত মহাত্মাগণ সম্বন্ধেই পুনর্ব্বার গীতানুসারে বলা যাইতে পারে,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

তাঁহার যে পণ্ডিত উপাধি তাহা 'পণ্ড' শব্দ হইতে নহে। যাহার সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও আত্মজ্ঞান হয় নাই, অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই, তাঁহার যে পণ্ডিত উপাধি, তাহা 'পণ্ড' শব্দ হইতেই হইয়াছে। যে হেতু তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। কেবলমাত্র কোন শাস্ত্রের শব্দ সকলের অর্থ জানিলেই সেই শাস্ত্রজ্ঞান হয় না। সেই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বোধ না হইলে যথার্থ সেই শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করা হয় না। যাহার প্রত্যেক শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞানী, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রী। তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রের যে পরস্পর 'ঐক্য' আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিনি সেই ঐক্য যাঁহার বিষয়ে, তাঁহাকেও বুঝিয়াছেন। অতএব তিনি ছিন্নসংশয় হইয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে বিবেক যাহা, তাহা তাঁহার লাভ হইয়াছে। অতএব তাঁহার মূর্খতাও অপসৃত হইয়াছে। যতদিন না 'সৎ' সচ্চিদানন্দ এবং সেই সচ্চিদানন্দ ব্যতীত সমস্তই অসৎ বোধ হয়, ততদিন মূর্খতাও থাকে। যদ্যপি কোন সংস্কৃতভাষাবিৎ সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থেরই ভাষার অর্থ করিতে পারেন, শিবাবতার পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে তাঁহাকেও অমূর্খ বলা যায় না। যেহেতু মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে সংস্কৃতভাষাবিৎ অমূর্খ বা পণ্ডিত নহেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে বিবেকসম্পন্ন যিনি, তিনিই অমূর্খ, তিনিই পণ্ডিত। কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের কোন শিষ্য শঙ্করাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"মূর্খঃস্তু কো ?" সেই জিজ্ঞাসক শিষ্যকে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যস্তু বিবেকবিহীনং।" কিন্তু তিনি স্বীয় শিষ্যকে বলেন নাই যে সংস্কৃতভাষা যিনি জানেন না, তিনিই মূর্খ বা অপণ্ডিত। পরমজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে বিবেকীই অমূর্খ, বিবেকীই পণ্ডিত। বিবেক-সম্পন্ন যে পণ্ডিত, তাঁহার অজ্ঞানের সঙ্গে সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার ভাস্বরজ্ঞানালোকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে।

মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি হইতে থাকিলে, তজ্জন্য অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে সেই অধর্ম্মের রোধ জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি অধর্ম্মের রোধ করিলে, আর ধর্ম্মের গ্লানি হইতে পারে না। তখন ধর্ম্মেরই অভ্যুত্থান হইতে থাকে। ধর্ম্মের সেই প্রকার অভ্যুত্থান অবতীর্ণ-ভগবান্ কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে। তিনিই ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অতএব ভগবান যখনই জগতে অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপেও পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কোন ধর্ম্মেরই লোপ করেন নাই। সেইজন্যই শ্রীবেদব্যাসের অবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার

শ্রীচৈতন্যভাগবত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।"

আর্য্যদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সে সমস্ত ধর্ম্মও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আর্য্যদিগের লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারেও পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালিক বিকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্মকে অবিকৃতরূপে পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লুপ্ত বানপ্রস্থ ধর্ম্মকেও পুনর্জীবন প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন সন্ন্যাসধর্ম্মে যে বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহারও বিশেষ সংশোধন করিয়াছিলেন। এই কলিকালে সেই সন্ন্যাসধর্ম্মের যে প্রকারে সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য, তিনি সেই ধর্ম্মকে সেই প্রকারেই সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক ভ্রান্তলোকেরই ধারণা, যে কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নাই। সেই সকল লোকের প্রবোধ জন্যই স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্ও এই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলিকালেও যে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে পারে, তাহা তিনি নিজে সন্ন্যাসী হইয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। যদ্যপি এই কলিকালেও সন্ন্যাস গ্রহণ না হইতে পারিত, তাহা হইলে ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্ কখনই এই কলিকালে সন্ন্যাসী হইতেন না। কলিকালের পক্ষে সন্ন্যাস অনুপযোগী হইলে, শ্রীবলদেবের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও এই কলিকালে সন্ন্যাসী হইতেন না। কলিকালের পক্ষে সন্ন্যাস অনুপযোগী হইলে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী সন্ন্যাসী হইতেন না। এই কলিকালের পক্ষে সন্ন্যাস অনুপযোগী হইলে, মহাপুরুষ ঈশ্বর পুরী, মহাত্মা কেশবভারতী, রামচন্দ্রপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী এবং ব্রহ্মানন্দপুরী

প্রভৃতি সন্ন্যাসী হইতেন না। তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিশ্বরূপ ভগবান্ শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া এই কলিকালেই অনন্তপথের পথিক হইতেন না। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণাদি মতে পরমহংস শঙ্করাচার্য্য পরমেশ্বর শিবের অবতার। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থানুসারে শ্রীশঙ্করাচার্য্য শিবাবতার। তাঁহাকে পরমশিবও বলা হইত। অদ্ভুত আত্মজ্ঞান জন্য, অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য জন্য, তাঁহার অবতার কালে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে পরম পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সনাতন সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপাবলে 'মণ্ডন' পরে সুরেশ্বরাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহারা সুরেশ্বরাচার্য্যের বেদান্তবার্ত্তিক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতিভা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার উজ্জ্বল আত্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন। সুবিখ্যাত সুরেশ্বরাচার্য্য ব্যতীত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য অনেক শিষ্য ছিলেন। সে সকলের মধ্যে সনন্দন বা পদ্মপাদই সর্ব্বপ্রধান। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থের মতে তিনিই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য। তিনি শঙ্করস্বামী কর্ত্তৃক প্রথমতঃ সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থমধ্যে তাঁহার গুরুভক্তির বিশেষ বিবরণ আছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং শঙ্করদিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে তাঁহাকেও শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার বলা যাইতে পারে। তাঁহার স্বীয় গুরু ভগবান্ শ্রীশঙ্করানন্দ স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং একান্ত নির্ভর ছিল। অনেক গ্রন্থে সুরেশ্বরাচার্য্যাপেক্ষাও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থানুসারে সুরেশ্বরাচার্য্যকে ভগবান্ ব্রহ্মার অবতার বলা যাইতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

'তোটক' নামে যে শিষ্য ছিলেন, তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পুরীদিগের আদি পুরুষ। তিনিই সারদামঠের আদি 'মোহান্ত' ছিলেন। অনেক দশনামী সন্ন্যাসীর মতে তাঁহারও এক নাম 'শঙ্কর' ছিল। সেইজন্য অনেকে বলেন অদ্যাপি সারদামঠের যখন যিনি 'মোহান্ত' হন, তখন তিনিও ঐ শঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রবাদবাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শিষ্য তোটককে যে সময়ে আত্মবিদ্যাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি তৎসঙ্গে স্বীয় নামও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য অদ্যাপি তন্মতাবলম্বীদিগের মধ্যে, যিনি নিজ যোগ্যতা দ্বারা প্রসিদ্ধ সারদামঠের মোহান্ত হন, তিনিও শঙ্করাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই প্রাচীন প্রথানুসারে কথিত সারদামঠের বর্ত্তমান মোহান্তরাজের নামও শঙ্করাচার্য্য। তিনিও এই কলিকালের সন্ন্যাসী। তিনি পাণ্ডিত্য জন্যও বিখ্যাত। তাঁহারও অনেক সন্ন্যাসী শিষ্য আছে। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলেই এই শ্রীধাম হইতে জগজ্জ্যোতিঃ উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছেন। তিনি অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য উপাধি সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন দশনামীসন্ন্যাসীসম্প্রদায়ান্তর্গত সারদামঠের মোহান্ত তদ্রূপ ঐ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সমস্ত মঠের প্রত্যেক মঠেও মোহান্ত সকল আছেন। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মোহান্তই সন্ন্যাসী। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এই কলিকালের সন্ন্যাসী। তাঁহাদের প্রায় সমস্ত শিষ্যেরই সন্ন্যাস ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের সমস্ত শিষ্যই অবশ্যই কলিকালেই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। দশনামীসন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মোহান্ত-মহারাজ-দিগের সন্ন্যাসীশিষ্যসকল ব্যতীত সেই সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসীর অনেক সন্ন্যাসীশিষ্যসকলও আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

তোটক, পদ্মপাদ এবং মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরাচার্য্য ব্যতীত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অপর একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই নাম 'হস্তামলক'। হস্তামলকও এই কলিকালে শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল ব্যতীত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য বহু সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই কলিকালে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ও সন্ন্যাসী ছিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অদ্যাপি বহু সন্ন্যাসী বিদ্যমান রহিয়াছেন, অদ্যাপি সেই সম্প্রদায়ের মতানুসারে কত লোক সন্ন্যাসী হইতেছেন। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতাদি মতে ভগবান্ ঋষভদেবও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আত্মবিদ্যা-পরায়ণ অবধূত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে তৎকর্ত্তৃক অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতই আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। সেই সমস্ত আত্মবিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতসন্ন্যাসী মহাত্মাদিগেরও কত শিষ্য অদ্যাপি এই ভূমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মহানির্ব্বাণমঠের, অদ্বৈতমঠের, পরমহংস-মঠের, অবধূতমঠের এবং সমাধিমঠের অন্তর্গত কত সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই কলিকালের সন্ন্যাসী, ঋষভ-সম্প্রদায়ে বা অবধূত-সম্প্রদায়ে অদ্যাপিও কত মুমুক্ষু আত্মতত্ত্বাভিলাষী পুরুষশ্রেষ্ঠসকল সুপবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। কলি সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে বাধক হইলে, ঐ সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ কখনই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন না। বেদবেদান্তাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসকলমতে কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধ থাকিলে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ আত্মজ্ঞানী, অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ কখনই এই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না। তিনি

দেবজ্ঞ হইয়া, তিনি বেদান্তবিৎ হইয়া, সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রী হইয়া; কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যবায় থাকিলে, প্রসিদ্ধ কোন নিষেধ বাক্য থাকিলে, তিনি কখনই এই কলিকালে নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না এবং বহু সংখ্যক লোককে এই কলিকালে সেই সনাতন-সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়া, লোকসকলকে কখনই অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেন না। তিনি যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্ম বিশেষ বিকৃতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি নিজ স্বাভাবিক কারুণ্যবশতঃ জীবকুলের উদ্ধার জন্য সেই বিকৃতিপ্রাপ্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম পুনঃ সংস্কার করিয়া, নিজে সেই অপূর্ব্বধর্ম্মামৃত অনেককেই পান করাইয়াছিলেন। অনেককেই দ্বৈতবারিণী আত্মবিদ্যায় অধিকার দিয়াছিলেন। জীব-শিবের অদ্বৈততা কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি অজ্ঞানী-দিগকেও জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া স্বীয় গুরুদেব পরমহংসাচার্য্য শ্রীমৎ গোবিন্দ-ভাগবতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দভাবতও এই কলিকালের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি অনন্ত-দেবের অবতার। সেই অনন্তই নিত্যানন্দাবধূত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অবধূতাশ্রম।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদির মতে অবধূতাশ্রমই কলিযুগোপযোগী সন্ন্যাস। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥"

অনেক শাস্ত্রানুসারেই অবধূতাশ্রম সর্ব্বগের পক্ষেই উপযোগী।

কলিযুগের পূর্ব্বযুগত্রয়েও এই ভারতবর্ষে অনেক অবধূত বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অনেক প্রাচীন শাস্ত্রেই অনেক অবধূত মহাপুরুষ-গণের উল্লেখ আছে। রাজন্যশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ মহারাজকে যে মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভাগবত কহিয়াছিলেন তিনিও অবধূত ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে পরমহংসাবধূত কহিতেন। সেইজন্য মহাত্মা পরীক্ষিৎ সকাশে তিনি যে ভাগবত কহিয়াছিলেন, সেই ভাগবতকে পারমহংসসংহিতা বলা হইয়া থাকে। সেই ভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত পারমহংসসংহিতাও বলা যায়। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেই শ্রীমদ্ভাগবতের একটী নাম পারমহংসসংহিতা। সেই সংহিতা মহাপুরুষ শ্রীশুকদেব গোস্বামীই পুণ্যাত্মা পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন। ঐ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেই শ্রীশুকও অবধূত। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যান্য অবধূতগণেরও উল্লেখ আছে। সেই সকল অবধূতের মধ্যে যাঁহার পুণ্যবতী সুদেবীর গর্ভে জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারই নাম ঋষভদেব। শ্রীমদ্ভাগবত মতে তিনিও শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার। তিনি অনেক পণ্ডিতকেই আত্মতত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। ভগবান্ দত্তও অবধূত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম অত্রি মুনি। সেইজন্য তিনি আত্রেয়ও বটেন। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে তাঁহাকে দত্তাত্রেয় বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদির মতে তিনিও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এক অবতার। অদ্যাপি এই ভারতবর্ষে তাঁহারও এক সম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। নগ্ন সন্ন্যাসী বা নাগা সন্ন্যাসীগণই তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। শ্রীভাগবতানুসারে পরমভক্ত প্রহ্লাদও তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। অলর্ক এবং হৈহয় প্রভৃতিও তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে যিনি জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ, তিনিও অবধূত ছিলেন। শ্রীবলরামের অবতার নিত্যানন্দদেবও অবধূত ছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকেও 'অবধূতরায়' বলা হইয়াছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রের মতে স্বয়ং শিবই অবধূত। সে মতে স্বয়ং শিবাই অবধূতী। উক্ত তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"অবধূতঃ সাক্ষাৎ শিবঃ।"

সেইজন্য বলি অবধৌতিক সন্ন্যাস কেবল কলিযুগেই প্রচলিত নহে। ঐ সন্ন্যাস সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগেও প্রচলিত ছিল। ঐ সন্ন্যাস অদ্যাপি কলিযুগেও প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রসিদ্ধ নির্ব্বাণতন্ত্রেও অবধূতাশ্রমের বিষয় বর্ণিত আছে। তন্মধ্যেও কলিযুগে অবধূতাশ্রমী হইতে নাই বলা হয় নাই। তন্মধ্যে বরঞ্চ তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাই আছে। মুণ্ডমালাতন্ত্রেও অবধূত সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তাহাতেও কলিযুগে অবধূতাশ্রম প্রবেশ সম্বন্ধে কোন নিষেধ বাক্য নাই। ১৯৪ খানি তন্ত্রের মধ্যে কোন তন্ত্রেই কলিযুগের পক্ষে অবধূতাশ্রম উপযোগী নহে বলা হয় নাই। কোন তন্ত্রই অবধূতাশ্রমের বিরুদ্ধ নহে। এই কলিযুগে অবধৌত সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না এ কথা কোন পুরাণমধ্যেও দৃষ্ট হয় না, একথা কোন উপপুরাণমধ্যেও দৃষ্ট হয় না, একথা বিংশ স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতিতেও দৃষ্ট হয় না, একটা কোন দর্শনেও দৃষ্ট হয় না, একথা নিরুক্তাদি কোন বেদাঙ্গেও দৃষ্ট হয় না, এ কথা চতুর্ব্বেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ভগবান্ দত্তাত্রেয় অবধূত ছিলেন, ভগবান্ ঋষভদেবও অবধূত ছিলেন, প্রসিদ্ধ জড়ভরতও অবধূত এবং ব্রহ্মবিদ্যা-পরায়ণ ছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও অবধূত ছিলেন। এই কলিযুগে ভগবান্ বলদেবের অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও অবধূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতানুসারে সর্ব্বাবতারের সমষ্টি, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীশচীনন্দন

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুও অবধূত ছিলেন। যেহেতু চৈতন্যভাগবতে তাঁহাকে "অবধূত রায়" বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি অবধূত ছিলেন না বলা যায় না। অদ্যাপি দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ে কত অবধূত রহিয়াছেন, অদ্যাপি ঋষভ সম্প্রদায়ে কত অবধূত রহিয়াছেন, কত অবধূত হইতেছেন। বরঞ্চ কোন কোন পুরাণমতে এবং তন্ত্রমতে কলিযুগে দণ্ডাশ্রম গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু তাহা শ্রৌতসংস্কার। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে কলিযুগে শ্রৌতসংস্কারে কোন ব্যক্তিরই অধিকার নাই। তান্ত্রিক মতানুসারে কলিযুগের জীবদিগের পক্ষে শৈবসংস্কারই বিশেষ উপযোগী। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেও এই কলির পক্ষে তান্ত্রিক মতই বিশেষ উপযোগী। সেইমতে তন্ত্রানুসারেই কলিযুগে সাধনা করিতে হইবে। কোন কোন পুরাণ এবং তন্ত্রানুসারেই কলিযুগের পক্ষেই দণ্ডাবলম্বনে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন বেদমধ্যেই ঐ প্রকার নিষেধ বাক্য নাই। অতএব বেদানুসারে কলিযুগেও দণ্ডগ্রহণ দ্বারা সন্ন্যাস অবলম্বন করা যাইতে পারে। সন্ন্যাস সম্বন্ধে সামবেদেই বিশেষ বিবরণ আছে। সামবেদে সন্ন্যাসোপনিষন্মধ্যেই সন্ন্যাসবিধি আছে। সে বিধি অনুসারে সর্ব্বযুগেই সন্ন্যাস গৃহীত হইতে পারে। কলিযুগের পক্ষে কোন প্রকার সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইলে, তন্মধ্যে তাহার উল্লেখও থাকিত। তন্মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই বলিয়া, সর্ব্বযুগেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইতে পারে।

কোন বেদে ও কোন স্মৃতিতেই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না বলা হয় নাই। সেইজন্য কলিকালেও সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে বুঝিতে হইবে। অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রীয় প্রমাণাপেক্ষা বৈদিক এবং স্মার্ত্ত প্রমাণই অধিক বলবৎ। তন্ত্রমতে কলিযুগে অবধূত-সন্ন্যাসী হইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে কলিযুগের পক্ষে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে,—

বেণরাজার পিতা অঙ্গরাজা গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগান্তে প্রব্রজ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি গার্হস্থ্য পরিত্যাগে বানপ্রস্থ হন নাই। ভগবান্ ঋষভদেবও গার্হস্থ্যাশ্রমের পরেই অবধূত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

অনেকে বলেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে কলিকালে অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, মাংস দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি এবং সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না। তাঁহাদের মত সমর্থন জন্য, তাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই শ্লোকও বলিয়া থাকেন,—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় উক্ত শ্লোকাবৃত্তি দ্বারা অনেক সন্ন্যাসদ্বেষী ব্যক্তিই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদ্যপি ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না। কথিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় শ্লোকে কলিতে সন্ন্যাস বিবর্জ্জন করিবার কথা আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত তাহা কি বিবর্জ্জিত হইতে পারে? এক ব্যক্তি যাহা গ্রহণ করে নাই, তাহা সে ব্যক্তি কি প্রকারে বিবর্জ্জন করিবে? এই কলিতে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কোন শাস্ত্রানুসারে সেই সন্ন্যাস পরিত্যাগের প্রয়োজন হইলে, তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াই তাহা কি প্রকারে পরিত্যাগ করা হইবে? সেই-জন্যই বলিতে হয় সাধারণ লোকেরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কলিকালের

সন্ন্যাসাদি বিবর্জ্জনবিষয়ক যে শ্লোক আছে, তাহার যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহাদের ঠিক গ্রহণ করা হয় না। ভগবদ্ গীতা অনুসারে অবগত হওয়া যায়, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরে তবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া যায়। নানা শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসও এক প্রকার ধর্ম্ম। সন্ন্যাসও সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্গত এক প্রকার ধর্ম্ম। শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনের পরে তবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গৃহীত হইতে পারে। সন্ন্যাস ধর্ম্মের পর শাস্ত্রানুসারে আর অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম গৃহীত হইতে পারে না। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসধর্ম্মই শেষ ধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অবগত হওয়া হইল শ্রীভগবানের শরণাগত হইতে হইলে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্গতই সন্ন্যাস ধর্ম্ম। অতএব শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়। ভগদ্বাক্যানুসারে বুঝিতে হয়, সর্ব্বধর্ম্মের গ্রহণ এবং পরিত্যাগান্তে তবে শরণাপন্নের অবস্থা লাভ করা যায়, তবে সেই সুদুর্ল্লভ অবস্থার অধিকারী হওয়া যায়। সম্পূর্ণ ভগবানে বিশ্বাস না হইলে, সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ৮৩ অধ্যায় হইতে নন্দের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,—

"দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥৮১।
পূর্ব্বকর্ম্মাণি দগ্ধ্বা চ পরকর্ম্মাণি কৃন্তনং।

কুরুতে চিন্তয়েন্মাঞ্চ যায়াত্তু মম মন্দিরম্ ॥৮২।
সন্ন্যাসিনঃ পদস্পার্শাৎ সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি বৈষ্ণবশ্চ যথা ব্রতী ॥৮৩।
সন্ন্যাসিনশ্চ স্পর্শেন নিষ্পাপো জায়তে নরঃ।
ভুক্ত্বা সন্ন্যাসিনং লোকশ্চাশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৮৪।
নত্বা চ কামতো দৃষ্ট্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ।
ফলং সন্ন্যাসিনাং তুল্যং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাং ॥৮৫।
সন্ন্যাসী যাতি সায়াহ্নে ক্ষুধিতো গৃহিণাং গৃহং।
সদন্নং বা কদন্নং বা তদ্দত্তং নৈব বর্জ্জয়েৎ ॥৮৬।
ন যাচতে চ মিষ্টান্নং ন কুর্য্যাৎ কোপমেব চ।
ন ধনগ্রহণং কুর্য্যাৎ একবাসা নিরীহিতঃ ॥৮৭।
শীতগ্রীষ্মে সমানশ্চ লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
তত্র স্থিত্বৈকরাত্রঞ্চ প্রাতরন্যস্থলং ব্রজেৎ ॥৮৮।
যানমারোহণং কৃত্বা গৃহীত্বা গৃহিণো ধনম্।
গৃহং কৃত্বা গৃহীব স্যাৎ স্বধর্ম্মা পতিতো ভবেৎ ॥৮৯।
কৃত্বা চ কৃষিবাণিজ্যং কুবৃত্তিং কুরুতে চয়ঃ।
স সন্ন্যাসী দুরাচারো স্বধর্ম্মাৎ পতিতো ভবেৎ ॥৯০।
অশুভঞ্চ শুভঞ্চাপি অকর্ম্ম কুরুতে যদি।
বহিষ্কৃতঃ স্বধর্ম্মাচ্চাপ্যুপহাস্যঞ্চ তদ্ভবেৎ ॥৯১।

গার্হস্থ্য আশ্রমের গুরুই সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু নহেন। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে স্বতন্ত্র গুরু করিতে হয়। সন্ন্যাশ্রমের গুরু

কোন গৃহস্থ হইতে পারেন না। সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু সন্ন্যাসীই হইতে পারেন।

যিনি অজ্ঞানরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতেছেন তিনিই পরিব্রাজক। তিনি সেই জ্ঞানমার্গাবলম্বনে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আর তাঁহাকে সে মার্গে বিচরণ করিতে হইবে না।

সকল অবস্থা যাহার দাসী তিনিই পরমহংস। প্রশংসা যাহার দাসী তিনিই পরমহংস। বিধিনিষেধ উভয়ই যাহার দাস তিনিই পরমহংস।

তোমার সামান্য আহারনিদ্রা চলনবলনই ত্যাগ হয় নাই। তবে তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ কি প্রকারে বলিব? সন্ন্যাস অর্থে যে সম্পূর্ণরূপ সর্ব্বত্যাগ।

সন্ন্যাসবিধি অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করা অকর্ত্তব্য। যেহেতু তদ্দ্বারা অপরাধ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার বেশদ্বারা অ-সন্ন্যাসী-দিগকে প্রবঞ্চনা করা হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ প্রকার সন্ন্যাসবেশীকেও প্রকৃত সন্ন্যাসী বোধে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যিনি অন্তরে সন্ন্যাসী হন নাই, আমাদিগের মতে তিনি বৈধ সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা সন্ন্যাসীর বেশ না করিলে ভাল হয়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম। দশমোল্লাসঃ। শ্রীদেব্যুবাচ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥১১ সদাশিব কহিলেন,—

হে কালিকে! আমি তোমার নিকট যথাযথরূপে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১) লোকে সুসমাহিত চিত্তে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্তুদেব ও ভূস্বামী অর্চ্চনা করিবে। (১২) প্রণবোচ্চারণ করিতে করিতে দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিবে; পঞ্চ, নব, সপ্ত, অথবা ত্রিসংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়। (১৩)

গর্ভশূন্য সাগ্র ঊর্দ্ধাগ্র কুশ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তযোগে সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইবে। (১৪) হে শিবে! বৃদ্ধি এবং পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ছয়টি এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ কল্পনার আবশ্যক। (১৫) অনন্তর সুধী ব্যক্তি কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে একপাত্রে উত্তরাস্য স্থাপন করতঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে। (১৬) জলদেবতা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, জলদেবতা আমাদের পানের নিমিত্ত এবং জলদেবতা আমাদের নিমিত্ত সম্যক প্রকারে মঙ্গল বিধান করুন। (১৭) অনন্তর কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। (১৮) সুধী ব্যক্তি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তুলসী-পত্র ও দর্ভের সহিত দুই দুইটী একত্র করিয়া ছয়টী পাত্র স্থাপন করিবে। (১৯) পশ্চিম স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটী ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ এবং দক্ষিণ দিক্ স্থাপিত চারিটী পাত্রে চারিটি…।

সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, ঋণত্রয় মোচন, আত্মশ্রাদ্ধ, বহ্নিস্থাপন, সাকল্যহোম, ব্যাহৃতি-হোম, প্রাণহোম, তত্ত্বহোম, যজ্ঞোপবীতহোম, শিখাচ্ছেদন ও আহুতি প্রদান, মহাবাক্যের উপদেশ, শিষ্যকে আত্মস্বরূপ জ্ঞানে গুরুর প্রণাম, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার।

চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্তই উপসনাদি কথন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্—অষ্টমোল্লাসঃ।

কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥২২৮

গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥২২৯

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥২৩৭
তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যুয়মনৃণং কুরুতাচিরাৎ ॥২৩৮
ইত্যানৃণ্যং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥২৪৩
হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥২৪৪
বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং দহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা।
স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥২৫৫
ঐং ক্লীং হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাত্তত্তার্য্য মন্ত্রবিৎ।
যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ ॥২৫৬
হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্ ॥২৫৭
ছিত্ত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিয়োজয়েৎ।
ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৫৮
কামং মায়াং কূর্চ্চমন্ত্রং বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্।
তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥২৫৯
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ গুরুম্ ॥২৬৩
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংস সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥ ২৬৪

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬৬

অনন্তর সংসার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ মনে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। (২২৮)। হে পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে, নাথ! এক্ষণে আমার সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ে প্রসন্ন হউন। (২২৯)। তৎপরে শিষ্য কৃতস্নান ও জিতাত্মা হইয়া আহ্নিককার্য্য সমাধা করিবেন, পরে তিনটী ঋণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। (২৩১)। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, রুদ্রানুচরগণ, ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, সনকসনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ এবং পিতৃগণের যেরূপ পূজা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (২৩২, ২৩৩)। হে দেবী! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, পূর্ব্বদিকে দেবগণ ও ঋষিগণ, দক্ষিণদিগকে পিতৃপক্ষ এবং পশ্চিমে মাতামহপক্ষের পূজা করা সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে বিধি। (২৩৪, ২৩৫)। পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নিমিত্ত দুই দুই আসন স্থাপন করা এবং এই আসনে যথাক্রমে দেবতা প্রভৃতির আবাহন পূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। (২৩৬)। অনন্তর যথাবিধি সকলের অর্চ্চনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, এইরূপে পিতৃ-পিণ্ড প্রদান-বিধি ক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের নিকট কৃতাঞ্জলীপুটে এই প্রার্থনা করিবে। (২৩৭)। হে পিতৃগণ! হে মাতৃগণ! হে দেবগণ! হে ঋষিগণ! আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা আমাকে অঋণী করুন। (২৩৯)।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৭
তৃপ্যন্ত্বেবং পিতরো দেবা দেবর্ষি মাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যুয়মনৃণিং কুরুতাচিরাৎ ॥ ২৩৮
ইত্যানৃণ্যং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।

পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সকলেই আত্মস্বরূপ, অতএব আত্ম-ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আপনার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য। (২৪০)। হে দেবি! পূর্ব্ববৎ আসন কল্পনা করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক আরাধনান্তর পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া তদুদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। (২৪১)। দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পিণ্ড-দানার্থে যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া আপনার জন্য উদগ্র-কুশ আস্তীর্ণ করিবে। (২৪২)। মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুদর্শিত প্রথানুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য—

মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৩
হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২৪৪

অনন্তর গুরু, উপাসনানুসারে বেদীর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবেন। (২৪৫)। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শিবপ্রদর্শিত পদ্ধতি মতে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করতঃ পূজান্তে বহ্নি স্থাপন করিবে। (২৪৭)। পরে গুরুদেব পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত বহ্নি-মধ্যে স্বকল্পোক্ত আহুতি প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া সাকল্য হোম করিবেন। (২৪৮)। অগ্রে ব্যাহৃতি পশ্চাৎ প্রাণহোম করিবে, এই সময় প্রাণ আপন সমান উদান ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের প্রত্যেকের

আহুতি দিবে। (২৪৯)। অনন্তর দেহে আমার অধ্যাস বিনিবৃত্তির জন্য তত্ত্বহোম করা কর্ত্তব্য; পৃথিবী, সলিল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ ইত্যাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি দেহজ ক্রিয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় কার্য্য, প্রাণকার্য্য এই সকল পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, গৃহস্থ যখন আপনার বলী, পলিত ও অপত্যের অপত্য দেখিবে, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণ যে সে আশ্রমে থাকিয়া মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মহাভারত পাঠ করিবে। চণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং হরিনাম ও গঙ্গাস্নান যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া না করে, তাহার জন্ম বৃথা হইয়া থাকে। গ্রাম্য-আহার ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বীতস্পৃহ হইয়া পুত্র হস্তে নিজ ভার্য্যার ভারার্পণ পূর্ব্বক অথবা তাহার সহিত বনগমন করিবে। নানাবিধ পবিত্র মুনিজনযোগ্য আহার এবং শাকমূল ও ফল দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং যথাবিধি বক্ষ্যমান মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃস্নান, জটাবল্কল, নখশ্মশ্রুধারণ, সর্ব্বভূতে মৈত্রী, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহিষ্ণুতা ও চিত্তৈকাগ্রতা সম্পাদন করতঃ বেদাধ্যয়নে নিত্য নিরত হইবে। যথাবিধানে বৈতানিক অনলে আহুতি দিবে। দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ করিবে। নক্ষত্রযজ্ঞ, নবশস্যেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে। চরু ও পুরোডাশ দেবতা-উদ্দেশে প্রদান করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক শেষ ও স্বয়ংকৃত লবণ ভক্ষণ করিবে। দিবসে আহরণ করিয়া রাত্রিকালে একবার মাত্র আহার করিবে। সুখ প্রয়োজনে যত্নশীল হইবে না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবে না, ভূমিশায়ী হইবে, গৃহে মমতাশূন্য হইবে ও বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবে।

ফলমূলাভাবে তাপস-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, তদভাবে বনবাসী-গৃহস্থ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। এরূপ ভিক্ষার অভাব হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষাহরণ করতঃ বনে বাস করিয়া অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইলে ঈশানদিক আশ্রয় পূর্ব্বক সরলগমনে যোগনিষ্ঠ হইয়া যাবৎ না দেহপাত হয়, তাবৎ জল ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করতঃ দেহপাত করিবে। এইরূপে পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ ভাগে সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে। যথাক্রমে আশ্রম পালন করিয়া ইন্দ্রিয়জয়পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সমাধা করিবে ও ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন পরিব্রজ্যাশ্রমে মনোনিবেশ করিবে। বেদ সমুদায় অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করতঃ বানপ্রস্থাশ্রমের পর চতুর্থাশ্রমে মন দিবে। দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকে গমন করে। সর্ব্বস্বদক্ষিণ প্রজাপতি দেবতাকে যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবে। সর্ব্বসঙ্গ মুক্ত হইলে মোক্ষ লাভ হয়, ইহা অবগত হইয়া মোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ করিবে। মৃণ্ময় ভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষমূলাশ্রয়, কৌপীনাদিবস্ত্র, সঙ্গত্যাগ ও শত্রুমিত্রে সমতা; এই সমস্ত মুক্তপুরুষের লক্ষণ। জীবন বা মৃত্যু কদাচ কামনা করিবে না। সত্যপূত-বাক্য বলিবে, সাবধানে পাদনিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রাদিদ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে ও মনঃপূত-কার্য্য করিবে। অপমানজনক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কাহারো সহিত বিরোধ করিবে না। তাহার ভিক্ষাপাত্র অছিদ্র হইবে ও তৈজসপাত্র হইবে না। অলাবু, দারু, মৃত্তিকা ও বংশনির্ম্মিত পাত্র অতিথিদিগের ভিক্ষাপাত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব-মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতি একবার মাত্র ভিক্ষা করিবে, প্রচুর ভিক্ষা

করিবে না। প্রচুর ভিক্ষা করিলে বিষয়ে আসক্তি আসিয়া পড়ে। যতি পাকধূম বিগত হইলে, উদূখল-মুষলের কার্য্য শেষ হইলে, পাকাঙ্গার নির্ব্বাণ হইলে, গৃহস্থপর্য্যন্ত সমস্ত লোকের আহার হইলে ও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিলে, এইরূপ সময়ে নিত্য ভিক্ষা আচরণ করিবে। সমাদর, লাভ, গৌরব, নিন্দা ও ইন্দ্রিয়সুখ স্পৃহা ইচ্ছা করিলে যতি ব্যক্তি পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। যতি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষা করিবে, অনিমন্ত্রণেও গৃহস্থেরা তাঁহাকে পূজা করিবে। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ সকল দগ্ধ করিবে। ধারণাদি দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণ দ্বারা বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিবে ও "সোঽহমস্মি" এইরূপ চিন্তা দ্বারা রিপু দমন করিবে। জরাশোকে আক্রান্ত, ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বজনে সুকৃত ও শত্রুজনে দুষ্কৃত নিক্ষেপ করিয়া ধ্যান-যোগে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। যতিব্যক্তি গোদোহন পরিমিত কাল ব্যাপিয়া গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিবে ও মধুমাংসবর্জ্জিত ইঙ্গুদীফলাদিসম্ভূত স্নেহ ভোজন করিবে। অসৎকথা, ক্রীড়া ও পরনিন্দা নিয়ত ত্যাগ করিবে। হে জাবালে! তোমায় ভিক্ষুর এই উৎকৃষ্ট বিধি বলিলাম, আর পুত্রাদিতে মমত্বত্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত ফল বলিলাম, তাহা আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তাতেই হইয়া থাকে জানিবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রমের দ্বার গৃহস্থ আশ্রম। অতএব গৃহস্থ আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৃহস্থব্যক্তি তাহাদিগের সেবায় সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন নদ-নদী সমুদায় সাগরে গিয়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ অন্য আশ্রমবাসীরা গৃহস্থের সাহায্যে অবস্থান করে। যেমন জলজন্তুগণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ ভিক্ষুকবর্গ গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। সন্তোষ, ক্ষমা,

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্যকথন ও ক্রোধত্যাগ; এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ জানিবে। এইরূপে যখন ভিক্ষুক ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করতঃ স্বর্গাদি ফল-লাভে নিস্পৃহ হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারে রত হইবে, তখন তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া মোক্ষ লাভ হইবে। মুহূর্ত্তকাল সন্ন্যাস করিলে যখন পরমগতি প্রাপ্তি হয়, তখন সন্ন্যাস অপেক্ষা মুক্তির কারণ পরম ধর্ম্ম আর নাই। এই সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ধর্ম্ম বটে, কিন্তু কলিযুগে ইহা অতি দুর্ঘট। হে দ্বিজপুঙ্গব জাবালে! যতিদিগের ধর্ম্ম তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? বল।

বৃহন্নারদীয়পুরাণ। পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে,—

যখন সকল বস্তুর প্রতিই মানসিক বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, বিদ্বান মানব, তখনই সন্ন্যাস করিবে, বৈরাগ্য অভাবে সন্ন্যাস করিলে পতিত হইবে। সন্ন্যাসী সর্ব্বদা বেদান্তাভ্যাসরত, শমদমসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববর্জ্জিত, নিরহঙ্কার এবং মমতাহীন হইবে। সন্ন্যাসী শমাদিগুণসম্পন্ন ও কামক্রোধবর্জ্জিত হইবে, উলঙ্গ থাকিবে বা জীর্ণ কৌপীন পরিধান করিবে, মুণ্ডিত-মুণ্ড হইবে, শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানে সমতা জ্ঞান করিবে। একদিনের অধিক গ্রামে থাকিবে না, তিন দিনের অধিক নগরে থাকিবে না, নিত্য ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।. একান্নাশী হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীরা যেমন পাঁচ বাড়ীর ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে, সন্ন্যাসী সেরূপ করিবেনা; একজনে যাহা ভিক্ষা দিবে, তাহাই ভোজন করিবে। চুল্লীর অঙ্গার পরিষ্কৃত ও সমগ্র পরিবারের ভোজন ব্যাপার সমাহিত হইলে অর্থাৎ অপরাহ্নে, সন্ন্যাসী, কলহাদিবর্জ্জিত উত্তম দ্বিজনিকেতনে ভিক্ষা করিতে পর্য্যটন করিবে। সন্ন্যাসী ত্রিকালস্নানীয় নারায়ণ-পরায়ণ হইবে,

সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় থাকিবে, নিত্য প্রণব জপ করিবে। যে যতি একান্নাশী নহে বা কদাচিৎ লাম্পট্য করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে বিপ্রগণ! সন্নাসী যদি লোভযুক্ত বা দম্ভযুক্ত হয়ত তাহাকে বর্ণাশ্রম-বিগর্হিত চণ্ডাল তুল্য জানিবে। সন্ন্যাসী আত্মাকে নারায়ণ ভাবিবে; আময়, দ্বন্দ্বদোষ, মমতা ও মাৎসর্য্য আত্মাতে নাই ভাবিবে; আত্মাকে শান্ত, মায়াতীত, অব্যয়, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সনাতন, নির্ম্মল ও পরমজ্যোতির্ময় মনে করিবে। ভাবিবে, আত্মার বিকার নাই, আদি নাই, অন্ত নাই; আত্মা জগতের চৈতন্যহেতু, গুণাতীত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপনিষৎপাঠ, বেদার্থ চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়-জয়পুরঃসর সহস্রশীর্ষা দেবদেবের ধ্যান সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। যে সন্ন্যাসী মাৎসর্য্যাদি-বিহীন এবং এই প্রকার ধ্যাননিষ্ঠ, তিনি পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

তাপনীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, সেই মায়া তমোময়, অর্থাৎ অজ্ঞান স্বরূপ। এই মায়াকে সর্ব্বপ্রাণী অনুভব করিতে পারে। সেই অনুভবই মায়ার প্রতি প্রমাণ, অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মায়ার প্রামাণ্য হইতে পারে না, এই বিষয় শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। ১২৫

শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মায়া জড়স্বরূপ ও মোহরূপ এবং সেই মায়া এই অনন্ত জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাও সেই শ্রুতি প্রমাণে উক্ত আছে। যেহেতু বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা প্রভৃতি সকলেরই মায়া স্পষ্টরূপে অনুভব হইতেছে। ১২৬

অচেতন ঘটাদি পদার্থের যে স্বভাব তাহাকেই জড় বলিয়া থাকে এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে মোহ বলা যায়। লৌকিক ব্যবহারে কেবল এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১২৭

যদিও পূর্ব্বোক্ত প্রকার লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ মায়া যে বিশ্ব-ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ; কিন্তু জ্ঞান দ্বারা যে সেই মায়ার বিনাশ হয়, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু কেবল যুক্তি দ্বারা সেই মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং শ্রুতিতেও সেই মায়ার স্বরূপ অনিশ্চিত বলিয়া কথিত আছে ; সুতরাং সেই মায়াকে জ্ঞাননাশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। ১২৮

মায়া সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অসৎ বলা যায় না। যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখনও অনুভব করিতে পারে না ; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; এবং জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই মায়ার বিনাশ হয় ; অতএব মায়াকে সৎও বলিতে পারা যায় না ; যে বস্তু সৎ তাহার বিনাশ কখন সম্ভব হয় না। অতএব মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলিতে পার না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ঐ মায়াকে জ্ঞানদৃষ্টিতে নিত্য এবং তাহার নিবৃত্তি হয় এই নিমিত্ত তুচ্ছ বলা যায়। ১২৯

এইক্ষণ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে তিন প্রকারে বিভক্ত বলা যায়। তুচ্ছ, অনির্ব্বচনীয় ও বাস্তবিক—ইহার বিশেষ এই—জ্ঞানদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। শাস্ত্রীয় শক্তির অনুধাবন করিয়া মায়ার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, ঐ মায়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ মায়া যে কোন একটী বাস্তবিক পদার্থ তাহাই অনুমিত হইবে। ১৩০

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, মায়া দ্বিবিধ। স্বাধীন ও পরাধীন; কিন্তু একপদার্থ উভয় প্রকার হইতে পারে না। এইক্ষণ এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া এক পদার্থের উভয় প্রকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যে হেতু চৈতন্যব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না, এই নিমিত্ত মায়াকে পরাধীন বলা যায় এবং ঐ মায়াই অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যথাভূত করে, এই হেতু মায়াকে স্বাধীন বলিয়া থাকে। একই মায়া চৈতন্যের আশ্রিতত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হেতু পরাধীন ও স্বাধীনরূপে প্রতিপন্ন হইল। ১৩২

কিরূপে মায়া অসঙ্গচৈতন্যকে অন্যথাভূত করিয়া থাকে, তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে।—মায়ার এমন একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে, সেই শক্তিদ্বারা কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য আত্মাকে জড়বৎ প্রতিপাদন করিতে পারে এবং চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের প্রভেদ প্রতিপাদন করে। মায়ার শক্তি প্রভাবেই জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। ১৩৩

পূর্ব্বোক্ত মায়াশক্তির এই একটী আশ্চার্য্য গুণ যে, মায়া আত্মার অন্যথা ভাব প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই সেই আত্মাতে জগৎ ভাসমান করে। এইরূপ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার সেই সমুদয় কার্য্য চমৎকারজনক নহে; কারণ মায়া করিতে না পারে এমন কার্য্যই নাই এবং তাহাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব নহে। ১৩৪

যেমন জলের দ্রবস্বভাব, অগ্নির উষ্ণস্বভাব এবং প্রস্তরের কাঠিন্য-স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ মায়ার অঘটন-ঘটন স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মায়া যেমন অঘটন-সংঘটন করিতে পারে, এইরূপ অঘটন-ঘটনাশক্তি আর কাহারও নাই। ১৩৫

মায়ার লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়। যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাহাকেই লোকে মায়া বলিয়া স্বীকার করে। অতএব কিরূপে তুমি সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিবে? সুতরাং তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে অনুসন্ধান করাও অবিধেয়। ১৪১

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই জগতের কোন একটী বস্তুর প্রতি সবিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না, এই নিমিত্ত এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইক্ষণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যে, মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় কি না? বাস্তবিক সুস্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, কোনরূপেও মায়াস্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না।১৪২

তত্ত্ববিবেকঃ।

আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণস্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট; বিশুদ্ধসত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থাস্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে এবং ঐ প্রকৃতি যে সময়ে ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্য ভাব আশ্রয় করে অর্থাৎ যখন তাহাতে সাত্ত্বিক ভাব না থাকে, তখন তাহাকে

অবিদ্যা বলা যায়। অতএব একই প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যারূপে বিভিন্ন হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন। ১৫-১৬

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, তিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীব নামে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই কারণশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই কারণ-শরীরের অভিমানী জীব সকলকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। প্রাজ্ঞগণ এই স্থূলশরীরকে বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণশরীরকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।১৭

পূর্ব্বোক্ত কারণশরীর ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিদান এবং স্থূলশরীর কেবল জীবের সুখাদিভোগার্থ। সেই স্থূলশরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত তাহা প্রাজ্ঞজীবের ভোগার্থ। ইহা তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮

নির্গুণ ও উপাধিসম্বন্ধরহিত পরমাত্মার যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণন করা যায়, তাহা কেবল অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরুপাধি

কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সগুণ, নির্গুণ, সোপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। ৫২

নির্ব্বাণতন্ত্রম্। চতুর্দ্দশঃ পটলঃ। ১ম অংশ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি অবধূতো যথা ভবেৎ।
বীরস্থ মূর্ত্তিং জানীয়াৎ সদা তপঃপরায়ণঃ॥
যদ্রূপং কথিতং পূর্ব্বং সন্ন্যাসধারণং পরম্।
তদ্রূপং সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রকুর্য্যাৎ বীরবল্লভঃ॥
দণ্ডিনাং মুণ্ডনঞ্চৈবামাবাস্থায়াং চরেদ্ যথা।
তথা নৈব প্রকুর্য্যাত্তু বীরস্থ মুণ্ডনং প্রিয়ে॥
অসংস্কৃতকেশজালমুক্তালম্বিতমূর্দ্ধজঃ।
অস্থিমালাবিভূষশ্চ রুদ্রাক্ষান্ বাপি ধারয়েৎ॥
দিগম্বরো বীরেন্দ্রশ্চ অথবা কৌপিনী ভবেৎ।
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ কুর্য্যাৎ ভস্মবিভূষণম্॥
ক্ষমাদানং তপোধ্যানং বালভাবেন শৈলজে।
শিবোঽহং ভৈরবানন্দঃ সমুণ্ডো কুলনায়কঃ॥
এবং ভাবপরো মন্ত্রী হেতুযুক্তঃ সদা ভবেৎ।
সম্বিদা সেবনং কুর্য্যাৎ সদা কারণসেবনম্॥
ভবেৎ সাক্ষাৎ স পুরুষঃ শম্ভুরূপো ন সংশয়ঃ।
নির্ব্বাণমুক্তিমাপ্নোতি ব্রাহ্মণো বীরভাবতঃ॥

অবধূতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ সহযোগী ন সংশয়ঃ।
স্বরূপোঽপি ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপি সহলোকবান্ ॥
সংপূর্ণফলমাপ্নোতি বিপ্রো নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ।
ত্রিভাগফলমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বীরভাবতঃ ॥
পাদদ্বয়স্য বৈশ্যস্য শূদ্রস্য চৈকপাদকম্।
ব্রাহ্মণস্য বিনান্যস্য সন্ন্যাসো নাস্তি চণ্ডিকে ॥
কুর্য্যান্ মোহেন চান্যত্র সৈব পাপাশ্রয়ো নরঃ।
গুপ্তভাবেন দেবেশি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ॥
সন্ন্যাসিনা সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে।
দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে চ যদি মৃত্যু র্ন জায়তে ॥
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ।
অবধূতাচাররতঃ হংসঃ পরমপূর্ব্বকঃ ॥
সৈব সানন্দবিখ্যাতা দ্বাদশাব্দে সরস্বতী।
অবধূতস্য চাখ্যাতং শৃণুষ পর্ব্বতাত্মজে ॥
বনেঽরণ্যে প্রান্তরে চ গিরৌ চ পুর এব চ।
একস্থানে চ সংস্থিত্বা ইষ্টধ্যানাদিকঞ্চরেৎ ॥
যো মন্ত্রদানতৎপ্রাজ্ঞঃ শরণং পরিকীর্ত্তিতঃ।
শ্রেষ্ঠকেশৈর্জ্জটাজুটঃ সদাত্মবৎ সমাচরেৎ ॥
অন্তর্য্যামী মহাবীরো অবধ্যঃ স চ শৈলজে।
নানাশাস্ত্রেষু যো বিজ্ঞো নানাকর্ম্মবিশারদঃ ॥
সদেষ্টদেবীভাবেন ভাবয়েৎ যো হি চাবলাৎ।
স এব ভারত বীরো মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

ঊর্দ্ধবাহুঃ সদা বীরো মুক্তকেশো দিগম্বরঃ।
সর্ব্বত্র সমভাবো যঃ স চ নরোত্তমো ভবেৎ ॥
নানাদেশেষু পীঠেষু ক্ষেত্রেষু তীর্থভূমিষু।
ভ্রমণং কুরুতে নিত্যং কুর্য্যাৎ যত্নেন পূজনং ॥
দেবতায়াঃ সদা ধ্যানং শ্রীগুরুপূজনং তথা।
অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
অবধূতাশ্রমে দেবি যস্য ভক্তিশ্চ নিশ্চলা।
তস্য তুষ্টা ভবেৎ কালী কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে ॥
অবধূতং সমালোক্য শম্ভুং জ্ঞাত্বা তু পূজয়েৎ।
শক্তিতঃ পঞ্চতত্ত্বানি যত্নেনৈব নিবেদয়েৎ ॥
অশক্তঃ পরমেশানি ভক্তিতঃ পরিতোষয়েৎ।
অবশ্যং পূজয়েদ্বীরং গৃহস্থঃ সাধুরূপকঃ।
যো নার্চ্চয়তি তং বীরং স ভবেদপদাশ্রয়ঃ ॥

নির্ব্বাণতন্ত্রম্। ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যদ্রূপং দণ্ডধারণম্।
সাধুরূপো গৃহস্থশ্চ ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
সর্ব্বমায়াপরিত্যক্তঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সমত্বং সর্ব্বজাতিষু ॥
পুত্রে রিপৌ সমত্বঞ্চ সমং স্বর্গে চ পার্থিবে।
দয়াভাবশ্চ সর্ব্বত্র পুত্রে মিত্রে রিপৌ ভবেৎ।
লাভালাভে জয়ে নাশে নিন্দায়াং পৌষ্টিকে তথা ॥

কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধো সর্ব্বদা সমভাবুকঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা জ্ঞানং যস্য চিত্তে ন বিদ্যতে॥
সন্ন্যাসধর্ম্মস্তস্যৈব নান্যস্য সুরপূজিতে।
সন্ন্যাসধারণং কার্য্যং বিপ্রস্য মুক্তিহেতবে॥
যো বিপ্রো ধায়য়েদ্দণ্ডং সৈব নারয়ণঃ স্বয়ং।
চতুর্ভুজাঃ প্রজায়ন্তে দণ্ডধারণমাত্রতঃ॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তো ব্রাহ্মণো গমনঞ্চরেৎ।
গত্বা চ দণ্ডিনং দৃষ্ট্বা প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ॥
ত্বমেব দেবদেবেশ ত্বমেব ত্রাণকারকঃ।
ত্বমেব জগতাং বন্ধুস্ত্রাহি মাং শরণাগতং॥
ইতি শ্রুত্বা দণ্ডধারী পপ্রচ্ছ সাদরাজ্জনং।
কস্ত্বং কস্য সুতস্ত্বং হি কথমাগমনং বদ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং বিপ্রঃ প্রোবাচাত্মনিবেদনম্।
বিপ্রবংশে সমুদ্ভূতঃ হ্যমুকোঽহং বিবেকবান্॥
নাস্তি মে পিতরৌ সাক্ষাৎ নাস্তি মে স্ত্রীসুতাদয়ঃ
মৃতৌ চ মাতাপিতরৌ মৃতা ভ্রাত্রাদয়ঃ সুতাঃ॥
পশ্চাৎ স্বকান্তানাশে তু হ্যহমত্যন্ততাপবান্।
অতএব হি ভো স্বামিন্ দেহি মে পরমাশ্রয়ম্॥
সত্যং কুরু দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদুক্তং বৈ মমান্তিকে।
মিথ্যাভাষণদোষেণ ব্রহ্মবর্ত্ম বিবর্জ্জিতঃ॥
ভবত্যেব ন সন্দেহো দ্বিজ মৎপুরতো বদ।
স্থিতায়াং যৌবনাক্রান্তায়াং কান্তায়াং পরমেশ্বরি॥

সর্ব্বং হি বিফলং তস্য যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্ ।
পিতরৌ বিদ্যেতে দেবি যঃ কুর্য্যাদ্দণ্ডধারণম্ ॥
সন্ন্যাসং বিফলং তস্য রৌরবাখ্যং স গচ্ছতি ।
বিদ্যতে বালভাবে চ যস্য কান্তা সুতস্তথা ॥
সন্ন্যাসধারণং তস্য বৃথা হি পরমেশ্বরি ।
স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখ্যং প্রগচ্ছতি ॥
ইত্যাদি দৃঢ়বাক্যন্তু শ্রুত্বা দণ্ডী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সন্ন্যাসদানং তস্যৈব দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥
আদৌ দশাক্ষরং মন্ত্রং প্রথমং শ্রাবয়েৎ গুরুঃ ।
তৎ শ্রুত্বা চ মহাবর্ত্মগমনং কারয়েৎ ততঃ ॥
ক্রোশং বা ক্রোশযুগ্মম্বা বেগেন গমনঞ্চরেৎ ।
গুরুণা সহ শিষ্যেণ পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বিধাবয়েৎ ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাবাহো মাং ত্যক্ত্বা ন হি গচ্ছতু ।
শিষ্যং পরমহংসস্ত্বং ত্বৎসমো নাস্তি ভূতলে ॥
ক্ষন্তব্যমপরাধং মে ত্বমেব বিষ্ণুরূপধৃক্ ।
ত্বমেব জগতাং বন্ধুস্ত্বমেব সর্ব্বপূজিতঃ ॥
ত্বমেব পরমো হংসস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ তু মা ব্রজ ।
স শিষ্যো দণ্ডিনং দেবি ইতি বাক্যং বদেদতঃ ॥
অতঃ স পরমো হংসঃ পথিকঃ প্রথমোদিতঃ ।
তস্যৈব দর্শনার্থায় চান্তরিক্ষে চ দেবতা ॥
সস্ত্রীকাঃ পরিবারাশ্চ আয়ান্তি দিগ্বিদিক্ষু চ ।
এতস্মিন্ সময়ে দণ্ডী শাস্তয়েৎ শিষ্যমুত্তমম্ ॥

ফুৎকারং বহুশো দত্ত্বা মন্ত্রেণানেন সুব্রতঃ।
ফুৎকারৈর্বায়ুযোগৈশ্চ পুনঃ প্রাণং নিয়োজয়েৎ ॥
জন্মান্তরন্তু তস্যৈব তৎক্ষণে জায়তে কিল।
জন্মান্তরং সমালোক্য সংস্কারমাচরেদ্গুরুঃ ॥
কুণ্ডান্তিকে সমানীয় অন্নপ্রাশনমাচরেৎ।
অমুকস্ত্বং সমাভাস্য পুষ্পং বহ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥
ইতি নাম্না তু সংস্থাপ্য মহাসংস্কারমাচরেৎ।
ততোঽপি দণ্ডিনং দেবি শিষ্যায় জ্ঞানহেতবে ॥
শৃণু শৃণু মহাভাগ মদ্বাক্যং হৃদয়ংকুরু।
জন্মান্তরন্তু তস্যৈব পৃথিব্যাং নাধিকারিতা ॥
মৃতদেহস্বরূপোঽয়ং শরীরোঽয়ং ন সংশয়ঃ।
বীরতো ভব সর্ব্বত্র তোয়াদ্যাহারচেষ্টয়া ॥
ব্রহ্মণে তু যদ্দত্তং তন্মাত্রভোজনং তব।
পঞ্চতত্ত্বং সমাসেব্যং গুপ্তভাবেন পার্ব্বতি ॥
সদৈব মানসীং পূজাং সদা মানসতর্পণং।
ত্রিসন্ধ্যং মানসং যাগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ ॥
সদৈব মানসং ভোগং ত্যাগং কুরু প্রযত্নতঃ।
ষড়্বর্গেষু জিতো ভূত্বা নরো নারায়ণঃ স্বয়ং ॥
ভবত্যেব ন সন্দেহো দণ্ডধারণমাত্রতঃ।
পিতৃবংশে সপ্তদশ মাতৃবংশে ত্রয়োদশ ॥
কান্তায়াঃ সপ্তমশ্চৈব লক্ষ্মীনারায়ণো ভবেৎ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শিষ্যশ্চৈতদব্রবীদ্বচঃ ॥

যদুক্তং ময়ি মুক্ত্যর্থং তৎকরোমি নিরন্তরম্ ।
পঞ্চতত্ত্বং সদা সেব্যং কস্মাৎ ভাবাৎ বদস্ব মে ॥
যত্রৈব বর্ত্ততে দণ্ডী বহুশিষ্যসমাবৃতঃ ।
তত্র গত্বা প্রযত্নেন পঞ্চতত্ত্ববিচেষ্টয়া ॥
অথবা বীরমধ্যে তু যত্নেন গমনং চরেৎ ।
তত্ত্বজ্ঞানী গৃহস্থস্য সন্নিধানে ব্রজেৎ কিল ॥
সুদূরমপি গন্তব্যং যত্রাস্তে কুলনায়কঃ ।
ভিক্ষা কার্য্যা ন চ স্বার্থং দেবতায়াঃ কৃতে পুনঃ ॥
আচার্য্যপত্নীং দৃষ্ট্বা তু ভিক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ।
হে মাতর্দ্দেহি মে ভিক্ষাং কুণ্ডলীং তর্পয়াম্যহম্ ॥
এবমুক্ত্বা ততো দণ্ডী মহাসংস্কারমাচরেৎ ।
কুণ্ডান্তিকে সমানীয় হোময়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥

গীতা ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসং কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈবত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২

বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যে ব্যক্তি মোক্ষকামনা করে, তাহার অধোগতি লাভ হয় ॥ ১৫ ॥ সংসারের কোন প্রাণী হইতে যাঁহার কিছুমাত্র আশঙ্কার সঞ্চার হয় না, জগতে সমস্ত প্রাণীই সেই নির্ভীক মহাপুরুষকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৬॥ যিনি গৃহত্যাগী, অসহায় ও অগ্নিত্যাগী হইয়া আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত একাকী বিচরণ করেন, তাঁহার পক্ষে কেবল অন্নের নিমিত্ত গ্রামে গমন করিবার বিধি আছে ॥১৭॥ মতিমান্ বানপ্রস্থের কখন যদি মহীতলে জীবিত থাকিবার অথবা দেহত্যাগ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা হইলে ভৃত্য যেমন প্রভুর অনুমতির অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই মরণজীবনাকাঙ্ক্ষিত তপস্বীও সেইরূপ কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন ॥১৮॥ সর্ব্ব পদার্থে নির্ম্মম, সর্ব্বজীবে সমভাবদর্শী এবং তত্ত্বদর্শী, ভোগাভিলাষহীন তপস্বীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥১৯॥ ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং নিয়ত নির্জ্জন বাস, এই ব্রতচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিলেই যথেষ্ট হয়, ইহার অতিরিক্ত পঞ্চমে আর আবশ্যক করে না ॥২০॥ যতিগণ প্রতি বৎসর বর্ষার চারি মাস কদাপি বিচরণ করিবেন না, কারণ তদ্দ্বারা বীজাঙ্কুর ও জীবগণের হিংসা হইবার সম্ভাবনা ॥২১॥ গমনকালে পদতলে প্রাণিহানি না হয়, এরূপ সাবধানে গমন করা, বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করা, যাহাতে লোকের মনে আঘাত পায়, এরূপ বাক্য প্রয়োগ না করা এবং কখন কোন কারণে কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করা যতিগণের পরম ধর্ম্ম ॥২২॥ যতিগণ একমাত্র আত্মাকে সহায় করিয়া, কাহারও সাহায্য গ্রহণের অপেক্ষা না করিয়া এবং নিরাশ্রয় হইয়া ভ্রমণ করিবেন। নখকেশধারণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নিত্য আত্মতত্ত্বপরায়ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ॥২৩॥ রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডপাণি হইয়া ভিক্ষান্নমাত্রে প্রাণধারণ করা

যতিগণের ধর্ম্ম। আত্মপ্রশংসা শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। অলাবু, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং বংশবিনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্রই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত পঞ্চমপাত্র নিষ্প্রয়োজন ॥২৪॥ ভিক্ষুক কদাপি তৈজসপাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, কোন দিন কোন গৃহস্থের নিকট কড়ি ভিক্ষা গ্রহণ করা নিত্য ভিক্ষাশীর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ ॥২৫॥ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে সহস্র গোবধের পাপ হয়, এটি সনাতন বেদবাক্য ॥২৬॥ কস্মিন্‌কালে কদাচিৎ সস্নেহভাবে রমণীর রূপগুণ হৃদয়ে স্থান দান করিলে দুই কোটি ব্রাহ্মকল্পকাল কুম্ভীপাক নরকে বাস হয় ॥২৭॥ ভিক্ষক যতি কেবল একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন, প্রাণধারণোপযোগী বস্তুর অতিরিক্ত বিস্তর ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। যৎকালে গৃহস্থের রন্ধনধূম নির্ব্বাপিত, উদূখল মুষলের কার্য্য নিবৃত্ত, অঙ্গাররাশি ভস্মসাৎ এবং গৃহস্থিত সমস্ত পরিবারের ভোজন সমাপ্ত হইবে, সেই সময়েই যতির ভিক্ষার্থ বহির্গত হওয়া উচিত। উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ গমন করা বিহিত। যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইতে না পায়, এরূপ সাবধান হইয়া অল্পাহার ও নির্জ্জন বাস আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥২৮॥ ॥২৯॥ যতি ব্যক্তি রাগ দ্বেষ পরিবর্জ্জন করিয়া মোক্ষকামনা করিবেন। যাঁহার আশ্রমে যখন গমন করিবেন, মুহূর্ত্তের অধিককাল তথায় বিশ্রাম লাভ করিবেন না। যতি যাঁহার আশ্রমে দুই দণ্ডকাল অবস্থান করেন, সেই গৃহস্থ কৃতকৃতার্থ হন, তাঁহাকে আর শাস্ত্রোক্ত কোন কর্ম্মই করিতে হয় না ॥৩০॥ যতি যাঁহার আশ্রমে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন, তাঁহার আজীবনসঞ্চিত সমস্ত মহাপাপ ধ্বংস হইয়া যায় ॥৩১॥ যতি ব্যক্তি যে যে আশ্রমে গমন করিবেন, সেই সেই আশ্রমেই জরাভিভূত, মুমূর্ষু, অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণায় প্রপীড়িত নরনারীগণকে দেখিতে পাইবেন। জীবের দেহত্যাগ, পুনঃ

পুনঃ গর্ভবাস, নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণা, নানাযোনিভ্রমণ, অধর্ম্মে দুঃখোৎপত্তি, প্রিয়জনবিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ, পুনঃপুনঃ নিরয়বাস, নানাবিধ নরকযন্ত্রণা, নানাবিধ কর্ম্মদোষে নরগণের নানাবিধ গতি এবং দেহের অনিত্যতা প্রভৃতি নানাবিধ ক্লেশকর ঘটনাও তাঁহার নয়নগোচর হইবে। অতএব এই বিনশ্বর সংসারের এতাদৃশ বিচিত্র গতি অবলোকন পূর্ব্বক নিত্য পরমাত্মপরায়ণ হইয়া প্রযত্নসহকারে মুক্তিপথ চিন্তা করাই যতিগণের নিত্যধর্ম্ম ॥৩১—৩৫॥

যিনি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগী হইয়া কবপাত্রিপদে পরিকীর্ত্তিত হইবেন, তাঁহার নিত্য নিত্য শতগুণ পুণ্য সঞ্চার হইবে ॥৩৬॥ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই প্রকার চতুরাশ্রমের সেবা করিয়া, দ্বন্দ্বহীন ও সঙ্গহীন হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥৩৭॥ যাহারা কুবুদ্ধি এবং যাহাদের আত্মা অসংযত, তাহারা দেহমধ্যে আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। যাহারা সুবুদ্ধি ও সংযতাত্মা, তাঁহারা আত্মাকে অনাময়পদ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩৮॥ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র এবং ভাষ্য এই সপ্তবিধ শাস্ত্র ব্যতিরেকে জগতে আর শ্রেষ্ঠ বাঙ্ময় শাস্ত্র কি আছে ॥৩৯॥ বেদতুল্য মহাপুরুষ বাক্য, পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপবাস, এই কয়েকটী নিয়ম পালন করিয়া চলিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ॥৪০॥ সমস্ত আশ্রমের আশ্রমীরাই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সেই তত্ত্বটি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ, মনন ও দর্শন করাও সর্ব্বাশ্রমীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক ॥৪১॥ আত্মজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু যোগ ব্যতিরেকে সেই আত্মজ্ঞান জন্মে না। চিরকাল সেই যোগাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥৪২॥ অরণ্যাশ্রয়পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান, নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, পদ্মাসনযোগ, নাসাগ্রদর্শন, শৌচ, মৌন,

মন্ত্রপাঠ এবং আরাধনা, ইহার কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না, অভিনিবেশ-পূর্ব্বক অনির্ব্বেদ সহকারে সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ যোগানুশীলন করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার আর কিছুমাত্র অন্যথা নাই ॥৪৩—৩৫॥ যিনি সর্ব্বদা আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই যিনি নিয়ত সংশক্ত থাকেন এবং আত্মাতেই যাঁহার পরিতৃপ্তি, তাঁহারই যোগসিদ্ধি নিকটবর্ত্তিনী ॥৪৬॥ ইহসংসারে কেবল আত্মা ভিন্ন অপর কিছু অবলোকন না করিয়া যিনি সমস্ত জগৎ সংসারকে আত্মময় দর্শন করেন, সেই মহাত্মা যোগীন্দ্রের সাক্ষাৎ আত্মারাম পরব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয় ॥৪৭॥ যে যোগে আত্মার সহিত মনের সংযোগ সাধিত হয়, শাস্ত্রকারেরা সেই যোগকেই শ্রেষ্ঠ যোগ কহিয়া থাকেন। যাহাতে প্রাণের সহিত আপন বায়ুর সংযোগ হয়, কেহ কেহ তাহাকেও যোগ বলিয়া গণনা করেন ॥৪৮॥ যদ্দ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগসাধন সম্পাদিত হয়, শাস্ত্রমতে তাহা এক প্রকার যাগ। যাঁহাদের চিত্ত নিয়ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, তাঁহাদের জ্ঞানলাভ ও মোক্ষলাভ অতি দূরগামী ॥৪৯॥ দুর্নিবার মনোবৃত্তি সমূহের যদবধি নিবৃত্তি না হয়, তদবধি সুদূরগামিনী যোগের কিংবদন্তীই বা কোথায় থাকে! ৫০॥ মনের সমস্ত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া যিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগসাধনে সমর্থ হন এবং ঐ উভয় আত্মাকেই একীভূত করিয়া যিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই শাস্ত্রকারেরা যোগযুক্ত সাধুপুরুষ বলিয়া থাকেন ॥৫১॥ সংসারের অন্তর্ভূত সমস্ত বিষয় হইতে বহির্মুখ হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামকে মনের সহিত সংযমনপূর্ব্বক আত্মার সহিত মনের সংযোগ সাধন করিতে হয় ॥৫২॥ সমস্ত বিষয়ধর্ম্ম হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। তাহাই ধ্যান এবং কেবল তাহাই যোগ ; তদতিরিক্ত আর আর সমস্ত যোগতত্ত্ব বর্ণন

করিয়া শেষ করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে ॥৫৩॥ জগতে যাহা নাই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বিরোধাভাস অলঙ্কার দোষ হয়, তাদৃশ কথা বলিলেও অপরের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না ॥৫৪॥ যোগী ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ; বালিকা কুমারী যেমন যুবতীর পতিসঙ্গ সুখ অবগত নহে, সে কথা তাহার নিকটে ব্যক্ত করিলেও বালিকা যেমন কিছুই বুঝিতে পারে না, জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন জন্মাবধি চিরদিন দীপালোক দর্শন করিতে পায় না, অযোগী ব্যক্তিও সেইরূপ পরমধন ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অধিকারী নহে ॥৫৫॥ যিনি নিত্য যোগ অভ্যাস করেন, আত্মারাম পরমাত্মা কেবল সেই যোগশীল মহাপুরুষেরই জ্ঞাতব্য। সেই সনাতন পরব্রহ্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করা মর্ত্ত্যলোকের সাধ্যাতীত ॥৫৬॥ জল যেমন ক্ষণমাত্র একস্থানে সুস্থির হইয়া থাকে না, সেইরূপ যাহার চিত্ত বাতাহত জলের ন্যায় সর্ব্বদা সচঞ্চল সে ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। অতএব চিত্ত স্থির করিবার নিমিত্ত শরীরস্থ পঞ্চবায়ুকে নিরুদ্ধ করা আবশ্যক ; বায়ুনিরোধে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত ষড়ঙ্গযোগ অভ্যাস করা উচিত। যোগাসন, স্ব স্ব বৃত্তি হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ, প্রাণবায়ুর সংরোধ, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই ছয়টি একীভূত হইলেই ষড়ঙ্গ যোগ সুসম্পন্ন হয়। যোগাঙ্গের যে সমস্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই যোগাচারিগণের সিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধাসন নামে গণনা করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত আসনই যোগিগণের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ ॥৫৭—৬০॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত আসনে নিত্য যোগাভ্যাস করিলে যোগি-গণের দেহ সর্ব্বদা সবল হইয়া থাকে ॥৬১॥ বামোরুর উপরে দক্ষিণ চরণ বিন্যস্ত করিয়া এবং দক্ষিণোরুর উপরে বাম চরণ সংযুক্ত রাখিয়া যোগী যে আসন অবলম্বন করেন, সেই আসনকেই পদ্মাসন

কহে ॥৬২॥ ঐরূপে পদ্মাসন করিয়া তদনন্তর দৃঢ়বদ্ধ যোগী হস্ত দ্বারা উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেন। তাদৃশ পদ্মাসনেই যোগিগণের শরীর বলিষ্ঠ হয় ॥৬৩॥ অথবা যে আসনে মনের সুখ সংসাধিত হয়, যোগিগণ সেই আসনই অবলম্বন করিতে পারেন; অতএব স্বস্তিকাদি যে কোন আসনে অধ্যাসীন হইয়া যোগানুষ্ঠান করা বিধিসিদ্ধ ॥৬৪॥ সলিল-সমীপে, বহ্নিসম্মুখে, জীর্ণারণ্যে, গোষ্ঠে, দংশমশকাকীর্ণ স্থানে, অশ্বত্থবৃক্ষ-সমীপে, চৈত্যদেবালয়সমীপে, অথবা চত্বরে যোগানুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার অথবা অস্থি যে স্থানে থাকে, তাদৃশ স্থানে এবং দুর্গন্ধময় অপবিত্র স্থানে অথবা যেখানে বহু লোকের জনতা, সে স্থানেও যোগানুষ্ঠান হয় না ॥৬৫॥৬৬॥ যে স্থানে কোন প্রকার বাধা নাই, যে স্থান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সুখাবহ, যে স্থানে মনের প্রসন্নতা জন্মে এবং যে স্থান সুরভি কসুম পরিমল ও ধূপ ধূনাদি গন্ধদ্রব্যে আমোদিত, তাদৃশ স্থানেই যোগানুষ্ঠান করা উচিত ॥৬৭॥ অতি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, ক্ষুধায় কাতর হইয়া, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া, পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া অথবা অন্য প্রকার কোন চিন্তায় আকুল হইয়া যোগীব্যক্তি যোগানুষ্ঠান করিবেন না ॥৬৮॥ উরুদেশের উপর এক চরণ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামহস্ত ধারণ পূর্ব্বক উন্নত বক্ষঃস্থল আর কিছু উন্নত করিয়া তাহাতে চিবুক সংলগ্ন করিতে হয়। নেত্র নিমিলনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া, দন্তদ্বারা দন্তস্পর্শ না করিয়া, রসনাকে তালুদেশে উত্তোলন পূর্ব্বক অচল রাখিয়া এবং বদনমণ্ডল সমাবৃত করিয়া নিশ্চল হইতে হয়॥ ৬৯॥৭০॥ সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক উত্তম, মধ্যম ও লঘু, এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রাণায়ামকালে অতি নিম্ন অথবা অতি উচ্চ আসন অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ॥৭১॥ যৎকালে বায়ুর চলাচল থাকে, তৎকালে

জগতের সমস্ত পদার্থই চঞ্চল হয়; বায়ু নিশ্চল হইলে সমস্তই নিশ্চল হইয়া থাকে; অতএব শরীরস্থ বায়ু নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই যোগী সুস্থিরত্ব প্রাপ্ত হন ॥৭২॥ দেহে যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণই জীবগণকে জীবিত বলা যায়, প্রাণ বহির্গত হইলেই মৃত্যু সংঘটিত হয়; অতএব সর্ব্বাগ্রেই প্রাণ বায়ুর নিরোধ করা আবশ্যক। যতদিন দেহ মধ্যে প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ থাকে, চৈতন্য যতদিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকেন এবং দৃষ্টি যতদিন ভ্রূমধ্যেই সংশক্ত থাকে, ততদিন আর কালের ভয় কোথায়? ৭৩॥৭৪॥ কাল এমনি ভয়ঙ্কর পদার্থ যে, স্বয়ং কমলাসন প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও কালের ভয়ে প্রাণায়ামযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব সেই ভয়েই যোগিগণ প্রাণবায়ু নিরোধ সাধন করিয়া যোগাভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করেন ॥৭৫॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রাণায়াম ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম ও অধম। যাহাতে দ্বাদশ মাত্রা ও লঘু অক্ষর থাকে, তাহাই লঘু প্রাণায়াম। তাহার দ্বিগুণ হইলে মধ্যম ও ত্রিগুণ হইলে উত্তম বলিয়া গণ্য হয় ॥৭৬॥ লঘু প্রাণায়ামে স্বেদ, মধ্যমে কম্প এবং উত্তমে বিষাদের উৎপত্তি হয়। লঘুতেই স্বেদ জয়, মধ্যমেই বেপথু জয় এবং উত্তমেই বিষাদ জয় করিয়া তাহার পর যোগীর প্রাণ সিদ্ধি লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পর্য্যায়ক্রমে প্রাণবায়ুর নিরোধ সংসাধিত হইলেই প্রাণের সিদ্ধিলাভ হয়। ঐরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য যে সকল যোগী ক্রমে ক্রমে সেই প্রাণবায়ুর সেবা করেন, সেই প্রাণ সেই যোগিগণকে যথেচ্ছ স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥৭৭॥৭৮॥ প্রথমে একেবারেই প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিলে প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া সেই প্রাণবায়ু বিনিঃসৃত হয়। তদ্দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া কুষ্ঠাদি বিবিধ উৎকট ব্যাধি জন্মে ॥৭৯॥ অতএব

আরণ্য গজ অথবা সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়, সেইরূপে বন্য হস্তীর ন্যায় অল্পে অল্পে প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করা উচিত ॥৮০॥ হস্তী যেমন শাসনভয়ে হস্তিপকের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করে না, যত্নসহকারে ধৃত ও সেবিত হইয়া সে যেমন ক্রমে ক্রমে অধিকারিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, যোগীর হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুও সেইরূপ যোগীর যোগে সংযত হয় ॥৮১॥ ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলী পরিমিত পথেই অজপাবায়ু বহির্ভাগে প্রয়াণ করে, নাসিকার উভয় রন্ধ্র দিয়া প্রয়াণ করে বলিয়াই অজপার নাম প্রাণবায়ু ॥৮২॥ সমস্ত নাড়ীচক্র যৎকালে নিশ্চল হইয়া শুদ্ধিলাভ করে, যোগিগণ তৎকালেই প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ॥৮৩॥ যথাশক্তি দৃঢ়াসন করিয়া চন্দ্রবীজে প্রাণবায়ু পরিপূর্ণ করণান্তর সূর্য্যবীজে নিঃসারিত করিলেই প্রাণায়াম হয় ॥৮৪॥

চন্দ্রবীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিলে ললাটস্থ চন্দ্রমা হইতে অমৃতধারা বিগলিত হয় এবং সেইরূপ প্রাণায়ামে যোগীন্দ্রগণ সুখলাভ করিয়া থাকেন। যোগিগণ সূর্য্যবীজ দ্বারা জঠর মধ্যে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চন্দ্রবীজ দ্বারা সেই বায়ুকে নিঃসারিত করিবেন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হৃদিস্থিত দিবাকরকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা ধ্যান করিয়া যোগিগণ আত্মাকে পরম মঙ্গলাস্পদ করিয়া থাকেন, যাঁহারা এইরূপ মাসত্রয় কাল যোগাভ্যাস করিয়া উক্ত উভয়বিধ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যোগী সিদ্ধনাড়ী ও সিদ্ধপ্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রের বিধানানুসারে নাড়ীচক্র সংশোধন হইলেই প্রাণবায়ুর সংযমন, জঠরস্থ বহ্নির উদ্দীপন, কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্য এবং শরীরের সমস্ত ব্যাধির অনাময় সম্পাদন হইয়া থাকে ॥৮৫-৮৯॥ জীবের দেহের মধ্যে যে বায়ুর সত্বা আছে, সেই বায়ুর নামই প্রাণ এবং সেই প্রাণের অবরোধ করার নাম

আয়াম। এই দুটি একত্রিত হইলেই প্রাণায়াম হয়; পূরণ ও রেচন, এই উভয়বিধ শ্বাসের মধ্যে একশ্বাসময়ী যোগকেও প্রাণায়াম বলে ॥৯০॥ লঘু প্রাণায়ামে ঘর্ম্ম ও মধ্যম প্রাণায়ামে কম্প উপস্থিত হয়। উত্তম প্রাণায়ামে পদ্মাসনবদ্ধ দেহ মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে ॥৯১॥ প্রাণায়ামে দোষক্ষয় ও প্রত্যাহারে পাতক বিনষ্ট হয়। ধারণাতে চিত্তস্থির এবং ধ্যানে ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে ॥৯২॥ ইহ সংসারের শুভাশুভ কর্ম্মে সংলিপ্ত না হইয়া সমাধি অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। যোগাসনে দেহ দৃঢ়বদ্ধ করাকে ষড়ঙ্গযোগ বলে ॥৯৩॥ প্রাণায়ামের দ্বাদশগুণে প্রত্যাহার এবং প্রত্যাহারের দ্বাদশগুণে ধারণা হয়, ধারণার দ্বাদশগুণে ধ্যান, সেই ধ্যানই ঈশ্বরপ্রাপ্তির হেতুভূত। ধ্যানের দ্বাদশ গুণকেই সমাধি বলে ॥৯৪॥৯৫॥ সমাধিযোগে সেই জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ অনন্ত পরব্রহ্মের দর্শন লাভ হয়। তাঁহার দর্শন পাইলেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড এবং পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৯৬॥ প্রাণবায়ু জঠরাকাশে নিরুদ্ধ হইলে যাঁহার দেহস্থিত ঘণ্টাদি যন্ত্র সমূহ উচ্চ রবে নিনাদিত হয়, তাঁহার সিদ্ধিলাভ অদূরবর্ত্তী ॥৯৭॥ যোগশাস্ত্রের বিধানানুসারে প্রাণায়াম করিলে সমস্ত ব্যাধির ক্ষয় হয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণায়ামে নানা ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥৯৮॥ নিয়ম অতিক্রম করিয়া বায়ু সংযমন করিলে শ্বাস, কাশ, হিক্কা, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ জন্মিয়া থাকে ॥৯৯॥ যথোক্ত নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে প্রাণবায়ুর পূরণ, কুম্ভক ও রেচন করিলে যোগীব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় ॥১০০॥ যোগের দ্বারা যথেচ্ছবিষয়বিহারী ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহরণ করার নাম প্রত্যাহার ॥১০১॥ প্রত্যাহারযোগে যে যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা কূর্ম্মবৎ সঙ্কুচিত করিয়া রাখেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে বিধূতপাপ হন ॥১০২॥

নাভিদেশে দিবাকর ও তালুদেশে চন্দ্রমার অধিষ্ঠান। শশধর অধোমুখে সুধাবর্ষণ করেন, সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধমুখে তাহা পান করিয়া থাকেন ॥১০৩॥ যাঁহার সেই সুধা লাভ হয়, তাঁহার তালুদেশের সহিত চন্দ্রদেব অধোভাগে আবর্ত্তন করেন এবং নাভীমণ্ডলের সহিত সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধগামী হন। এই মুদ্রা অভ্যাস করাকেই বিপরীত মুদ্রা কহে ॥১০৪॥ কাকচঞ্চুবৎ ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া যিনি সেই অমৃতধারা পান করেন, সেই প্রাণজ্ঞ ও প্রাণবিধানজ্ঞ যোগীবর ইহ সংসারে চিরযৌবন লাভ করিয়া থাকেন ॥১০৫॥ রসনাকে তালুমধ্যে নিবেশিত করিয়া যিনি ঊর্দ্ধমুখে পূর্ব্বোক্ত অমৃতধারা পান করেন, ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার অমরত্ব লাভ হয় ॥১০৬॥ রসনাকে ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত করিয়া স্থিরচিত্তে যিনি সেই সোম পান করেন, একপক্ষ মধ্যেই সেই যোগী মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন ॥১০৭॥ তালুদেশে শোভমান সুগভীর বিবরকে যিনি রসনাগ্র দ্বারা নিঃশেষিত করেন, ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার কবিত্বশক্তি লাভ হয় ॥১০৮॥ যে যোগী ঐরূপে দুই তিন বৎসর যোগানুষ্ঠানে সমস্ত দেহ সুধাপূর্ণ করেন, তিনি ঊর্দ্ধরেতা হন এবং তাঁহার অনিমাদি গুণোদয় হয় ॥১০৯॥ যে যোগীশরীর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নিত্য পরিপূর্ণ, সেই শরীরে তক্ষকে দংশন করিলেও বিষসংযোগ হয় না ॥১১০॥

যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার আয়ত্ত করিয়া যোগিগণ অবশেষে ধারণা অভ্যাস করিবেন ॥১১১॥ পঞ্চভূতকে যিনি হৃদয়মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার নিগূঢ় একাগ্রতা জন্মে এবং সেই সুকঠিন যোগকেই ধারণা কহে ॥১১২॥ ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবীজসংযুক্ত পীতবর্ণ চতুষ্কোণ ক্ষিতিমণ্ডলকে হৃদয়মধ্যে ধারণা করাকে ক্ষিতি ধারণা বলে। সেই ধারণাযোগে ক্ষিতিজয় অনায়াসসাধ্য হয় ॥১১৩॥

কুন্দকুসুমসন্নিভ অর্দ্ধচন্দ্রাকার বিষ্ণুদৈবত বিষ্ণুবীজসংযুক্ত তত্ত্বস্বরূপ কণ্ঠস্থিত জলাধাররূপ বৈষ্ণবচক্রকে যিনি হৃদয়মধ্যে ধ্যান করেন, তাঁহার সলিলজয় করতলস্থ ॥১১৪॥ ইন্দ্রগোপ নামক সুলোহিত বর্ষাকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, রুদ্রতেজঃ-সম্পন্ন বহ্নিবীজসমন্বিত তালুস্থিত-ত্রিকোণ বহ্নিচক্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে অক্লেশেই বহ্নিকে জয় করা হয় ॥১১৫॥ ঈশানকোণাধিপতি মহাদেবাধিষ্ঠিত তত্ত্বস্বরূপ প্রাণবীজ-সংযুক্ত অঞ্জনসন্নিভ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ সুবৃত্ত দ্বিদল জমধ্যস্থিত পদ্মকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে বায়ুজয় অতি সুলভ হয় ॥১১৬॥ শিবপ্রতিপাদ্য, সমগুণাত্মক হরবীজসংযুক্ত, জল ও জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল পদ্মে প্রাণবায়ুকে নিলিত করিয়া পঞ্চ ঘটিকা কাল একচিত্তে হৃদয়ে ধ্যান করার নাম নভো ধারণা। সেই ধারণাযোগে যোগিগণের কাঙ্ক্ষিত মোক্ষদ্বারের কপাট উদ্‌ঘাটিত হয় ॥১১৭॥ স্তম্ভনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামনী ও শমনী, এই পাঁচটিই যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চধারণা ॥১১৮॥ একাগ্রচিন্তাকেই ধ্যান বলা যায়, সেই ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ: সগুণ ও নির্গুণ ॥১১৯॥ মন্ত্রসংযুক্ত সাকার বস্তুর ধ্যানকে সগুণ ধ্যান বলে এবং মন্ত্রবিবর্জ্জিত নিরাকার বস্তুর ধ্যানই নির্গুণ ধ্যান ॥১২০॥ যথাসাধ্য যোগাসনে উপবেশনান্তর আত্মমনঃসংযোগ পূর্ব্বক নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শরীরকে সমভাবে স্থিরতররূপে অবস্থিত রাখার নাম ধ্যানমুদ্রা। সেই মুদ্রাই সাধকের সমস্ত সিদ্ধির নিয়ামক ॥১২১॥ যোগিগণ স্থিরতর আসনে উপবিষ্ট হইয়া একমাত্র ধ্যানানুষ্ঠানে যে পুণ্যলাভ করেন, যাগশীল লোকেরা রাজসূয় অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তাদৃশ পুণ্যলাভ করিতে পারেন না ॥১২২॥ শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দজ্ঞানাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সাধন জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণের চিন্তার নাম ধ্যান। অতঃপর বাহ্যজ্ঞান বিরহিত

হইলেই সমাধি হয় ॥১২৩॥ প্রাণবায়ুকে দেহমধ্যে পাঁচ দণ্ড কাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলে ধ্যান, ছয় দণ্ড রাখিলে ধারণা এবং দ্বাদশ দিবস রাখিতে পারিলে সমাধি হইয়া থাকে ॥১২৪॥ সলিলে লবণ মিশ্রিত হইলে যেমন একীভূত হইয়া যায়, আত্মার সহিত মনের সেইরূপ মিলন হইলে সমাধি হইয়া থাকে ॥১২৫॥ দেহমধ্যে নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু যখন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, মন যখন আত্মাতে গিয়া বিলীন হয়, যোগী তৎকালে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ; এই অভেদাত্মক যোগের নাম সমাধি ॥১২৬॥ যৎকালে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা একীভূত হইয়া যান, তৎকালে দেহীর সমস্ত সংকল্প বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন শাস্ত্রকার ইহাকেই সমাধি বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১২৭ ॥ সমাধিযুক্ত যোগীন্দ্রের আত্মপরজ্ঞান, শীত-উষ্ণ অনুভব অথবা সুখদুঃখ কিছুই থাকে না ॥ ১২৮ ॥ সমাধিযুক্ত যোগীর কালভয় নাই, তিনি সংসারের কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হন না এবং কোন অস্ত্রেই তাঁহার দেহভেদ হয় না ॥ ১২৯ ॥ বৈধ আহার, বৈধ বিহার, বৈধ চেষ্টা, বৈধ নিদ্রা এবং বৈধ প্রবোধনশীল যোগীই তত্ত্বদর্শী হন ॥ ১৩০ ॥ নিষ্কারণ, নিরুপমেয়, বাক্যমনের অগোচর, আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, তত্ত্বস্বরূপ পরব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ॥ ১৩১ ॥ নিরবলম্ব, নিরাতঙ্ক ও নিরাময় পরাৎপরের উদ্দেশে যিনি ষড়ঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই যোগী জীবনান্তে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ১৩২ ॥ ঘৃতে ঘৃত মিশ্রিত হইলে যেমন ঘৃতই হয়, ক্ষীরে ক্ষীর মিশ্রিত হইলে যেমন ক্ষীরই হয়, যোগীর আত্মা সেইরূপ পরমাত্মাতে মিশ্রিত হইলে পরমাত্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩৩ ॥ যোগীর পক্ষে সলিলসঞ্জাত বস্তু দ্বারা গাত্রমার্জ্জন অথবা ঈষৎ উষ্ণ সিক্ত লবণ ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, যোগী সর্ব্বথা অঙ্গে বিভূতি লেপন ও ক্ষীর ভোজন করিবেন ॥ ১৩৪ ॥ যে ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা জিতক্রোধ,

নির্লোভ ও অবিমৎসর হইয়া সম্বৎসর কাল যথোক্ত নিয়ম অভ্যাস করেন, তাঁহাকে যোগী বলা যায় ॥ ১৩৫ ॥ মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, জলন্ধরমুদ্রা ও মূলবন্ধ মুদ্রা, এই পঞ্চমুদ্রা যিনি জ্ঞাত আছেন, সেই যোগীই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥ ১৩৬ ॥ নাড়ীচক্রসংশোধন, সম্যক্‌রূপে শরীরশোষণ এবং তালুস্থ চন্দ্রের সহিত নাভিস্থ সূর্য্যের সংযোজন করণের নাম মহামুদ্রা ॥১৩৭॥ বামপদতলে লিঙ্গ উৎপীড়ন, বক্ষঃস্থলে হনুদেশ সংস্থাপন এবং উভয় হস্তে বহুক্ষণ প্রসারিত দক্ষিণ চরণ ধারণ করিয়া কুক্ষিমধ্যে প্রাণবায়ুর পূরণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নিঃসারণ করাকেও মহামুদ্রা বলে। এই মুদ্রাযোগে সমস্ত মহাপাপ বিধ্বংসিত হয় ॥১৩৮॥১৩৯॥ প্রথমতঃ ঈড়াতে অভ্যাস করিয়া তদনন্তর পিঙ্গলা নাড়ীতে পুনরায় মুদ্রা অভ্যাস করা আবশ্যক। যখন উভয় নাড়ীর ক্রিয়া সমসংখ্যক হয়, সেই সময় মুদ্রা পরিত্যাগ করা বিধেয় ॥১৪০॥ যোগিগণের পথ্যাপথ্য বিচারের আবশ্যকতা নাই, কারণ তাঁহারা ভোজন করিবামাত্রই সমস্ত সরস বস্তু নীরস হইয়া যায়। উগ্রবীর্য্য হলাহলও অমৃতের ন্যায় জীর্ণ হয় ॥১৪১॥ যাঁহারা মহামুদ্রা অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগের ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ ও অজীর্ণ প্রভৃতি কোন প্রকার উৎকট ব্যাধি জন্মিতে পায় না ॥১৪২॥ যে মুদ্রাযোগে রসনা তালুবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধগামিনী হয়, এবং যাহাতে দৃষ্টি নিয়তই ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট থাকে, তাহাকেই খেচরী অথবা নভোমুদ্রা বলে ॥১৪৩॥ যিনি খেচরীমুদ্রা অবগত আছেন, তাঁহার এ সংসারের কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইতে হয় না, কদাপি তাঁহার কালভয় থাকে না এবং শরজালে বিদ্ধ হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভূত হয় না ॥১৪৪॥ মন এবং রসনা তালুস্থ আকাশে বিচরণ করে বলিয়া এই মুদ্রার নাম খেচরীমুদ্রা এই মুদ্রার সেবা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় ॥১৪৫॥ আত্মা যতক্ষণ দেহমধ্যে অবস্থান করেন, ততক্ষণ মৃত্যুভয় কোথায়? প্রাণবায়ু যতক্ষণ খেচরী-

মুদ্রায় আবদ্ধ থাকে, সচ্চিদানন্দ আত্মা ততক্ষণ দেহ পরিত্যাগ করেন না ॥১৪৬॥

যে মুদ্রায় যোগিগণ অহরহ ইচ্ছামত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারেন, তাহাকেই উড্ডীয়ান মুদ্রা কহে ॥১৪৭॥ উভয় হস্তে প্রসারিত চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক নাভির ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত জঠরের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন করিয়া উড্ডীয়ান মুদ্রা বন্ধন করিলে যোগীর মৃত্যুভয় নিবারিত হয় ॥১৪৮॥ যে মুদ্রায় শরীরস্থ নাড়ীসমূহ কণ্ঠবদ্ধ এবং তালুস্থিত সমস্ত নভোরস অধোগত হইয়া কণ্ঠগত হয়; সেই মুদ্রার নাম সমস্ত-দুঃখভঞ্জন জলন্ধর মুদ্রা ॥১৪৯॥ প্রাগুক্ত প্রক্রিয়ায় কণ্ঠ সঙ্কোচ হইলেই জালন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তালুস্থ চন্দ্র-নিঃসারিত অমৃত জঠরাগ্নিতে নিপতিত হয় না এবং শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু চঞ্চল হইতে পায় না ॥১৫০॥ পাদপার্শ্বদ্বারা উপস্থপায়ুর উৎপীড়ন ও সঙ্কোচ সাধন করিয়া আপন বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক মুদ্রা বন্ধন করার নাম মূলবন্ধ মুদ্রা ॥১৫১॥ মূলবন্ধ মুদ্রা অনুষ্ঠানে প্রাণ ও অপান বায়ুর একতা সাধনে মূত্রপুরীষ ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধব্যক্তিও যৌবন প্রাপ্ত হয় ॥১৫২॥ প্রাণ ও অপান বায়ুর বশবর্ত্তী জীবাত্মা নিয়তই ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিত, অধোভাগে অবরোহিত এবং বামে দক্ষিণে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছেন। সেই জীবাত্মা সর্ব্বদাই সচঞ্চল, কদাচ একস্থানে সুস্থির হইয়া থাকেন না ॥১৫৩॥ রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন একবার প্রধাবিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই রজ্জুদ্বারা আকর্ষিত হয়, ত্রিগুণাত্মক জীবাত্মাও সেইরূপ প্রাণায়ামযোগে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥১৫৪॥ প্রাণবায়ু অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার আপন বায়ুও প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছেন, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থিত এই দুটি বায়ুকে যোগিগণ একত্র সংযোজিত করিয়া থাকেন ॥১৫৫॥ দেহস্থ বায়ু হকারাত্মক পুরুষবীজে বহির্গমন এবং সকারাত্মক প্রকৃতিবীজে পুনঃ প্রবেশ

করিতেছেন, অতএব জীবাত্মা সর্ব্বদা হংসমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। অহোরাত্রের মধ্যে একবিংশতি সহস্র ছয় শত বার হংসমন্ত্রের জপ অনুষ্ঠিত হইতেছে ॥১৫৬॥১৫৭॥

অজপানাম্নী গায়ত্রীই যোগিগণের মোক্ষদায়িনী। সঙ্কল্প করিয়া এই গায়ত্রী জপ করিলে যোগী সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ অজপাগায়ত্রীই যোগীর যোগবিঘ্নকারী বৈরিদেবতাগণের অন্তরায়স্বরূপা হন। যোগী তৎকালে দূরবর্ত্তিনী বার্ত্তা শ্রবণ এবং দূরস্থ বস্তু সম্মুখে দর্শন করিতে পান। অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যে শত যোজন পথ অতিক্রমণ করিতে পারেন এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনভ্যস্তপূর্ব্ব শাস্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে। ধারণশক্তি অতিশয় প্রখরা হইয়া উঠে। মহাভার বস্তুও অতি লঘু জ্ঞান হয়। যোগীশরীর কখনও স্থূল, কখনও কৃশ, কখনও ক্ষুদ্র এবং কখনও বৃহৎ হইয়া থাকে। অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার এবং তির্য্যক জাতির ভাসা বুঝিবার শক্তি জন্মে। যোগীশরীর নিত্য দিব্যগন্ধে সুবাসিত হয় এবং বাক্যও দিব্য পবিত্রতা লাভ করে। সেই যোগী দেবতুল্য দেহ ধারণ করেন, দেবকন্যারাও তাঁহাকে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যে যোগীর অন্তরে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকে, তাঁহার যোগসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী ॥১৫৮-১৬৩॥ পূর্ব্বোক্ত যোগ-বিঘ্নকর অন্তরায়ে যে যোগীর মানস সংক্ষোভিত না হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্ল্লভ পদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১৬৪॥

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! যে পদ লাভ হইলে তাহার আর নিবৃত্তি হয় না, যাহা লাভ হইলে শোক, তাপ কিছুই থাকে না, ষড়ঙ্গ-যোগের অনুষ্ঠানে সেই সুদুর্ল্লভ পরমপদ লাভ হয় ॥১৬৫॥ এক জন্মে কি প্রকারে যোগসিদ্ধি লাভ হয় এবং যোগসিদ্ধি বিনা কিরূপেই বা মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়, যদি এ প্রকার সংশয় জন্মে, তাহার মীমাংসাও দুর্ল্লভ নহে।

হে ঋষিপ্রবর ! কাশীধামে তনু ত্যাগ অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগানুষ্ঠান, এতদুভয়ের অন্যতর একটি হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ একে স্বভাবতই চঞ্চলেন্দ্রিয় ; তাহাতে কলিকাল-কলুষে অল্পায়ু ; এরূপ স্থলে যোগানুষ্ঠানের মহাফল মোক্ষলাভ কিরূপে সম্ভবে ? অতএব জীবগণের মোক্ষপদপ্রদ দয়াময় সদাশিব বিশ্বেশ্বরদেব সর্ব্বদাই কাশীধামে বিরাজ করিতেছেন। জীবগণ কাশীধামে যেমন সুখে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন, যোগাচারাদি অন্য কোন উপায়ে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই তেমন সুখে মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। পুণ্যধাম বারাণসী ক্ষেত্রে স্বদেহ সন্নিবেশিত করাই পরমযোগ। এই যোগে যেমন শীঘ্র নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়, অন্য কুত্রাপিই তেমন শীঘ্র তেমন সুখে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥১৬৬-১৭১॥ বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, ভাগীরথী, কালভৈরব, ঢুণ্ঢি-গণেশ ও দণ্ডপাণি বারাণসীস্থ এই ছয় দেবতাই ষড়ঙ্গযোগ। যিনি বারাণসীধামে নিত্য নিত্য এই ষড়ঙ্গযোগের সেবায় নিরত থাকেন, তিনি সুদীর্ঘ যোগনিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়া অমরত্বরূপ অমৃত পান করেন। কাশীতে এতদতিরিক্ত আরও ষড়ঙ্গযোগ আছে। ওঙ্কারেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, বীরেশ্বর এবং উপবিশ্বেশ্বর। এই ছয়টি মূর্ত্তিও ষড়ঙ্গযোগ। চরণামৃতকুণ্ড, অসীনদীর সঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ এবং ধর্ম্মহ্রদ, এই ছয়টি পবিত্র জলাধারও ষড়ঙ্গযোগ ॥১৭২-১৭৫॥

স্কন্দদেব পুনরায় মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম ! এই ষড়ঙ্গযোগের সেবা করিলে, জীবের আর জননীর জঠরযন্ত্রণা ভোগ হয় না ॥১৭৬॥ গঙ্গাস্নানরূপ মহামুদ্রা জীবের মহাপাতকবিনাশিনী। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে অমরত্ব লাভ হয় ॥১৭৭॥ বারাণসীবর্ত্মে সঞ্চরণ করিলে খেচরীমুদ্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেচরীমুদ্রার অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ॥১৭৮॥ সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যিনি বারাণসী-

গমনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বারাণসীর পথে প্রধাবিত হন, তাঁহার উড্ডীয়ানরূপ মহা মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥১৭৯॥ বিশ্বেশ্বরের স্নানসঞ্জাত জল মস্তকে ধারণ করিলে জলন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়। এই মুদ্রাটি সমস্ত দেবগণেরও সুদুর্লভ ॥১৮০॥ যিনি শত শত বিঘ্ন সহ্য করিয়াও বারাণসী পরিত্যাগ না করেন, সেই উদ্যমশীল দৃঢ়ব্রত জ্ঞানবান পুরুষের মূলবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠান করা হয়। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে সমস্ত দুঃখের মল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১৮১॥

মহামুনি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় ষড়ানন কহিলেন, হে মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট দুই প্রকার যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তন্মধ্যে বারাণসীস্থ এই ষড়ঙ্গ এবং এই মুদ্রাযোগের অনুষ্ঠানে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ হয়। এইটি পরাৎপর মহেশ্বর শম্ভুর অপগুনীয় বাক্য ॥১৮২॥ যতদিন শরীর একবারে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া না যায়, যতদিন করাল ব্যাধি আসিয়া শরীরকে আক্রমণ না করে, কাল পরিপূর্ণ হইবার যতদিন বিলম্ব থাকে, কাশীধামে ততদিন এই ষড়ঙ্গযোগে নিরত থাকা বিধেয় ॥১৮৩॥ এই উভয়বিধ যোগের মধ্যে বারাণসীস্থ যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে এই যোগের সেবা করিলেই পরম উৎকৃষ্ট যোগ সংসাধিত হয় ॥১৮৪॥ আধিব্যাধির দ্বারা শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে, শরীরে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং ইহ সংসার হইতে প্রস্থান করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সর্ব্বদা এইরূপ জ্ঞান করিয়া কাশীনাথের পদাশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ১৮৫ ॥ কাশীনাথের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে মানুষের আর কালভয় কোথায় থাকে? কাশীতে জীবসংহারক দুরন্ত কাল ক্রুদ্ধ হইলেও সুমঙ্গল হয় ॥ ১৮৬ ॥ পুণ্যবান গৃহস্থ যেমন আতিথ্য ব্রতের নিমিত্ত দিবাভাগে

ভোজনের পূর্ব্বে অতিথির প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, কাশীবাসী ভাগ্যবান পুরুষেরাও সেইরূপ কৃতান্তের আগমন প্রতীক্ষা করেন ॥ ১৮৭ ॥ কলি, কাল এবং অনিত্য কর্ম্মকাণ্ড, এই তিনটিই সংসারের কণ্টকস্বরূপ। আনন্দকাননবাসী জীবগণের উপর এই পাপত্রয় কদাচ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ॥ ১৮৮ ॥ কাশী ভিন্ন অন্যত্র অবস্থান করিলে অতর্কিত-ভাবে কাল আসিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করে। অতএব সেই কালভয় হইতে অভয় লাভের বাসনা থাকিলে কাশীবাস আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য ॥১৮৯॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে যোগাখ্যান নাম একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। অষ্টমোল্লাসঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥
ভিক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তচ্ছ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাস গ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। অষ্টমোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ২২২ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ২২৩ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২৬২ ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্ দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া।
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ গুরুম্ ॥ ২৬৩ ॥
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ ॥ ২৬৪ ॥
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥ ২৬৫ ॥
ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ ॥ ২৬৬ ॥
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে ॥ ২৬৭ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্।
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সন্ন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৮ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণাস্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৬৯ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম। অষ্টমোল্লাসঃ

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮০ ॥
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২৮১ ॥

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্ ।
দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ২৮২ ॥
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮৩ ॥
সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥ ২৮৪ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসন্ন্যাসনং বিনা ।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্ জনঃ ॥ ২৮৭ ॥
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৮ ॥
যতের্দ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২৮৯ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। অষ্টমোল্লাস।

"হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই। গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক এই দুইটী আশ্রম। ৮।" "হে দেবি! হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ডধারণ নাই, কারণ তাহা বৈদিক সংস্কার। ১০ হে ভদ্রে! কলিকালে শৈবসংস্কারবিধি অনুসারে অবধূতাশ্রম ধারণ তাহাই "সন্ন্যাসগ্রহণ" নামে কথিত হইয়া থাকে। ১১। হে দেবি! কলিযুগ প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ এবং অন্য সকল বর্ণেরই এই উভয় আশ্রমে অধিকার থাকিবে। ১২।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। অষ্টমোল্লাস।

"শ্রীসদাশিব কহিলেন। হে দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত। ২২২।" "ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সমুদায় কাম্যকর্ম্ম রহিত হইলে, অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ২২৩।" "কুলাবধূত সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি, এই পাঁচ বর্ণেরই অধিকার আছে। ২২৫।" "যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিলেই দ্বিজগণের সন্ন্যাস হয়। ২৬৩।" "শূদ্র ও সামান্য জাতিগণের শিখা হোম করিলেই সংস্কার হয়। অনন্তর শিখা ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ২৬৪।" "গুরু শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে ইহা বলিবেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই ব্রহ্ম তুমিই। তুমি হংসঃ ও সোঽহং ভাবনা কর। তুমি অহঙ্কার ও মমতারহিত হইয়া নিজের শুদ্ধভাবে সুখে বিচরণ কর। ২৬৫।" "অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু, ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন (মন্ত্র যথা ২৬৬)" "তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার। তোমাকে ও আমাকে বারম্বার নমস্কার। হে বিশ্বরূপ! তুমিই তাহা অর্থাৎ জীব এবং তাহাই অর্থাৎ জীবই তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। ২৬৭।" "জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের নিজমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিখাচ্ছেদনেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করা হয়। ২৬৮।" "ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগের যজ্ঞ, পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রয়োজন কি? তাঁহারা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ১৬৯।" "সন্ন্যাসী ধাতুদ্রব্য পরিগ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা-ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া পরিত্যাগ করিবেন। ২৮০।" "পরিব্রাট্ সন্ন্যাসী দেবতা মনুষ্য বা কীটে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। সর্ব্ব কর্ম্মেই সমুদয় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। ২৮১।"

"ব্রাহ্মণের অন্ন হউক্ বা চণ্ডালের অন্ন হউক্, যে কোন ব্যক্তির অন্ন যে কোন দেশ হইতে সমাগত, তাহা দেশ কাল বিচার না করিয়া ভোজন করিবেন। ২৮২।" "অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়াও বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ববিচার দ্বারা সময় অতিপাত করিবেন। ১৮৩।" "সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই দাহ করিবে না। ঐ দেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া নিখাত অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে। ২৮৪।" "হে দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এবং কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতিরেকে শত কাল ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও কোন জন মুক্তিভাগী হইতে পারিবে না। ২৮৭।" "ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কুলাবধূত, মনুষ্যাকৃতি হইয়াও জীবন্মুক্ত। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধ করিয়া পূজা করিবেন। ২৮৮।" "মনুষ্যগণ যতি দর্শন করিবামাত্র সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে। ২৮৯।"

সংসারবন্ধনমুক্ত ব্যক্তির কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট প্রার্থনা :—

"হে পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স কাটিয়া গিয়াছে, হে নাথ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২২৯।" "গুরু বিচার করিয়া নিবৃত্তগৃহকর্ম্ম সেই ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রম আদেশ করিবেন। ২৩০।"

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ২০

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

যিনি সকল ঈশ্বরের (প্রভুর) পরম ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যিনি সকল পতির পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশময় ভুবনেশ্বরকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২০ ॥

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম্ম এধি ॥ ২১ ॥

(শ্রুতি)

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ ! আমার নিকট প্রকাশিত হও ॥ ২১ ॥

অসুর-বিবুধ-সিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তং
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিল-হৃদিনিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি ॥ ২২ ॥

(গরুড় পুরাণ)

অসুর, দেবতা ও সিদ্ধগণ যাঁহার অন্ত জানিতে পারেন না, মুনিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণ মধ্যে চিন্তা করেন, যিনি নির্ম্মল, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সমুদায় অবগত আছেন, যিনি সর্ব্বসাক্ষী, সেই জন্ম-বিহীন, সত্য ঈশ্বর, বাসুদেবকে প্রণিপাত করি ॥ ২২ ॥

স তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থো, জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব, নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যতে ঈশনায় ॥২৩॥

(উপনিষৎ)

এই পরমাত্মা চৈতন্যময়, মরণধর্ম্মবিহীন এবং সর্ব্বস্বামী-রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্ব্বত্রগামী. এই ভুবনের পালনকর্ত্তা। তিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন, তদ্ব্যতিরেকে জগৎ-শাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক পরমাত্মার শরণাগত হই ॥ ২৩ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ, বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥২৪॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩ অঃ ৪ শ্লোক।

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন; যিনি বিশ্বকর্ত্তা, রুদ্ররূপী, সর্ব্বজ্ঞ, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥২৪॥

যস্য প্রভা-প্রভবতো, জগদণ্ড-কোটী-
কোটীস্বশেষবসুধাদি বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদি-পুরুষং, তমহং ভজামি ॥ ২৬ ॥

(ব্রহ্মাণ্ড সংহিতা, ৫ অঃ, ৪৬ শ্লোক)

যাঁহার প্রভা হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, যে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অনন্ত বিভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই নিষ্কলঙ্ক, অনন্ত, অশেসভূত, আদি গোবিন্দ পুরুষকে ভজনা করি ॥ ২৬ ॥

জগদভিনয়কর্ত্তুরেকভর্ত্তুঃ প্রহর্ত্তু

নিখিল-কুশল দাতুর্দীনপাতুর্ব্বিধাতুঃ।

অনুদিনমনুমানং, যস্য বৃত্তান্তবাহি ন ভবতি কুশলং,

তদ্ বীজমাদ্যং প্রণৌমি ॥২৭॥

যস্মিন্ চরাচরমিদং, সুচিরং বিভাতি

যস্যাত্মভাব-রচিতং জগতাং বহুত্বম্।

যস্য প্রভাব তুলনাপ্রতুলা নিতান্তং

স্বাংশৈরসংখ্য-জগতাং স্বপতিং নমামি ॥২৮॥

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্

বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥২৯॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪ অঃ, ৩১ শ্লোক)

যিনি এই জগতের সৃষ্টি সংহারাদি অভিনয়ের অদ্বিতীয় কর্ত্তা, সমগ্র জগতের অদ্বিতীয় ভর্ত্তা, শাস্তা, নিখিল-কুশল-দাতা, দীন-পাতা, অনুমানাদিপ্রমাণ সকল নিত্য যে বিধাতার বৃত্তান্ত বহন করিয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না, সেই আদ্য বীজকে অভিবাদন করি ॥ ২৭ ॥

যাঁহাতে এই চরাচর সংসার সুচিরকাল অনাদিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, এই চরাচর জগৎ যাঁহার স্বরূপে বহু প্রকার সম্ভূত হইয়াছে, যাঁহার প্রভুত্বের তুলনা নিতান্ত দুর্লভ, অসংখ্য অথচ একমাত্র; সেই জগৎ-কারণকর সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥

যিনি একাকী, বর্ণহীন, যিনি প্রজাগণের হিতার্থে বহু প্রকার

শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি দীপ্যমান পরমাত্মা, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ২৯ ॥

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ, সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ।
অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনং।
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু, প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥৩০॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৯ উল্লাস, ২৭-২৯ শ্লোক)

যিনি প্রণব ও ব্যাহৃতির বাচ্য, তিনিই জগতে সৃষ্টিকর্ত্তা, দীপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়াশ্রয়, বিভুর অন্তর্গত, যোগিগণের বরণীয়, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, সেই মহাজ্যোতিঃ ধ্যান করি। সেই মহাজ্যোতিঃই সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর আমাদিগের মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষে প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে ; কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। (৫৩ পৃষ্ঠা)

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-বোধক ও জীবব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বাক্য আছে, তাহাকে মহাবাক্য বলে : যেমন—

অয়মাত্মা ব্রহ্ম,—এই জীবাত্মা ব্রহ্ম।
অহং ব্রহ্মাস্মি,—আমি ব্রহ্ম।
তত্ত্বমসি,—তুমি সেই ব্রহ্ম। (৫৯ পৃষ্ঠা)

তবে চারি প্রকার অবধূতের বৃত্তান্ত আছে : ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভক্তাবধূত ও হংসাবধূত। (৬৩ পৃষ্ঠা)

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে)

ভক্তাবধূত দুই প্রকার ; পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণভক্তাবধূতকে পরমহংস ও অপূর্ণকে পরিব্রাজক বলে।

চারিপ্রকার অবধূতের মধ্যে চতুর্থকে তুরীয় বলে। অন্য তিন প্রকার অবধূত যোগ ভোগ উভয়েতেই রত। তাঁহারা মুক্ত ও শিবতুল্য। হংসাবধূতেরা স্ত্রীসঙ্গ ও দান গ্রহণ করিবে না ; যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু পায় তাহাই ভক্ষণ করিবে ; নিষেধ বিধি কিছুই মানিবে না। ঐ তুরীয়াবধূত স্বজাতির চিহ্ন ও গৃহাশ্রমের ক্রিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিবে এবং সংকল্পবর্জ্জিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকিবে। সর্ব্বদা আত্মভাবেতে সন্তুষ্ট, শোক-মোহবর্জ্জিত, গৃহশূন্য, তিতিক্ষাসক্ত, লোক-সংসর্গবর্জ্জিত ও নিরুপদ্রব হইবে। তাঁহার ধ্যান ধারণাও নাই, ভক্ষ্য-পানীয় নিবেদন করাও নাই। তিনি মুক্ত, বিমুক্ত, নির্ব্বিবাদ হংসাচারপরায়ণ ও যতি।

বিবেকচূড়ামণি হইতে—

"দেহস্য মোক্ষো ন মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্ততঃ ॥ ৫৬৫ ॥"

"সে জন্যে দেহের মোক্ষ মোক্ষ সে ত নয়,
দণ্ড কমণ্ডলু মোক্ষ কদাচ না হয়।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থি মুক্ত সেই মোক্ষ,
যোগী-ঋষিগণে করে সেই মোক্ষ লক্ষ্য ॥ ৫৬৫ ॥"

অষ্টাবক্র সংহিতার অষ্টাদশ প্রকরণ হইতে,—"যে মহাত্মা, সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াও স্বভাবতঃ সাংসারিক কষ্টে অভিভূত হন না, তিনি মহাহ্রদের ন্যায় ক্ষোভরহিত ও ক্লেশরহিত হইয়া সাতিশয় শোভমান হন। ৬০। মূঢ় ব্যক্তির যে বিষয়নিবৃত্তি তাহা প্রবৃত্তিস্বরূপ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির যে বিষয়প্রবৃত্তি তাহা নিবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মূঢ় ব্যক্তি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও আসক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করেন। ৬১। মূঢ় ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র, গৃহধন প্রভৃতি পরিগ্রহ বিষয়ে প্রায়ই বৈরাগ্য প্রদর্শন করে, পরন্তু যিনি নিজ শরীরেও আশাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে অনুরাগও নাই, বৈরাগ্যও নাই। ৬২। মূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টি সর্ব্বদাই ভাবনা বা অভাবনায় আসক্ত থাকে, পরন্তু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টি চিন্তান্বিত থাকিয়াও অদৃষ্টিস্বরূপা হয়। ৬৩। যে মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তি সমুদায় বিষয়েই বালকের ন্যায় কামনাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা যোগী কর্ম্ম করিতেছেন বটে কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হন না। ৬৪। যিনি সর্ব্ব বিষয়ে সমদর্শী সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই ধন্য। তিনি সমুদায় দর্শন করিতেছেন, সমুদায় শ্রবণ করিতেছেন, সমুদায় স্পর্শ করিতেছেন, * * *"

অষ্টাবক্র সংহিতার ষোড়শ প্রকরণ হইতে,—"বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকিলে বিষয়ানুরাগ প্রকাশ হয়, বিষয় হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছা হইলে বিষয়ে দ্বেষ উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম ও রাগদ্বেষরহিত হইয়া অজ্ঞান শিশুর ন্যায় অবস্থান করেন। ৮। রাগী ব্যক্তি দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। যিনি বীতরাগ অর্থাৎ সংসারে অনুরাগশূন্য, তিনি সাংসারিক দুঃখে লিপ্ত না থাকাতে সংসার আশ্রমে থাকিয়াও খিন্নমনা হন না। ৯। যাঁহার

দেহে মমতা আছে, যাহার "আমি মুক্ত" এইরূপ মোক্ষাভিমান আছে, তিনি যোগীও নহেন, জ্ঞানীও নহেন। তিনি কেবল দুঃখের ভাগী। ১০। মহাযোগী মহাদেব অথবা সর্ব্বযোগেশ্বর হরি অথবা পরমযোগী ব্রহ্মা যদি তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন তথাপি যে পর্য্যন্ত তুমি জগৎপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হইতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না। ১১।"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১শ স্কন্ধ। অষ্টাদশ অধ্যায়। যতিধর্ম্মনির্ণয়।

ভগবান্ কহিলেন,—"উদ্ধব! বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইলে, পুত্রগণের উপর পত্নীর ভার দিয়া অথবা তাঁহার সহিতই, শান্ত চিত্তে আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনেই বাস করিবেন; বিশুদ্ধ বন্য কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন এবং বল্কল, বস্ত্র, তৃণ, পর্ণ বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন। তিনি কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও মলা অপগত করিবেন না; দন্ত ধাবন করিবেন না। ত্রিসন্ধ্যা জলে স্নান করিবেন এবং স্থণ্ডিলে শয়ন করিবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিতাপে তপ্ত হইবেন; বর্ষাকালে জলধারা শয্যা করিবেন; শীতকালে জলে গলদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া থাকিবেন; এইরূপ আচরণ করিয়া তপস্যা করিবেন। অগ্নিপক্ক কিংবা কালপক্ক ফলাদি ভোজন করিবেন। উলূখল বা প্রস্তর খণ্ড দ্বারা কুট্টিত করিবেন; অথবা দন্তকেই উলূখল স্থানীয় করিবেন। নিজের জীবনোপযোগী সকল দ্রব্য নিজেই আহরণ করিবেন। দেশ, কাল ও শক্তি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া কালান্তরে আহৃত দ্রব্য কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না। বন্য চরু-পুরোডাশাদি দ্বারা কাল-বিহিত অন্নাদি পিতৃদেবোদ্দেশে নিবেদন করিবেন; বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বেদবিহিত পশু দ্বারা আমার যাগ করিবেন না। বেদবাদিগণ মুনির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস

ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ সকল উপদেশ দিয়াছেন। ১০৮। ধূমাদিব্যাপ্ত-শুষ্ক-মাংস মুনিগণ এইরূপে তপস্যা দ্বারা তপোময় আমার উপাসনা করিয়া ঋষিলোক হইতে আমাকে লাভ করেন। যিনি দুঃখকৃত মোক্ষফল-জনক এই মহৎ তপস্যা অল্প কামনা পূরণের জন্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার অপেক্ষা আর মূর্খ কে? যখন ইনি জরাবশতঃ কম্পান্বিত হইয়া নিয়মপালনে অক্ষম হইবেন, তখন আপনাতে অগ্নিসমারোপণ করিয়া আমাতে মনঃসংযোজন পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করিবেন। যখন ধর্ম্মের ফল, লোক সকল পরিণামে দুঃখজনক বলিয়া তাহাতে বিরক্ত হইবেন, তখনি অগ্নি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইবেন। উপদেশক্রমে আমার পূজা করিয়া সর্ব্বস্ব ঋত্বিক্‌কে দান পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নি নিধান করিবেন এবং নিরপেক্ষ হইয়া প্রব্রজ্যা অবম্বলন করিবেন। "ইনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন,"—এই ভাবিয়া পত্নীপ্রভৃতি দেবতা সকল সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যুক্ত ব্রাহ্মণের বিঘ্ন করেন। মুনি যদি বস্ত্র পরিধান করিতে অভিলাষী হন ; যতটুকু দ্বারা কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে, ততটুকু বস্ত্র পরিধান করিবেন ; আপদ উপস্থিত না হইলে, দণ্ড ও পাত্র ভিন্ন, পরিত্যক্ত অন্য কিছু ধারণ করিবেন না। দৃষ্টিপূত পদন্যাস করিবেন ; বস্ত্রপূত জল পান করিবেন ; সত্যপূত বাক্য বলিবেন ; মনঃপূত আচরণ করিবেন। ৯-১৬। মৌন, চেষ্টাহীনতা ও প্রাণায়াম যথাক্রমে বাক্য, শরীর এবং মনের দণ্ড। হে উদ্ধব! যাঁহার এই সকল দণ্ড নাই, তিনি কেবল বেণুযষ্ঠি সমূহ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। চারিবর্ণের মধ্যে নিন্দনীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনভিপ্রেত-পূর্ব্ব সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবেন ; তদ্দ্বারা যাহা লব্ধ হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। গ্রামের বহির্ভাগস্থ জলাশয়ে গমন করিবেন ; তথায়

মৌনভাবে স্নান করিয়া আহৃত পবিত্র সমস্ত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভোজন করিবেন। নিঃসঙ্গ, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মনিরত, ধীর ও সমদর্শী হইয়া একাকী এই পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। নির্জ্জন-নির্ভয়-স্থানবাসী, আমার প্রতি ভক্তিবশতঃ নির্ম্মলচিত্ত মুনি আত্মাকে আমার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যই বন্ধন; আর ইহাদিগের দমনই মোক্ষ। সেই হেতু মুনি আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা ষড় ইন্দ্রিয় জয় করিবেন এবং ক্ষুদ্র কামনা সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মাতে মহৎ সুখ লাভ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন। ভিক্ষার জন্য নগর, গ্রাম, ব্রজ ও সার্থ সকলে প্রবেশ করিয়া পবিত্র দেশ গিরিনদী-কানন-মালিনী ও আশ্রমশালিনী পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন; বানপ্রস্থদিগের আশ্রমমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিবেন, শিলবৃত্তি দ্বারা লব্ধ অন্নভোজনে শুদ্ধসত্ত্ব ও বিরতমোহ হইয়া মুক্ত হইবেন। ১৭-২৫। এই দৃশ্যমান মিষ্টান্নাদিকে বস্তুরূপে দর্শন করিবে না; কারণ ইহা নাশ পাইবে; অতএব ইহলোকে ও পরলোকে চিত্তনিবেশ করিয়া তন্নিমিত্তক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। চিত্ত, বাক্য ও প্রাণ দ্বারা আত্মাতে বিরচিত এই জগৎকে, অহঙ্কারাস্পদ শরীরকে এবং তজ্জন্য সমুদায় সুখকে 'মায়া' এই বিবেচনা পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবেন এবং আর তাহাকে চিন্তা করিবেন না। মুমুক্ষু হইয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ কিম্বা মুক্তি বিষয়ে নিরপেক্ষ মদীয় ভক্ত হন, তিনি চিহ্নসহিত আশ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিধিসমূহের অনধীনভাবে আচরণ করিবেন। বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন; নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিবেন; বেদনিষ্ঠ হইয়াও নিয়মশূন্য ভাবে গোচর্য্যা আচরণ করিবেন।

কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করিবেন না; শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যও করিবেন না এবং কেবল তর্ক-পরায়ণও হইবেন না; প্রয়োজন-শূন্য বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। ধীর ব্যক্তি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না এবং লোককেও উদ্বিগ্ন করিবেন না। দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করিবেন, কাহাকেও অবহেলা করিবেন না; দেহকে উদ্দেশ করিয়া পশুজাতির ন্যায় শত্রুতাচরণ করিবেন না। যেমন এক চন্দ্র নানা জলপাত্রে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা ভূতগণে ও নিজ দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন; সমুদায় ভূত একাত্মক। ২৬-৩২। ঐ জ্ঞানী সময়ে সময়ে কখনও খাদ্য না পাইলে বিমর্ষ হইবেন না; পাইলেও হৃষ্ট হইবেন না; উভয়েই দৈবাধীন। আহারের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন; কারণ প্রাণ ধারণ কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য; তিনি প্রাণ থাকিলেই তত্ত্ববিচার করিবেন; তত্ত্বজ্ঞ হইয়া মুক্ত হইবেন। মুনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন, শ্রেষ্ঠ হউক, অপকৃষ্ট হউক, ভোজন করিবেন; এইরূপে বস্ত্র এবং এইরূপে শয্যাও যেমন যেমন পাইবেন, ব্যবহার করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বিধিবিধানক্রমে শৌচ, আচমন, স্নান বা অন্যান্য নিয়ম সকলও আচরণ করিবেন না; আমি ঈশ্বর যেমন কার্য্য সকল লীলা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করি, সেইরূপ তিনিও লীলা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই; যাহাও ছিল, সেও জ্ঞানদ্বারা হত হইয়াছে। যতদিন দেহের অন্ত না হয়, ততদিন কখন কখনও প্রতীতি হয়; তাহার পরে আমার সহিত মিলিত হন। যে পণ্ডিত দুঃখ-পরিণামী কাম সকলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছেন, তাঁহার মদীয় ধর্ম্ম জ্ঞাত না থাকিলে, তিনি কোন মুনিকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হইয়া যতদিন ব্রহ্ম না জানিতে পারেন, ততদিন আমার স্বরূপ দেখিয়া ভক্তি ও আদরপূর্ব্বক গুরুর

সেবা করিবেন। যিনি অজিতেন্দ্রিয় ; প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় যাহার সারথি এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য নাই অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন ; এতাদৃশ ধর্ম্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবগণকে, আত্মাকে এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করে এবং অসম্পূর্ণ মনোরথ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। ৩৩-৪১। ভিক্ষুকের ধর্ম্ম শম ও অহিংসা ; বানপ্রস্থের ধর্ম্ম তপশ্চরণ ; গৃহীর ধর্ম্ম ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলি প্রদান করা ; দ্বিজের ধর্ম্ম আচার্য্যের সেবা করা। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ভূতগণের প্রতি সৌহার্দ্দ এবং ঋতুকালে স্ত্রীগমন গৃহস্থের ধর্ম্ম ; আমার উপাসনা সকলের ধর্ম্ম। যিনি সকল ভূতে আমাকে ভাবনা করিয়া অন্যকে ভজনা না করেন, স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য আমাকে ভজনা করেন, তিনি মদ্বিষয়িণী দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন। হে উদ্ধব! অবিনাশিনী ভক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বলোক মহেশ্বর সকলের উৎপত্তি নাশ প্রবর্ত্তক কারণরূপী বৈকুণ্ঠবাসী আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার স্বধর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হওয়াতে আমার গতি জানিতে পারেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট লোকদিগের ইহাই আচার, লক্ষণ ও ধর্ম্ম ; ইহাই মদ্ভক্তিসম্পন্ন পরমমুক্তির সাধন। হে সাধো! নিজধর্ম্মসংযুক্ত মদ্ভক্ত যে প্রকারে পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা ব্যক্ত করিলাম।” ৪২-৪৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—

সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈতান ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) গৃহস্থাশ্রম হইতেই

চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও সূক্ত জপ করিয়াছে, যে পুত্রবান্, যে অন্ধপঙ্গু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্নদান করিয়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারই চতুর্থাশ্রমে প্রবেশাধিকার আছে, অন্যথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য করিবে; শান্তিগুণাবলম্বী হইবে; তিন গাছ দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে; একাকী থাকিবে; অভিমানমূলক শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কেবল মাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া, বাক্য নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকান্তর বর্জ্জিত গ্রামে কেবল প্রাণ-ধারণার্থ, অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে ভিক্ষাচরণ করিবে। মৃণ্ময়, বেণুময়, দারুময় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের ব্যবহার্য্য। গোলাঙ্গুল কেশ এবং জল, এই সকল পাত্রকে শুদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবে; অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে; যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সে সকল ব্যবহার করিবে না; চতুর্থাশ্রমী দ্বিজ, এইরূপে ক্রমে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ভিক্ষু, বিষয়কামনাদি জনিত দোষ-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবে; কেন না, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎ-পত্তির এবং ধ্যান ধারণাদি কর্ম্মে বিলক্ষণ সামর্থ্যলাভের কারণ। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্মমৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি জনিত নরক-গমনাদি গতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব-পঙ্গুত্বাদিজনিত রূপবিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর সংসারে না আসিতে হয়, এইজন্য) নিদিধ্যাসন

দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে শরীরাদি ব্যতীত সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাত-কার করিবে। কোন একটা আশ্রমাবলম্বন, ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে : কেননা, আশ্রমাবলম্বনও করিলেই হইল ; অতএব অপকার (অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি সেই ব্যবহার) না করা, সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্প-শূন্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ সকল ব্যতীত কেবলমাত্র আশ্রমাবলম্বন অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। আশ্রমাবলম্বনও করিতে হইবে, এ সকল কার্য্যও করিতে হইবে)।" ৫৬-৬৬।

ইতি যতিপ্রকরণ।

শ্রীমদ্ভাগবত। একাদশ স্কন্ধ। নবম অধ্যায়।

অবধূত-বাক্য।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু প্রিয়তম, সেই সেই বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের নিমিত্ত ; অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা জানিয়াছেন, তিনিই অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারিয়াছেন। আমিষ-সম্পন্ন কুরর পক্ষীকে আমিষহীন অন্যান্য কুররেরা বধ করে। সেই আমিষ ত্যাগ করিয়া সে সুখী হইয়া থাকে। আমার মান, অপমান নাই ; পুত্রবান্ ও গৃহীদিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই ; আমি আপনা আপনিই ক্রীড়া করিয়া এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া বালকের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করি। অজ্ঞ উদ্যম-রহিত বালক এবং যিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এই উভয় ব্যক্তিই চিন্তাশূন্য ও পরমানন্দময়। কোনও সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি কোনও এক কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হয় ; তৎকালে তাহার

বন্ধুজন স্থান বিশেষে গমন করিয়াছিল, সেই জন্য কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে মহীপতে! কুমারী তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালিধান্য কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কুমারীর প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকলের অতি শব্দ হইতে লাগিল। ১-৬। সে তাহাতে লজ্জাজনক বোধ করতঃ এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল, দুই দুই গাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি অপঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শঙ্খ-দ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও একগাছি ভগ্ন করিল; এক গাছি হইতে আর শব্দ হইল না। হে অরিন্দম! লোকতত্ত্ব জানিবার অভিলাষে এই সকল লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সেই কুমারী হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি;—বহুজনের একত্র বাস, বা দুই জনের একত্র বাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারী-কঙ্কণের ন্যায় একাকীই বাস করিবে। জিতাসন ও জিতশ্বাস হইয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগ দ্বারা মনকে এক বিষয়ে সংসক্ত করিয়া রাখিবে। এই মন যাহাতে স্থানলাভ করিয়া অল্পে অল্পে কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ করে এবং উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা রজস্তমঃ নাশ করিয়া গুণ ও গুণকার্য্য-রহিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহাকে তাহাতে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। যেমন বাণে নিবিষ্টচিত্ত বাণ-নির্ম্মাতা ব্যক্তি পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবেন না; সর্পের ন্যায় মুনি একচারী, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, আচারদ্বারা অলক্ষ্য, অসহায় ও অল্পভাষী হইবেন। ৭-১৪। নশ্বর-দেহ মনুষ্যের গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল: সর্প পরকৃত-গৃহে বাস করিয়া সুখী হইয়া থাকে। দেবনারায়ণ পূর্ব্বসৃষ্ট এই জগৎ কল্পান্ত-সময়ে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয়রূপে এক ও অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন।

আত্মশক্তি কালপ্রভাবে শক্তি সকল এবং সত্ত্বাদিক্রমে স্বস্ব কারণে লীন হইলে পর, কৃষ্ণপুরুষের ঈশ্বর আদি-পুরুষ, ব্রহ্মাদি ও অন্যান্য মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া অবস্থিতি করেন; কারণ, তিনি নিরুপাধিক, নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দ-সন্দোহ; অতএব মোক্ষশব্দের প্রতিপাদ্য। হে শত্রুদমন! নিরবচ্ছিন্ন আত্মান্তঃস্বরূপ কাল দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া তদ্দারা প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। অহঙ্কার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, অতএব বিশ্বতোমুখা ও ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা বলা যায়, ইহাতেই এই বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে এবং ইহাদ্বারা পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন উর্ণনাভ মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তার করিয়া পুনব্বার তাহা গ্রাস করে তদ্রূপ মহেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। ১৫-২১। দেহী,—স্নেহ, দ্বেষ, বা ভয়হেতু যাহাতে যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, মরণান্তে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; রাজন! কীট পেশস্কারকে ধ্যান করিতে করিতে তৎকর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই, তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুরু হইতে আমি এরূপ বুদ্ধি শিক্ষা করিয়াছি। হে প্রভো! স্বীয় শরীর হইতে যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। শরীর আমার গুরু; কারণ, নিরন্তর মনঃপীড়া যাহার শেষ ফল, সেই উৎপত্তি-বিনাশ ইহার ধর্ম্ম; আর, আমি ইহা দ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি; অতএব ইহা আমার বিবেকের কারণ; তথাপি ইহাকে পরকীয় স্থির করায় সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি। পুরুষ যে দেহের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গ বিস্তার করিয়া কষ্টে ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক পোষণ করে, বৃক্ষধর্ম্মী সেই দেহ এই পুরুষের কর্ম্মরূপ দেহান্তর বীজ উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন অনেক

সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ রসনা ইহাকে এক দিকে আকর্ষণ করে; তৃষ্ণা অন্য দিকে; শিশ্ন অন্য দিকে: ত্বক্, উদর, কর্ণ, আর নাসিকা, চপল চক্ষু এবং কর্ম্মশক্তি অন্যান্য দিকে আকর্ষণ করে। ২২-২৭। দেবনারায়ণ আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও দন্দশূক প্রভৃতি বিবিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া, ঐ ঐ সকলে সন্তুষ্টচিত্ত না হওয়াতে ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ-শরীর সৃষ্টি করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এই সংসারে বহু জন্মের পর অনিত্য হইলেও পুরুষার্থ-সাধন মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ইহা পতিত না হইতে হইতেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন। বিষয়ভোগ সকল জন্মেই হইয়া থাকে। এইরূপে বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞানদীপ-প্রভাবে অহঙ্কার ও সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ আত্মনিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; কেন না, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাকে নির্ণয় করিতেছেন। ভগবান কহিলেন, অগাধ বুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত, সুপূজিত এবং তজ্জন্য আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যথাযথ গমন করিলেন; আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজাত সেই যদু, অবধূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত ও সমদর্শী হইয়াছিলেন। ২৮-৩৩।”

হারীতসংহিতা। ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সন্ন্যাস) বলিব; শ্রদ্ধার সহিত সেই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বাধ্যায় কথিত রীতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস করতঃ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসবিধি অনুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। পিতৃগণ

দেবগণ ও মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনান্তর, পূর্ব্ব অথবা উত্তর দিক লক্ষ্য করতঃ স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সেই সময় হইতে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধু ও সর্ব্বভূতকেই অভয় প্রদান করিবে। চতুরঙ্গুলপরিমিত, কৃষ্ণ গো-বলিরজ্জুর দ্বারা বেষ্টিত, সম-পর্ব্ব, প্রশস্ত বেণু নির্ম্মিত ত্রিদণ্ড,—সন্ন্যাসীর বাহ্য ও মানস শৌচের জন্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। আচ্ছাদন-বাস কৌপীন, শীতনিবারিণী কন্থা ও পাদুকাদ্বয় সংগ্রহ করিবে; অন্য কোন প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না। এই সকল দণ্ড কৌপীনাদিই সন্ন্যাসীর চিহ্নরূপে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন করত মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আচমন করিবে। তৎপরে দেবতাগণের তর্পণ করিয়া সূর্য্যকে সমন্ত্রক প্রণাম করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী জপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। প্রতি দিবস আপনার প্রাণ ধারণের জন্য ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিবে। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবে। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সংগ্রহ করিবে। যত অন্ন দ্বারা নিজের তৃপ্তির সম্ভাবনা, তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সংযমী, সেই পাত্র অন্যত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া, সমাহিত চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করত পৃথক পাত্রে রাখিবে। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূত দেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে কিংবা এক পাত্রেই যতি ভোজনারম্ভ করিবেন। বট কিংবা অশ্বত্থ পত্রে, অথবা কুম্ভী ও তৈন্দুক নির্ম্মিত পাত্রে যতি কখনই ভোজন করিবে না। কাংস্য-পাত্রে ভোজনকারী যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, এই জন্য কদাচ কাংস্যপাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে

পাক করে ও যে কাংস্যপাত্রে ভোজন করায় তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্যপাত্রে ভোজনকারা যতিগণ প্রাপ্ত হন। যতি ভোজন করিয়া সেই পাত্রদ্বয় ধৌত করিবে; সেই পাত্র যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞিয় পাত্র বিশেষের) ন্যায় কখনই দূষিত হয় না। অনন্তর আচমনান্তে নিদিধ্যাসন করত ভগবান ভাস্করের উপাসনা করিবে। বুধ,—জপ, ধ্যান ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রি যাপন করিবে এবং হৃদয়পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশী ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। যদি সন্ন্যাসী এ প্রকার ধর্ম্মাত্মা, সর্ব্বভূতসমদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন, তাহা হইলে তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন, যে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া, ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্ত ভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬॥

মঠ	শৃঙ্গগিরি	জ্যোসী
ক্ষেত্র	রামেশ্বর	বদরিকাশ্রম
দেব	আদিবরাহ	নারায়ণ
দেবী	কামাখ্যা	পুন্নাগরী
তীর্থ	তুঙ্গভদ্রা	আলোকনন্দা
বেদ	যজুর্ব্বেদ	অথর্ব্ববেদ
মহাবাক্য	অহংব্রহ্মাস্মি	অয়মাত্মা ব্রহ্ম
মঠ	সারদা	গোবর্দ্ধন

ক্ষেত্র	দ্বারকা	পুরুষোত্তম
দেব	সিদ্ধেশ্বর	জগন্নাথ
দেবী	ভদ্রকালী	বিমলা
তীর্থ	গঙ্গাগোমতী	মহোদধি
বেদ	সামবেদ	ঋগ্‌বেদ
মহাবাক্য	তত্ত্বমসি	প্রজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম

শাক্ত সম্প্রদায়েও বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী, কৌলাচারী (এতাবৎ পশ্বাচার ও বীরাচারের অন্তর্গত) এই সাত নামের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী আছেন। তন্মতে কৌলাচারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বীরাচারগণের ভৈরবীচক্রে নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতিনী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা ও মালাকার কন্যা, এই নয় প্রকার স্ত্রীলোক কুলকন্যা বলিয়া পরিগণিত। ভৈরবীচক্রগত পর-পুরুষেরাই ঐ সমস্ত কুলস্ত্রীর প্রকৃত পতি; কুলধর্ম্মে বিবাহিতপতি পতি নহে।

গুপ্ত মঠ—

৫ম—কৈলাস ক্ষেত্র, কাশী সম্প্রদায়, নিরঞ্জন দেবতা, মানসসরোবর তীর্থ, ঈশ্বর আচার্য্য, সনকসুনন্দন ও সনৎকুমার ব্রহ্মচারী, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বাক্য।

৬ষ্ঠ—নাভিকুণ্ডলিনী ক্ষেত্র, সত্য সম্প্রদায়, পরমহংস দেবতা, হংস দেবী, ত্রিকুটী তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি ব্রহ্মচারী, অজপা মন্ত্র।

৭ম—এই মঠের অম্নায় মধ্যে শুদ্ধাত্ম তীর্থ এবং অহমেব হংসঃ, নিত্যোঽহম্, নির্ম্মলোঽহম্, নির্ব্বিকল্পোঽহম্, শুদ্ধোঽহম্ ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞ মুক্তাত্মাজ্ঞাপক কতিপয় বাক্য সন্নিবিষ্ট আছে।

তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতীর কিয়দংশ ভিন্ন অপর সপ্তশিষ্য-সম্প্রদায় আচার্য্যের অসন্তোষোৎপাদন করায় দণ্ডাদি বর্জ্জিত হয়েন, etc.

তীর্থ ও আশ্রম পদ্মপাদের, বন ও অরণ্য হস্তামলকের, গিরি, পর্ব্বত ও সাগর মণ্ডনের এবং সরস্বতী, ভারতী ও পুরি তোটকের শিষ্য।

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণ ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে পারেন। সুভদ্রাহরণকালে অর্জ্জুন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

"একদণ্ডী ভবেদ্বাপি ত্রিদণ্ডী চাপি বা ভবেৎ।"

শম, (অন্তরেন্দ্রিয়সংযম) দম, (বহিরিন্দ্রিয়সংযম) ধৃতি (ধারণা-শক্তি-বাক্যসংযম ও বীর্য্যবেগধারণ)।

আদিত্যপুরাণ হইতে,—

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ॥

"কলিকালে দেবরকর্ত্তৃক ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন, বিবাহিত কন্যার পুনর্ব্বিবাহ, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলুধারণ বা সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ।"

মণ্ডনবার্ত্তিক গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায় হইতে,—

যাবদ্বর্ণবিভাগোঽস্তি যাবদ্ বেদঃ প্রবর্ত্ততে।
যাবচ্চ জাহ্নবী গঙ্গা তাবৎ সন্ন্যাস ইষ্যতে॥

"যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ণবিভাগ ও চতুর্ব্বেদ সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসাশ্রম প্রচলিত রহিবে।"

বেদ হইতে—

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।"
"প্রাণিহিংসা করিবে না।"
"অগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেত।"
"অগ্নিষ্টোম যজ্ঞার্থ পশুহিংসা করিবে।"
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য
ব্রাহ্মণঃ প্রব্রেজেদ্ গৃহাৎ। মনুঃ
চত্বারো ব্রাহ্মণস্যোক্তা আশ্রমাঃ শ্রুতিচোদিতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ঃ প্রোক্তা দ্বাবেকৌ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
যোগিযাগ্যবল্ক্যঃ।

"মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে॥"

"মুখজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই দণ্ড কমণ্ডলু আদি লিঙ্গধারণরূপ ধর্ম্মবিহিত, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত নয়।"

সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ প্রহায় চ।
ভয়ং হৃত্বা চ ভূতানামমৃতী ভবতি "দ্বিজঃ"॥

দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাতি রাগদ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সমূহ নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণিগণের পক্ষে অভয়ের কারণ হইয়া "অমৃতী" হইবে। অর্থাৎ অমৃতধামের দ্বারস্বরূপ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

পরাশরমাধব গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সন্ন্যাস প্রকরণ হইতে,—

ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়া অহঙ্কার ও মমতা বিবর্জ্জিত হইয়া প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে।"

পরাশরমাধব গ্রন্থের সন্ন্যাসাশ্রম প্রকরণ হইতে,—

"অপরে পুনঃ, সন্ন্যাসং ত্রৈবর্ণিকাধিকারমিচ্ছন্তি অধীত-বেদস্য দ্বিজাতিমাত্রস্য সমুচ্চয়বিকল্পাভ্যামাশ্রমচতুষ্টয়স্য বহুস্মৃতিষু বিধানাৎ। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যেন সন্ন্যাসপ্রাকরণে দ্বিজশব্দঃ প্রযুক্তঃ" "যানি পূর্ব্বোদাহৃতবচনানি, তানি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ দণ্ডধারণনিষেধপরাণি। তথা চ মুখজানামিতি বচনমুদাহৃতম্।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে,—

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি! বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥

৮ম উল্লাস, ১০ শ্লোক।

"হে দেবী! যদ্যপি কলিযুগে ভিক্ষুক আশ্রম (সন্ন্যাস) থাকিবে বটে, কিন্তু এ আশ্রমে বেদোক্ত দণ্ডধারণাদি নিষিদ্ধ।"

"কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ ॥"

কলিযুগে কেবল আদি ও অন্তবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণেরই অস্তিত্ব।

মৎস্যপুরাণ হইতে,—

নাধীয়ন্তে তদাগ্নয়ঃ ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
উৎসীদন্তি তদা চৈব বৈশ্যৈঃ সার্দ্ধন্তু ক্ষত্রিয়াঃ ॥

"তদা অর্থাৎ কলিযুগে দ্বিজাতিরা অগ্ন্যাধান হইতে বিরত হইবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উৎসন্ন হইবে।"

পরাশর সংহিতার ২য় অধ্যায় হইতে,—

"অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মসাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণাশ্রমাগতম্।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃ পারাশর্য্যপ্রচোদিতঃ॥"

"অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থের চতুর্বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিব"

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চণ্ডালান্নমথাপি বা
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং চরেৎ।
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে,—

* * * কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ॥

৮ম উল্লাস, ৫ম শ্লোক।

শ্রুতি হইতে,—

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"

অর্থাৎ যে দিনই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ আদির বিচার করেন নাই।

মনু নবমোঽধ্যায় হইতে,—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতন্মধ্যে প্রথম বর্ণত্রয় দ্বিজাতি।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥৫॥"
স্ত্রীষ্বন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥৬॥

চতুর্বর্ণের সবর্ণা ও অক্ষতযোনিকন্যার সহিত যথাশাস্ত্র বিবাহে যে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পিতৃবর্ণ ধর্ম্মাদির অধিকারী হইয়া থাকেন, আর অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যাকে ও বৈশ্য যদি শূদ্রাকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র মাতার হীন-জাতীয়ত্ব জন্য পিতৃবর্ণ হইতে হীন ও পিতার উচ্চ-জাতিত্ব জন্য মাতৃবর্ণ হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণ ধর্ম্মের অধিকারী হইবেন।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানাস্তুসধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপ্যধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥৪১॥

বিহিত বিবাহক্রমে সজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে যে ত্রিবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়, আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াতে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাতে যে ত্রিবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়ন, বেদাধ্যয়ণাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী।

বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের বিধি—

"পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।"

পুত্রের হস্তে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও ধর্ম্মার্থ কল্যাণের ভার সমর্পণ করিয়া বনে—লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে একাকী গমন করিবেন অথবা স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিয়া লইবেন।

"আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥"

মনুঃ, ৬ অঃ।

একাশ্রম হইতে বিধিপূর্ব্বক অন্য আশ্রমে গমন করিয়া যথাবিধানে অগ্নিহোম, ইন্দ্রিয়সংযম, ভিক্ষা ও বলির কার্য্য শেষ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর পরলোকে মোক্ষলাভরূপ পরমানন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় অধ্যায় হইতে,—

"যদা পাপবশান্মর্ত্ত্যাস্ত্যক্তধর্ম্মা বসুন্ধরে।
কলৌ ম্লেচ্ছত্বমাপন্নাঃ প্রায়শো রাজশাসনাৎ॥
সন্ধ্যাবিহীনা বিপ্রাঃ স্যুর্ভৃতিকর্ম্মরতা মহী।
ক্ষত্রবৈশ্যাদিকর্ম্মাণঃ শূদ্রাচারা অপি দ্বিজাঃ॥
দ্বিজসেবাচ্যুতাঃ শূদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পরদাররতাঃ সর্ব্বে হিংসাপৈশুন্যসংযুতাঃ॥
সর্ব্বংসহে ভবিষ্যন্তি শিববিষ্ণুবিনিন্দকাঃ।"

আধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে,—

"যে পরেষাং ভৃতিপরাঃ ষট্‌কর্ম্মাদিবিবর্জ্জিতাঃ।
কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে॥"

হে বসুন্ধরে! কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যই রাজশাসন বশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবিহীন হইবে ও দাসত্ব করিবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কর্ম্ম করিবে ও শূদ্রাচারে প্রবৃত্ত হইবে। শূদ্রগণ দ্বিজসেবা করিবে না। প্রায় সকলেই পরদার নিরত, হিংসা পৈশুন্যযুক্ত হইবে এবং শিব নিন্দা ও বিষ্ণু নিন্দা করিবে।

হে বরাননে! কলিতে ব্রাহ্মণগণ পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিবে, স্বধর্ম্ম ষট্‌কর্ম্মবিবর্জ্জিত ও শূদ্রতুল্য হইবে।

"বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

অপারসম্বিৎসুখসমুদ্রে—পরব্রহ্মে যাহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও বসুমতী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহংতেন কুর্য্যাং।"

যাহাতে আমি অমৃত না হইব, আমি তাহা লইয়া কি করিব?

"গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ।"

অত্যাশ্রমীগণ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন।

"নামানি অনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্।"

তাঁহারা হতত্রপ—নির্লজ্জ হইয়া অর্থাৎ লোকনিন্দা বা লোকলজ্জার

মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরমাত্মার অনন্ত মহিমা গান করিয়া লোক সকলকে সচেতন করিতেন।

বিষ্ণুসংহিতা হইতে,—

"বিরক্তসর্ব্বকামেষু পারিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য দত্ত্বা চাভয়দক্ষিণাম্॥
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজন্ গৃহাৎ।
আচার্য্যেণ সমাদিষ্টং লিঙ্গং যত্নাৎ সমাশ্রয়েৎ॥"

সমস্ত বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মাতেই অগ্নির সমারোপণ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য অগ্নিহোত্র পরিহার পূর্ব্বক আত্মাতেই পরম তেজের উদ্ভব করিয়া ও সহধর্ম্মিণীকে অভয়দানরূপ দক্ষিণা দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। আচার্য্য যে গুহ্য মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ যত্নসহ তাহাই আশ্রয়পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

"শৌচমাশ্রয়সম্বন্ধং যতিধর্ম্মাংশ্চ শিক্ষয়েৎ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমফল্গুতা॥
দয়া চ সর্ব্বভূতেষু নিত্যমেতদ্যতিশ্চরেৎ।
গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে চ নিত্যকালনিকেতনঃ॥"

পবিত্রতা, আশ্রয়সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ ও সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কার্য্য শিক্ষা করিবেন। অহিংসা, সত্যশীলতা, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্তি, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি, যতি এতাবৎ আচরণ করিবেন। যতি গ্রামের বাহিরে বা তরুতলে সর্ব্বদা বাস করিবেন।

পর্য্যটেৎ কীটবদ্ভূমিং বর্ষা নৈকত্র সংবিশেৎ।
বৃদ্ধানামতুরাণাঞ্চ ভীরূণা সঙ্গবর্জ্জিতঃ ॥

যতি কীটের ন্যায় নিরভিসন্ধি হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করিবেন; কেবল বর্ষাকালে কোন এক নিশ্চিত স্থানে নিবাস করিবেন। বৃদ্ধ, মুমুর্ষু, ভীরু ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

গ্রামে বাপি পুরে বাপি বাসো নৈকত্র দুষ্যতি।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থা শীতাপহারিণী ॥
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহং ॥
সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিরালম্ভপ্রেক্ষণং তথা।
নৃত্যং গানং সভাং সেবাং পরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বানপ্রস্থগৃহস্থাভ্যাং প্রীতিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥

যতি গ্রামের বা নগরের এক স্থানে সর্ব্বদা বাস করিবেন না। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদন, শীতনিবারণার্থ কন্থা বা কম্বল ও পাদুকা ভিন্ন সন্ন্যাসী আর কোন দ্রব্যই নিজ নিকটে রাখিবেন না। স্ত্রীদিগের সহিত সম্ভাষণ, আলিঙ্গন বা তৎপ্রতি সকাম দৃষ্টি এবং গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদজনক নৃত্য-গীত, বিষয়ীদিগের সাংসারিক কার্য্যার্থ সভা, অন্যের দাসত্ব ও পরনিন্দা বর্জ্জন করিবেন। বানপ্রস্থ বা গৃহস্থাশ্রমীগণের সহিত প্রণয় করিবেন না।

একাকী বিচরেন্নিত্যং ত্যক্ত্বা সর্ব্বপরিগ্রহম্।
যাচিতাযাচিতাভ্যান্তু ভিক্ষয়া কল্পয়েৎ স্থিতিম্ ॥
(সাধুকারং যাচিতং স্যাৎ প্রাক্ প্রণীতমযাচিতম্)

সমস্ত প্রকার লোকজন পরিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক যতি একাকী বিচরণ করিবেন। ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ অথবা অনায়াসপ্রাপ্ত অন্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। (সাধুবচন প্রয়োগপূর্ব্বক গৃহীত অন্নের নাম "যাচিত" ও প্রার্থনা না করিয়াই যাহা পাওয়া যায় তাহাই "অযাচিত")।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে,—

ভিক্ষুকস্যাশ্রমে দেবি বেদোক্ত দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ॥

হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিকালে বেদোক্ত দণ্ডধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান নাই।

তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ॥
ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥
অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল॥

বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥
বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
স্বরজ্ঞানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যো হি সরস্বতী ॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে যিনি স্নান করেন তাঁহার নাম "তীর্থ।" যিনি আশ্রম গ্রহণে সুনিপুণ ও নিষ্কাম হইয়া জন্মমৃত্যুবিনির্ম্মুক্ত হয়েন তিনিই "আশ্রম।" যিনি বাসনা বর্জ্জিত হইয়া রমণীয় নির্ঝর নিকটবর্ত্তী বনে নিবাস করেন, তাঁহার নাম "বন।" যিনি অরণ্য ব্রতাবলম্বী হইয়া সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আনন্দপ্রদ অরণ্যে চিরদিন বাস করেন, তিনি "অরণ্য।" যিনি সর্ব্বদা গিরিনিবাস-পরায়ণ, গীতাভ্যাসতৎপর, যিনি গম্ভীর ও স্থির-বুদ্ধি, তিনি "গিরি" নামে খ্যাত। যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করেন, যিনি ধ্যানধারণায় নিপুণ এবং যিনি সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন তিনিই "পর্ব্বত।" যিনি সাগর-তুল্য গম্ভীর, বনের ফলমূলমাত্রভোগী ও যিনি নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি "সাগর।" যিনি স্বরতত্ত্বজ্ঞ, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসারসাগর মধ্যে সারজ্ঞানী তিনিই "সরস্বতী।" যিনি বিদ্যাভার পরিপূর্ণ হইয়া

সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখভার অনুভব করেন না, তিনিই "ভারতী।" যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁহার নাম "পুরী।"

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥

ম, নি, তন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা বা শিশুপুত্র থাকিলে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবধূতাশ্রম অবলম্বন করিবে না।

ততঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষি পিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া॥

ম, নি, তন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

তদনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মময় হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিখা ও সূত্র উভয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। শূদ্রের ও অন্যান্য বর্ণের কেবল শিখাদগ্ধ হইলেই সন্ন্যাস সংস্কার সিদ্ধ হইবে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যাঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পঞ্চ প্রকার বর্ণেরই কৌলাবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

কুটীচক।

ত্যক্ত্বা সর্ব্বসুখং স্বাদং পুত্রৈশ্বর্য্যসুখং ত্যজেৎ।
অপত্যো সুবসন্নিত্যং মমত্বং যত্নতস্ত্যজেৎ।
নান্যস্য গেহে ভুঞ্জীত ভুঞ্জানো দোষভাগ্ ভবেৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ তথের্ষ্যাসত্যমেব চ॥
কুটীচকস্ত্যজেৎ সর্ব্বং পুত্রার্থং চৈব সর্ব্বতঃ।
ভিক্ষাটনাদিকেঽশক্তো যতিঃ পুত্রেষু সংন্যসেৎ।
কুটীচক ইতি জ্ঞেয়ং * * *

কুটীচক সন্ন্যাসীগণ পুত্র, ঐশ্বর্য্য আদি জনিত সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিবেন ও পুত্র নিকটে থাকিতেও তৎপ্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করিবেন না। অন্যের গৃহে ভোজন করিবেন না, করিলে দোষভাগী হইতে হয়। পুত্রের জন্যও কখন কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, মিথ্যার বশবর্ত্তী হইবেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থ ভ্রমণে অসমর্থ হইলে তিনি পুত্রের নিকট থাকিতে পারিবেন। কুটীচকের ইহাই শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ।

বহূদক।

* * * পরিব্রাট্ ত্যক্তবান্ধবঃ।
ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকাঞ্চৈব ভিক্ষাধারং তথৈব চ॥
সূত্রং তথৈব গৃহ্লীয়ান্নিত্যমেব বহূদকঃ।
প্রাণায়ামেঽপ্যভিরতো গায়ত্রীং সততং জপেৎ॥

বিশ্বরূপং হৃদি ধ্যায়ন্নয়েৎ কালং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ঈষৎকৃতকষায়স্য লিঙ্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতঃ ॥

যে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, যিনি প্রাণায়াম অভ্যাসে তৎপর থাকিয়া গায়ত্রীজপনিরত হয়েন, যিনি সংসারের একমাত্র পরমতত্ত্ব ভগবান্‌কে ধ্যান করেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্ধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং একখণ্ড গৈরিক বসন ধারণ করেন, তিনিই "বহূদক সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত হয়েন।

হংস।

ত্যক্ত্বা পুত্রাদিকং সর্ব্বং যোগমার্গে ব্যবস্থিতৈঃ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব তুলাপুরুষসংজ্ঞকৈঃ ॥
অন্যৈশ্চ শোষয়েদ্দেহমাকাঙ্ক্ষন্ ব্রহ্মণঃ পদম্।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বস্ত্রং জন্তুনিবারণম্।
অয়ং পরিগ্রহো নান্যে হংসস্য শ্রুতিবেদিনঃ।

যিনি পুত্র, কলত্র, গৃহ আদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-যোগাভ্যাস-নিরত, চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও মনকে যিনি স্ববশে রক্ষা করেন, তিনিই "হংস" নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির আশয়ে হংস কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ তুলাপুরুষ বা অন্যান্য ব্রত পালন পূর্ব্বক শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবেন। যজ্ঞোপবীত, দণ্ড ও গাত্রলগ্ন কীট পতঙ্গাদি ঝাড়িবার জন্য বস্ত্র ভিন্ন আর কোন পদার্থ নিজ নিকটে রাখিবেন না।

পরমহংস।

"আধ্যাত্মিকং ব্রহ্ম জপন্ প্রাণায়ামাংস্তথাচরন্।
বিযুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো যোগী নিত্যং চরেন্মহীম্॥
আত্মনিষ্ঠঃ স্বয়ং যুক্তস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
চতুর্থোঽয়ং মহানেষাং ধ্যানভিক্ষুরুদাহৃতঃ॥
ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকাঞ্চৈব সূত্রং চাথ কপালিকাম্।
জন্তূনাং কারণং বস্ত্রং সর্ব্বভিক্ষুরিদং ত্যজেৎ॥
কৌপীনাচ্ছাদনার্থঞ্চ বাসোঽন্য পরিগ্রহম্।
কুর্য্যাৎ পরমহংসস্তু দণ্ডমেকঞ্চ ধারয়েৎ।
আত্মজ্ঞোবাত্মবুদ্ধশ্চ পরিত্যক্তশুভাশুভঃ॥
অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তশ্চ চরেদ্ভিক্ষুঃ সমাহিতঃ।
প্রাপ্তপূজো ন সন্তুষ্যেদলাভে ত্যক্তমৎসরঃ॥
ত্যক্ততৃষ্ণঃ সদা বিদ্বান্ মূকবৎ পৃথিবীঞ্চরেৎ।
দেহসংরক্ষণার্থন্তু ভিক্ষামীহেদ্দ্বিজাতিষু॥"

যিনি অধ্যাত্ম ব্রহ্মজপ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, সঙ্গবির্জ্জিত হইয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের নিমিত্ত নিঃসঙ্গভাবে পর্য্যটন করেন, আত্মাতেই যাঁহার একমাত্র নিষ্ঠা, আপনাতেই আপনি সমাহিত এবং সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাট যাঁহার মিটিয়া গিয়াছে, তিনিই চতুর্থ ও পূর্ব্বতন (কুটীচকাদি)গণ অপেক্ষা উত্তম। ইনি ধ্যানভিক্ষু (পরমহংস) নামে পরিচিত। ধ্যানভিক্ষ পাত্র, সূত্র, কপালিকা, গাত্র ঝাড়িবার বস্ত্র আদি সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। কেবল কৌপীন ও আচ্ছাদনার্থ একমাত্র বস্ত্র নিজ নিকটে রাখিবেন। পরমহংস এক-

দণ্ড ধারণ করিবেন ও শুভাশুভ সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মফলবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা আপনাতেই আত্মার বিচারণা করিতে থাকিবেন। লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া জানিতে পারে, এমন কোন বাহ্যচিহ্ন রাখিবেন না। আত্মসমাহিতচিত্তে তিনি প্রচ্ছন্নবেশে বিচরণ করিবেন। যদি কেহ তাঁহার আদর বা পূজা করে, তবে সন্তুষ্ট এবং কেহ দ্বেষ বা অনিষ্ট করিলে তাহাতে মৎসরযুক্ত হইবেন না। ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল বিষয় বিদিত থাকিয়াও মূকের ন্যায় (মৌনী হইয়া) বিচরণ করিবেন। দেহরক্ষার্থ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ (প্রস্তুতান্ন ভোজন) করিবেন।

"অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ।
শবমিব বরনার্য্যো ত্যক্তকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়াধিং মন্যমানো দুরন্তং।
জগতি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥"

লোকসমাজকে সর্পের ন্যায় ভয়ানক জানিয়া ধন ও নারীকে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য শববৎ বুঝিয়া যিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করেন, যিনি কর্ম্মফলকামনাশূন্য ও বৈরাগ্যবান্ ও যিনি বিষয় রাশিকে বিষের ন্যায় দূষিত মনে করেন, জগতে সেই পরমহংসই মুক্তি লাভের অধিকারী।

অবধূত।

অবধূতলক্ষণং বর্ণৈর্জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্বেদবেদান্তবাদিভিঃ॥

আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥
ধূলিধূসর গাত্রাণি ধৃতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥
তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।
তমোঽহঙ্কারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥”

অবধূতগীতা।

ভগবত্তম বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বেদবেদান্তবাদীগণ অবধূতের লক্ষণ বর্ণে বর্ণে বিদিত হয়েন। “অ”াশাপাশবিমুক্ত, “অ”াদিমধ্যে ও অন্তে অর্থাৎ সর্ব্বথা নির্ম্মলপ্রকৃতি, নিত্য “অ”ানন্দে বিরাজ করা “অ”কারের লক্ষণ। “বা”সনা বর্জ্জন, নিষ্পাপ “ব”্যাখ্যানে ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া “ব”র্ত্তমান দশাতেই আনন্দ পূর্ব্বক বিরাজ করা, “ব”কারের লক্ষণ। যাঁহার গাত্র “ধূ”লিতে “ধূ”সরিত, যিনি নিরাময় ও “ধৃ”তচিত্ত ও যিনি ধারণা ও ধ্যানাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন—ইহাই “ধূ”কারের লক্ষণ। যিনি বিষয়-চিন্তাচেষ্টাবর্জ্জিত ও “ত”ত্ত্বচিন্তা যাঁহার সর্ব্বক্ষণ, যিনি “ত”ম ও অহঙ্কার বিমুক্ত ইহাই “ত”কারের লক্ষণ। বর্ণে বর্ণে অবধূতের লক্ষণ বর্ণিত হইল।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে,—

“অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূত সদাশিবঃ।
অবধূতী শিবা দেবী অবধূতাশ্রমং শৃণু ॥

সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ।
যৎ তৎদর্শনমাত্রেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ ॥
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥”

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে দেবি! অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও অবধূতা সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীস্বরূপা। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া পূজা করিবেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই গৃহস্থ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

“ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী।
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ ॥
ন শৈবো ন শাক্তো নবা বৈষ্ণবশ্চ।
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥”

অবধূত যোগীর ন্যায় যোগ নিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি বীরের ন্যায় বলপ্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, তপজপাদি-সাধনকারী মন্ত্রসাধকও নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়মনিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন।

“ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ—পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণ পরমহংসাখ্যঃ—পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥

মহানির্ব্বাণ।

পূর্ণ ও অপূর্ণ ভক্তাবধূতগণ দুই ভাগে বিভক্ত। হে প্রিয়ে! পূর্ণভাব সম্পন্ন অবধূতগণ "পরমহংস" ও যাঁহারা সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন নাই অর্থাৎ সাধকাবধূতগণ "পরিব্রাজক" বলিয়া বিখ্যাত।

"কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ॥
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি পার্ব্বতি।
*　　*　　*　　*　　*
কুর্য্যাদাত্মচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ।
*　　*　　*　　*　　*
কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ॥

মহানির্ব্বাণ।

"শমদমধৃতিযুক্তঃ শ্রীহরৌ ভক্তিনিষ্ঠঃ।
বিচরতি হি বিরাগী সর্ব্বদা সঙ্গশূন্যঃ॥
রহসি জনপদে বা সর্ব্বকল্যাণকারী।
হ্যুপদিশতি চ লোকান্ ব্রহ্মচারী পরিব্রাট্॥"

শম, (অন্তরেন্দ্রিয় সংযম) দম, (বহিরিন্দ্রিয় সংযম) ধৃতি (ধারণাশক্তি =বাক্য সংযম ও বীর্য্যবেগধারণ) বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ ও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী বৈরাগ্যবান্ পরিব্রাজক কখন বিজনে কখন বা জনপদে পর্য্যটন করিবেন এবং লোকের কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিবেন।

"ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রদণ্ডকুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সত্ত্বভূতান্যপীড়য়ন্॥"

দণ্ডীগণ কেশ নখ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন ও কোনরূপ প্রাণি পীড়ন করিবেন না।

দ্বাদশাব্দস্য মধ্যে তু যদি মৃত্যুর্ন জায়তে।
দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ স পরমহংসকঃ॥

দণ্ডী হইবার পর দ্বাদশ বৎসর মধ্যে যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ বর্ষান্তে দণ্ডী দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পারমহংস্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে,—

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা চান্নমশ্নীয়াদবিচারযন্॥
ধাতুপরিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মঃ নিঃ তঃ।

সন্ন্যাসীনাং মৃতং কায়াং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

"বিষ্ণুঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি সন্ন্যাসিনাঞ্চ নিন্দতি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥"

যে ব্যক্তি বিষ্ণু, শাস্ত্র, সন্ন্যাসীর নিন্দা করে সে ব্যক্তি ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কাল যাপন করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি,—

"সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥"

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান,—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ॥"

কাম্যকর্ম্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ "সন্ন্যাস" বলিয়া থাকেন।

"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥"
"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"
"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥"
"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥"

গুণাতীত সন্ন্যাস সম্বন্ধে,—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

শ্রীকৃষ্ণ—

"বরিষ্ঠো নাম-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশস্বপি।
শতেষু কর্ম্মসন্ন্যাসী জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতঃ।
সর্ব্বলোকেষ্বপি ত্যাগসন্ন্যাসী মম দুর্ল্লভঃ ॥"

যদি কেহ কেবল নাম-সন্ন্যাসী হয়েন, তথাপি তিনি দশ জন ব্রাহ্মণের তুল্য, যে ব্যক্তি কর্ম্মসন্ন্যাসী সে ব্যক্তি শত ব্রাহ্মণতুল্য, যে সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানসন্ন্যাসী আমারই সমান এবং যে ব্যক্তি ত্যাগসন্ন্যাসী তিনি আমারও দুর্ল্লভ।

যোগবাশিষ্ঠ হইতে—

"সত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘব।"

যাহা মন হইতে ত্যাগ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগমাত্র প্রশস্ত নহে।

"মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমানঃ সুখাবহঃ ॥"

মন হইতে পরিত্যাগ করিয়া সংকল্পবিকল্পবর্জ্জিত হইয়া সুখী হও।

শ্রীদেব্যুবাচ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা।
কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রমবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥১৪১
শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয়ঃ প্রভো।
চতুর্ব্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥১৪২

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥১৪৩
পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে ॥১৪৪

ব্রহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ।
বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদ্ভক্তৈরিতবর্ত্মনা ॥১৪৫
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈত্তে তথা চক্রার্পিতং বিনা।
নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্ণীয়ুঃ কদাচন ॥১৪৬
ব্রহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিনাম্।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে ॥১৪৭
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্।
সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ ॥১৪৮
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥১৪৯
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাদ্ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥১৫০
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥১৫১
ওঁ তৎসন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥১৫২
কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ।
যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥১৫৩
ওঁ তৎসদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ ভবেৎ ॥১৫৪
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎসন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥১৫৫

কিমন্যৈর্ব্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ ।
ব্রাহ্ম্যেনানেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥১৫৬
সুখসাধ্যমবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্ ।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাত্তপায়ান্তরমম্বিকে ॥১৫৭
পুরঃপ্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্ ।
গৃহস্থস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥১৫৮
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ ।
ওঁ তৎসদিতি দেবেশি ত্বদাগ্রে সমুদীরিতম্ ॥১৫৯
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালুশিরঃশিখাঃ ।
প্রাদুর্ভূতোঽয়মোংতৎসৎ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥১৬০
চতুর্ব্বিধানামন্নানামন্যেষামপি বস্তুনাম্ ।
মন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্চেদেতেন শোধিতম্ ॥১৬১
পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপং তৎসন্মহামনুম্ ।
স্বেচ্ছাচারশুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্ ॥১৬২
জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্মনুম্ ॥১৬৩
ত্রিপদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ।
সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ ॥১৬৪
যুগ্মং যুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা ।
জপ্ত্বৈতস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ॥১৬৫
শৈবাবধূতসংস্কারবিধূতাখিলকর্ম্মণঃ ।
নাপি দৈবে নবা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যোঽধিকারিতা ॥১৬৬

চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ ॥১৬৭
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥১৬৮
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥১৬৯
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥১৭০
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণাঃ।
মুক্তোঽবিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥১৭১
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥১০২
এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্জায়তে মনুজন্মনাম্ ॥১৭৩
পৃথিব্যাং যানি তীর্থাণি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে ॥১৭৪
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ।
যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈর্মানবৈঃ কুলসাধকৈঃ ॥১৭৫
অশুচি র্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥১৭৬
কিরাতাঃ পাপিণঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খশাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ ॥১৭৭

কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে ॥১৩৮

যে পর্য্যন্ত নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া না যায় তদবধিই নৌকার প্রয়োজন হয়; এবং নদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার ব্রহ্মকে সম্যক লাভ করিতে পারিলে আর জ্ঞান সাধনাদিতে প্রয়োজন থাকে না।

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥
উত্তরগীতা

যে প্রকার অন্ধকার রজনীতে কোন দ্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই দ্রব্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উল্কাকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অবিদ্যা-অন্ধকার আবৃত পরমার্থদিদৃক্ষ ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কা দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবেন।

পঞ্চদশী। ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ।

যেমন তৃণ মধ্যস্থিত কোমল পত্র ও তুলা প্রভৃতি লঘু বস্তু সকল অগ্নিসংযোগে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মসকল ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না।।১৪

ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ

করে, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি পূর্ব্বসঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে আর প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিতে পারে না ॥১৫

যে ব্যক্তির অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে এবং যাহার বুদ্ধি বিষয়েতে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি সমুদায় মনুষ্য হনন করিলেও কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, কিম্বা আপনিও হত হয়েন না। জ্ঞানী ব্যক্তি যে কর্ম্মই করুক না কেন, কিছুতেই তাহার পাপস্পর্শ হইতে পারে না ॥১৬

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মাতৃবধ করুক, পিতৃহত্যা করুক, চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করুক, ভ্রূণহত্যা সাধন করুক, কিম্বা উক্ত প্রকার মহাপাপজনক কার্য্য করুক, কোন প্রকার পাপাদি জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না এবং শত শত পাপকার্য্য করিলেও জ্ঞানী ব্যক্তির মুখকান্তির বিনাশ হয় না। (জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত পাপ করুক না কেন, কিছুতেই তাহাদিগের মুক্তির অন্যথা হয় না, কিম্বা তাহাতে তাহার বিমর্ষভাব প্রাপ্ত হয় না। কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে জ্ঞানী ব্যক্তির পাপ হয় না, "পাপ করিয়াছি" এই ভাবনা করিয়া কৃশ হয় না এবং তাহার মুখও মলিন হয় না) ॥১৭

আর শাস্ত্রেতে উক্ত আছে যে জ্ঞানিগণের যেমন সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার সর্ব্ব কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপন অভিলষিত বস্তু সকলের লাভ করিয়া আপনি অমৃত হইয়া থাকেন ॥১৮

ছান্দোগ্যশ্রুতির মর্ম্মার্থে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোজন করুন, আর খেলনক দ্বারা ক্রীড়া করুন, স্ত্রীতে রমণ করুন, যানাদি দ্বারা আমোদ করুন, কিম্বা অন্য কোন রমণীয় বস্তুতে আসক্ত থাকুন, তিনি কিছুতেই শরীর বা প্রাণকে স্মরণ করেন না অর্থাৎ "আমার শরীর

পোষণার্থ কিম্বা প্রাণ রক্ষার্থ অমুক কর্ম্ম করিতে হইবে” এইরূপ মনে করেন না। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ দ্বারা জীবিত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ম্মেই ফলসাধন উদ্দেশ্য নাই ॥১৯

তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জন্মকর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কামনা উপভোগ করেন, তাঁহার কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মফল ভোগ সকল ক্রম-বর্জ্জিত হইয়া এককালেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার কর্ম্মফল ভোগের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, এককালেই সমস্ত কর্ম্মফলের উপভোগ হয় ॥২০

—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা সমুদায় কামনাই উপভোগ করেন ॥৩৬

সামবেদীয়েরা সর্ব্বদা সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বাত্মত্ব গান করিয়া থাকেন। সামবেদীরা “আমিই অন্ন এবং আমিই অন্নের ভোক্তা” সর্ব্বদা এইরূপ অধ্যয়ন করেন। সামবেদীয়দিগের সকল গানেই আত্মার সর্ব্বময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৩৭

যোগবাশিষ্ঠ হইতে,—

অমরেরাও মৃত হইবেন ইহাতে আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি।১৫১। ব্রহ্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন এবং অজন্মা বিষ্ণুও সংহারকে পাইবেন আর ভাব সকলও অভাব হইবেক অতএব আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি।১৫২। পরমাত্মা কালকেও নষ্ট করেন এবং অদৃষ্টাদি নিয়মও লয় পায় আর অনন্ত আকাশও লীন হয় অতএব আমার ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি।১৫৩।

এককল্পজীবী যে সিদ্ধগণ এবং কল্পমধ্যক্ষণজীবী যে ইন্দ্রাদি আর কল্পসমূহজীবী যে ব্রহ্মাদি ইঁহারা সকলেই খণ্ডকালসমূহযুক্ত যে মহাকাল

তাঁহা কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইবেন অতএব অল্লাধিককালস্থায়ী ব্যক্তিরাও অসত্য হয়েন ।।১৬০

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্ ॥১৬১॥"

এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আর সকল দেবাদিপ্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম যত ইহারা সকলেই জল যেমত বাড়বাগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় তাহার ন্যায় কালেতে নাশকে পাইবেন ।১৬১

ব্যাসদেব শুকের প্রতি—

ভূতলে জনক নামে রাজা আছেন তিনি যথার্থ বেদ্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকে জানেন অতএব তুমি তাঁহার নিকটে যাও সকল জানিতে পারিবা ।২৯।

জনক শুকদেবের জ্ঞানাধিকার জানিবার নিমিত্ত তিনি থাকুন এই অবজ্ঞাবাক্য কহিয়া সপ্ত দিবস রাজকার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত থাকিলেন ।৩২। শুকদেব উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দ্বারে সপ্ত দিবস স্থিত হইলেন অনন্তর জনক শুকের সম্ভোগজয়বিদিতার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন ।৩৩। অন্তঃপুরে রাজা দৃশ্য হয়েন না এই বার্ত্তা প্রচার করাইয়া জনকরাজা সেখানে শুকদেবকে আর এক সপ্তাহ মদোন্মত্তা সুন্দরী স্ত্রী এবং অন্যান্য নানা ভোগ দ্বারা লালন করাইলেন ।৩৪। কিন্তু শুকদেবের অন্তঃকরণ সপ্তাহ দ্বারে স্থিতি জন্য দুঃখেতে কিম্বা সপ্তাহ স্ত্রীভোগ সুখেতে বিচল হইল না, যেমত মন্দপবনে বদ্ধমূল পর্ব্বত বিচল হয় না, তিনি কেবল আত্মনিষ্ঠ মৌনী হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল রহিলেন ।৩৫।

"তুর্য্যবিশ্রান্তিযুক্তস্য প্রতীর্ণস্য ভবার্ণবাৎ।
জীবতোঽজীবতশ্চৈব গৃহস্থস্যাথবা যতেঃ ॥৯৬
ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন শ্রুতিস্মৃতিবিভ্রমৈঃ।
নির্ম্মন্দর ইবাম্ভোধিঃ স তিষ্ঠতি যথাস্থিতি ॥৯৭"

তুর্য্যব্রহ্মেতে স্থিত এবং সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানী তিনি গৃহস্থ হউন বা সন্ন্যাসী হউন জীবনবিশিষ্ট হইলেও জীবন-বিশিষ্ট নহেন যেহেতুক, জীবনবিশিষ্টের কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার তাহা তাঁহার থাকে না।৯৬। সেই জ্ঞানির কর্ম্মকরণে প্রয়োজন নাই এবং তাহা না করিলে হানি নাই আর সমুদ্র যেমত মন্দরশূন্য হইলে শান্ত হয় সেইমত কোন কর্ম্মাদিতে প্রয়োজন না থাকাতে স্বয়ং শান্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে স্থিত হয় শ্রুতিস্মৃতিরূপ মিথ্যা ভ্রান্তিতেও আর আবশ্যক থাকে না।৯৭

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।৯৯।"

বালক যদ্যপি যুক্তিমত বাক্য কহে তাহাও আদর পূর্ব্বক অবশ্য গ্রহণ করা উচিত কিন্তু অযুক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।৯৯।

আস্তেঽনন্তমিতোভাস্বানজোদেবো নিরাময়ঃ।
সর্ব্বদা সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥৭১॥

এবং সেই স্বপ্রকাশ, জন্মরহিত, সর্ব্বপ্রকাশক, অনন্ত, নিরাময়, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বহর্ত্তা মহেশ্বর পরমাত্মারূপে স্থিত হন।৭১

সন্ন্যাসী পুরুষ প্রকৃতির অতীত। তিনি অপুরুষ, অপ্রকৃতি। সেই-জন্য তিনি বহু পুরুষ প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদা বাস করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

যাহার আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ আছে, তাঁহার যুবতী প্রকৃতির নিকট সাবধান হওয়া উচিৎ। যাহার আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ হয় নাই, যাহার আপনাকে কেবলমাত্র আত্মা বলিয়া বোধ আছে, তিনি নিয়ত বিদ্যাধরী বিনিন্দিত যুবতী নারীগণের সহিত একত্রে বাস করিলেও সেই নারীগণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

অনাত্মজ্ঞানী যুবা পুরুষদিগেরই যুবতী নারীগণ হইতে অনিষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য তাঁহারা যুবতীগণের নিকট সাবধান হইবেন। তাঁহারা যদ্যপি সাধন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোনক্রমে যেন তাঁহারা যুবতীদিগের সহিত একত্রে বাস না করেন।

যিনি সন্ন্যাসী, তিনিই আত্মজ্ঞানী। তাঁহার কামাদির সহিত সংস্রব নাই বলিয়া কাম দ্বারা কামিনীর সহিত কামুক পুরুষের যে সংস্রব হইয়া থাকে, তাঁহার কামিনীর সহিত সে সংস্রব হইতে পারে না। তিনি নিষ্কাম বলিয়া কামভাবে তাঁহার কামিনীতে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব যুবতী কামিনীগণ তাঁহার নিকটেই নিরাপদ। সেইজন্য যুবতী কামিনীগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিলেও তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে না। যুবতী কামিনীগণও তাঁহার নিকট থাকার জন্য তাঁহাদেরও ক্ষতি হইতে পারে না। যুবতী কামিনীগণের মধ্যে কেহ তাঁহার বক্ষে বিহার করিলেও তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে না। তদ্দারা তাঁহার মন কামভাবে বিকৃত হয় না। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কোন পরমাসুন্দরী যুবতীবক্ষে নিয়ত বিরাজিত রহিলেও তিনি কাম-

ভাবে মগ্ন হন্ না। কাম দ্বারা তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয় না। যুবতী অঙ্গের যে স্থান অনাত্মজ্ঞানী পুরুষ স্পর্শ করিলে কামভাবে উন্মত্তের ন্যায় হন্ তিনি সে স্থান নিয়ত দর্শন স্পর্শন করিলেও কামোন্মাদ হন্ না, তদ্দ্বারা তাঁহার নির্ব্বিকার ভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম হয় না। সেইজন্য তাঁহার নিকটেই যুবতী কামিনীদিগের থাকিবার নিরাপদ স্থান। সেইজন্য সন্ন্যাসীর নিকটে যুবতীগণের থাকা অবিধেয় বলা উচিৎ নহে। আপনাদিগের চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদাই যুবতীগণের আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট থাকা উচিৎ। ঐ প্রকার সন্ন্যাসীর সদোপদেশে তাঁহাদিগেরও আত্মজ্ঞান লাভের আশা করা যাইতে পারে।

(ক)

নিজের ভরণপোষণের উপায় থাকিতে গৃহস্থ সে উপায় পরিত্যাগ না করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্ব্বত্যাগ বিধেয়। ১

প্রথমতঃ বিবেক না হইলে বৈরাগ্য হইতে পারে না। বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস হইতেই পারে না। ২

যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থের হানি হইলে অপরের প্রতি রাগ করে সে সন্ন্যাসী নয়। ৩

(খ)

পুরুষ প্রকৃতির আত্মায় কোন প্রভেদ নাই বলিয়া পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরই আত্মজ্ঞান লাভের অধিকার আছে। সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানী। এই জন্য পুরুষ প্রকৃতি উভয়েরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে। ১

আত্মজ্ঞান প্রভাবে অবর্ণ হওয়াই প্রকৃত সন্ন্যাস। সেই সন্ন্যাসের সঙ্গে জীবন্মুক্তিরও কোন প্রভেদ নাই। ২

প্রথমতঃ অনেকেরই বিষয়ে অনুরাগ থাকে। সেই বিষয়ে বীতরাগও সহজে কাহারও হয় না। সেই বিষয়ে যাহার বীতরাগ হয় তাঁহার সন্ন্যাসেরও আরম্ভ হইয়াছে। ৪

কেবল সন্ন্যাসীর বেশে দেহ সজ্জিত করিলে কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না। ৫

সন্ন্যাসীর বিবেক বৈরাগ্য এবং জ্ঞানেতেই বিশেষ প্রয়োজন। ৬

(গ)

প্রকৃত বিবেক-বৈরাগ্য যাহার হইয়াছে, প্রকৃত দিব্যজ্ঞান যাহার হইয়াছে তিনি বালক কিম্বা যুবক হইলেও সন্ন্যাসের অধিকারী। ১

কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থের মতে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হইলেও শঙ্করাচার্য্য ষোড়শ বর্ষে ও চৈতন্যদেব চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে সন্ন্যাস আশ্রমী হইয়াছিলেন। বৈরাগ্য উদয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। যখনই বৈরাগ্যোদয় হইবে তখনই সন্ন্যাস আরম্ভ হইবে। ২

কোন প্রকার বেশ সন্ন্যাস দিতে পারে না। অদ্বৈতজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। ৩

সন্ন্যাসে শিখাসূত্র ও গার্হস্থ্যের পরিচ্ছদ ত্যাগ করা হয়। সন্ন্যাসে গৃহস্থাশ্রমের নাম পরিত্যাগ করা হয়। সন্ন্যাসে গৃহস্থাশ্রমের সকল প্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করারও বিধি আছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি, তিনি নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয় কেবল হইয়াছেন। তাঁহার দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত পুরুষ। ৪

(ঘ)

সর্ব্বত্যাগী যিনি তিনিই সন্ন্যাসী। তোমার ক্ষুধাও ত্যাগ হয় নাই, তোমার তৃষ্ণাও ত্যাগ হয় নাই, তোমার নিদ্রাও ত্যাগ হয়

নাই, তোমার সুখ-দুঃখও ত্যাগ হয় নাই, শরীরে আঘাত লাগিলে তোমার যন্ত্রণাও বোধ হয়। তুমি দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ অদ্যাপি করিতে পার নাই বলিয়াই দৈহিক কষ্ট বোধ করিয়া থাক। ১

সন্ন্যাস-প্রভাবে যিনি ক্ষুধা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ক্ষুধা বোধও নাই। সন্ন্যাস-প্রভাবে যিনি তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার তৃষ্ণা-বোধও নাই। সন্ন্যাস-প্রভাবে যিনি দেহে অবস্থান করিয়াও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য তাঁহার কোন প্রকার দৈহিক কষ্ট বোধও হয় না। ২

এই কলিকালে যত সন্ন্যাসী দেখিতে পাও তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেহী। তাঁহাদের মধ্যে বিদেহী অতি অল্পই আছেন। ৩

প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত। তাঁহার কোন বন্ধনই নাই। তুমি আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক অথচ তুমি আহার নিদ্রা প্রভৃতির বিলক্ষণ বশীভূত দেখিতেছি। তুমি দেহাশয়ে চলিতেছ বলিতেছও দেখিতেছি। তবে তোমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসীই বা কি প্রকারে বলি? তবে তোমাকে বিদেহীই বা কি প্রকারে বলি? সন্ন্যাস ব্যতীত জীবন্মুক্তি ও বিদেহকৈবল্য হইতেই পারে না। ৪

(৬)

যিনি স্বজাতীয় সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাঁহার বেদান্ত অনুসারে জাতি নাই। তাঁহার জাতি যাবার ভয়ও নাই। ১

যিনি কোন বর্ণের অন্তর্গত তাঁহার জাতি নষ্ট হইতে পারে বটে। যিনি সন্ন্যাসী তাঁহার জাতিও নাই, তাঁহার জাতি নষ্ট হইবারও ভয় নাই। ২

সন্ন্যাসীর জাতিকুল-ঘৃণা-লজ্জা-ভয় নাই। ৩

(চ)

কেবল ভিক্ষার সুবিধার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ করা উচিত নয়। ঐ প্রকার বেশ করায় সাধারণ লোককে প্রবঞ্চনা করা হয়। ১

সন্ন্যাস স্বভাবে। শিখাসূত্র ও গৃহস্থের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। ২

প্রকৃত সন্ন্যাসীর সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ হয়। ৩

যাহার সর্ব্বত্যাগরূপ মুক্তি লাভ হইয়াছে তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। ৪

তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নিজের আলয় পরিত্যাগ করিয়াছ। এই দ্বিতল মঠও ত' একটী আলয়। ইহার মধ্যে থাকায় তোমার কোন দোষই বা হয় না কেন? ৫

(ছ)

শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস চারি প্রকার। স্মৃতিমতে স্মার্ত্তসন্ন্যাস। শ্রুতি মতে শ্রৌতসন্ন্যাস। পুরাণমতে পৌরাণিকসন্ন্যাস। তন্ত্রমতে তান্ত্রিক-সন্ন্যাস। ঐ চারি প্রকার সন্ন্যাসের অনুকরণে কত মহাত্মা আরও কত প্রকার সন্ন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। ১

মনুস্মৃতি মতে যে সন্ন্যাস তাহার প্রচলন ইদানী দেখিতেই পাওয়া যায় না। অথচ মনুর দোহাই অনেকেই দিয়া থাকেন। ২

সন্ন্যাসের প্রথমাবস্থায় পরিব্রাজক হইয়া নানা দেশ, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে হইবে। একস্থানে অধিক দিন থাকিলে মমতা হইবার সম্ভাবনা এই জন্য পরিব্রাজকসন্ন্যাসী একস্থানে অল্প দিনই অবস্থান করিবেন। সেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পরমহংস হইলে তিনি মহা জনতায় থাকিলেও মমতার অধীন হন না। ৩

প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত শ্রুতি-সম্মত সন্ন্যাসে অধিকার হয় না।

কলিতে প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া অতি কঠিন। এই জন্য কলিতে শৌত-সন্ন্যাসও দুর্লভ। ৪

বনবাস পূর্ব্বক গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য সাধনার পদ্ধতি আছে। কলিতে সে পদ্ধতির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কলিতে বৈধ ব্রহ্মচর্য্যও বিরল। বৈধব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত বৈধ শৌত সন্ন্যাসেও অধিকার হয় না। ৫

পূর্ণ বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস হইতে পারে না। ৬

(জ)

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রমী হন নাই; তিনি প্রথমতঃ গৃহস্থ হইয়া পরে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গৃহস্থও হন নাই, বানপ্রস্থীও হন নাই। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুকদেব গোস্বামী কখনও গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থী হন নাই। তিনি চির সন্ন্যাসী ছিলেন। ১

মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গ সত্ত্বে সন্ন্যাস গ্রহণ অবিধি হইলেও মহাপ্রভু মাতা ও যুবতী ভার্য্যা সত্ত্বে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যও মাতা সত্ত্বে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ২

কোন শাস্ত্রেই সন্ন্যাসীর পক্ষে একাদশীব্রত বিহিত হয় নাই। কিন্তু কাশীতে দেখিতেছি অনেক সন্ন্যাসীই একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন। ৩

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদিগের বেদান্তই প্রধান গ্রন্থ। তাহা গৃহস্থ বেদব্যাস-রচিত। প্রকৃত উদাসীন-অদ্বৈতজ্ঞানী গৃহস্থ-অদ্বৈতজ্ঞানীকে অবজ্ঞা করেন না। ৪

(ঝ)

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সন্ন্যাসীকে গৈরিক বস্ত্রও পরিধান করিতে বলা হয় নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতের কোন সন্ন্যাসী গৈরিক বস্ত্র এবং কৌপীন ব্যবহার না করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সন্ন্যাসী অবধূত। ১

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে ব্রাহ্মণ অবধূত হইলেও যাহা হন, শূদ্র অবধূত হইলেও তাহা হন। সেই জন্য শূদ্র অবধূত হইয়া সামবেদীয় মহাবাক্য উচ্চারণে অন্যকে সন্ন্যাস দিলেও দোষ হয় না। অবধূত হইলে শূদ্রও সামবেদে অধিকারী হন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে স্পষ্টই বোঝা যায়। ২

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে অবধূতই সন্ন্যাসী। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অবধূতকে কৌপীন গৈরিক বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতে বলা হয় নাই। ৩

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অবধূতকে কৌপীন এবং গৈরিক বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতে নিষেধও করা হয় নাই। সেই জন্য ঐ মতের কোন অবধূত ইচ্ছা করিলে কৌপীন ও গৈরিক বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতে পারেন। ৪

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ব্যাহৃতিহোম, প্রাণহোম, তত্ত্বহোম, যজ্ঞোপবীতহোম ও শিখাহোম করিতে হয়। ঐ সমস্ত হোমের প্রত্যেকটিকেই সাকল্যহোমের অন্তর্গত বলা হয়। ৫

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নাগসন্ন্যাসের উল্লেখ নাই। তাহাতে কেবল কর্ম্মসন্ন্যাসই বিবৃত হইয়াছে। ৬

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে সন্ন্যাসীর মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শিখা ছেদ করিবার প্রয়োজন। সেই শিখাচ্ছেদ, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকেই করিতে হইবে। নাপিত দ্বারা করিতে হইবে না। ৭

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে কোন অবধূত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থের

কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিলেও তাঁহার প্রত্যবায় নাই। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল না করিলেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই। কারণ ঐ তন্ত্র অনুসারে অবধূত গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিলে কোন ফল লাভ করেন না। ৮

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে অবধূত নিজ ইচ্ছা অনুসারে সন্ন্যাসের চিহ্ন সকল না রাখিয়া গৃহস্থের চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য সকলও করিতে পারেন। ৯

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে শূদ্র অবধূত হইলে তিনি আর শূদ্র থাকেন না। সেই জন্য তাঁহার চতুর্ব্বেদ এবং প্রণবেও অনধিকার থাকে না। ১০

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মতে পঞ্চবর্ণ অবধূত হইলেই নারায়ণ হন। তাঁহাদের পরস্পর কোন প্রভেদই থাকে না। ১১

অবধূত সন্ন্যাসী। অবধূত অদ্বৈত-জ্ঞানী, অবধূত আত্মজ্ঞানী। অবধূত আত্মা। অবধূত নিত্য। সেইজন্য তাঁহার জন্মই হয় নাই। তাঁহার জন্ম হয় নাই বলিয়া তাঁহার জাতিও নাই। ১২

স্বাধীনবৃত্তি-অবলম্বী অবধূতের ন্যায় ধূলিধূসরিত গাত্র হইলেই প্রকৃত অবধূত হওয়া যায় না। কত জন্তুরও ত' ধূলিধূসরিত গাত্র,—তাহারা কি অবধূত হইয়াছে? ১৩

অবধূত-বৃত্তি অপেক্ষা স্বাধীন বৃত্তি আর নাই। সে বৃত্তি অবলম্বন ইচ্ছা করিলেই করা যায় না। আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই সে বৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৪

বৈদিক সন্ন্যাস। তান্ত্রিক সন্ন্যাস। বৈদিক সন্ন্যাসী দণ্ডী। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবধূত! বেদের মতের পরমহংসকে দণ্ডীপরমহংস ও তন্ত্রের মতের পরমহংসকে অবধূত-পরমহংস বলে।

সন্ন্যাস বিধি।—শ্মশ্রু কেশ মুণ্ডনের প্রয়োজন নাই। গৈরিক কৌপীন

ও বহির্ব্বাস ধারণ। কোন প্রকার মালা তিলক ধারণের আবশ্যকতা নাই। শান্তভাব থেকে আরম্ভ করিয়া বাৎসল্যে শেষ। যখন যে ভাবে থাকিবে তখন সেইভাব অনুসারে উপাধি। যখন দাসভাবে সন্ন্যাসী থাকিবেন তখন তিনি ভগবানদাস, সখ্যে ভগবান সখা বা ভগবত বন্ধু, বাৎসল্যে ব্রহ্মপুত্র, মধুরে ঈশ্বর পত্নী। &c.

যদ্যপি তুমি ভোগবিলাস চাও তোমার জন্য গার্হস্থ্য আছে তুমি গৃহস্থ হও। প্রকৃত সন্ন্যাসী ভোগবিলাস চাহেন না তাঁহার বাস সম্বন্ধে স্থানাস্থানের বিচার নাই। তাঁহার ভক্ষ্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিধিও নাই।

সমাপ্ত।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের রচিত

গ্রন্থাবলীর তালিকা।

মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ

১।

২। নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা (১৩০৬-১৩০৭ সাল) ... ... ১৲

৩। শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় মাসিক পত্র—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ... ... ২৲

৪। "নিত্যগোপাল" (জীবনী বাঁধা) ... ... ২৲

৫। ঐ (অবাঁধা) ১৷৹

গ্রন্থকারের ফটো

দাঁড়ান হাফ্‌টোন্ (ক্যাবিনেট্) ... ... /১০

ঐ ছোট (২″×৩″) ৵১০

বসা হাফ্‌টোন্ (ক্যাবিনেট্) ... ... /১০

ঐ ছোট (৩″×৫″) ... ... /০

সর্ব্বত্র ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার, মহানির্ব্বাণ মঠ

রাসবিহারী এভিনিউ

কালীঘাট পোঃ, কলিকাতা।